শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব
(সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচ্যার সিরিজ

উপস্থাপকঃ
রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৫

পরিত্রাণতত্ত্ব
পরিত্রাণ সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

The John Knox Institute
of Higher Education

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2021 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Robert D. McCurley is minister of the Gospel at Greenville Presbyterian Church, in Taylors, South Carolina, a congregation of the Free Church of Scotland (Continuing), Presbytery of the United States of America.

greenvillepresbyterian.com

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল এবং বক্তৃতার সূচক

মডিউল ১

বৃহৎ ভূমিকা (Prolegomena: The Doctrine of First Principles) – প্রথম নীতির শিক্ষাতত্ত্ব

মডিউল ২

স্বকীয় ঈশতত্ত্ব (Theology proper) – ঈশ্বর সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা (Doctrine of God)

মডিউল ৩

মানবতত্ত্ব (Anthropology) - মনুষ্য সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

মডিউল ৪

খ্রীষ্টতত্ত্ব (Christology) - খ্রীষ্ট সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

মডিউল ৫

পরিত্রাণতত্ত্ব (Soteriology) – পরিত্রাণ সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

১। ভূমিকা ১

২। খ্রীষ্টের সঙ্গে একীভূত হওয়ার শিক্ষা ৭

৩। প্রভাবশীল আহ্বান এবং পুনর্জন্ম সংক্রান্ত শিক্ষা ১৩

৪। পরিত্রাণ-বিশ্বাস সংক্রান্ত শিক্ষা ২০

৫। অনুতাপ সংক্রান্ত শিক্ষা ২৭

৬। ধার্মিক গণিত হওয়ার শিক্ষা ৩৪

৭। দত্তকপুত্র সংক্রান্ত শিক্ষা ৩৯

৮। শুদ্ধিকরণ সংক্রান্ত শিক্ষা ৪৫

৯। উত্তম/ভালো কাজ সংক্রান্ত শিক্ষা ৫১

১০। সাধুগণের সংরক্ষণ সংক্রান্ত শিক্ষা ৫৬

১১। পরিত্রাণ এবং অনুগ্রহের নিশ্চয়তা সংক্রান্ত শিক্ষা ... ৬২

মডিউল ৬

মণ্ডলীতত্ত্ব (Ecclesiology) - মণ্ডলী সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

মডিউল ৭

শেষকালীনতত্ত্ব (Eschatology) - অন্তিম সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৫– লেকচার ১

ভূমিকা

কোনটি বেশি মূল্যবান: জল ভর্তি এক পাত্র নাকি স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ একটি পাত্র? আমি সন্দেহ করি যে আপনি পরেরটি বলবেন – সোনার মুদ্রা। জল সস্তা বা বিনামূল্যে পাওয়া যায় কারণ এটি প্রচুর উপলব্ধ রয়েছে এবং এটি পাওয়া সহজ; স্বর্ণ বিরল এবং প্রায় সকলের কাছে জলের চেয়ে মূল্যবান। কিন্তু আমাদের এই মূল্যায়ন করা-আমাদের প্রেক্ষাপটের সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি মরুভূমিতে দুই দিন জল ছাড়াই আটকা পড়ে থাকেন এবং আপনি জলের পাত্র নিয়ে কাউকে দেখতে পান। আপনার কাছে জলের পাওয়ার অন্য কোনও বিকল্প নেই এবং আপনার জীবন এটি পাওয়ার উপর নির্ভর করে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, বেশিরভাগ লোক আনন্দের সাথে তাদের সমস্ত সোনা সেই জলের পাত্রে বিনিময় করবে।

স্বাভাবিক মানুষ তার শরীরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং তার আত্মাকে উপেক্ষা করে। অবিশ্বাসীরা এই জগতের ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলিকে বড় মূল্য দেয় এবং তাদের আত্মার মূল্য সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করে। মার্ক ৮:৩৬-৩৭ পদে, যীশু বলেছিলেন, “বস্তুত, কোনো মানুষ যদি সমস্ত জগতের অধিকার লাভ করে ও তাঁর প্রাণ হারায়, তাহলে তাঁর কী লাভ হবে? কিম্বা, নিজের প্রাণের পরবর্তে মানুষ আর কী দিতে পারে?” যখন পবিত্র আত্মা একজন পাপীর মধ্যে কাজ করতে শুরু করেন-তাদেরকে পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন,তাদের মরিয়া পরিস্থিতি প্রকাশ করেন, অনন্তকালের অনন্ত এবং আসন্ন বিচার ইত্যাদি অবগত করেন-সেই সঙ্গে সবকিছুই পরিবর্তন হতে শুরু করে। এখন তারা সমগ্র বিশ্বের অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে তাদের আত্মার পরিত্রাণকে বেশি মূল্য দেয়। ঈশ্বরের পরিত্রাণের বিধান, পাপীদের নিজের সাথে মিলিত করার জন্য সুন্দর এবং তাদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান হয়ে ওঠে। এক আত্মার পরিত্রাণের মূল্যকে কে অনুমান করতে পারে?

সাতটি মডিউল বা পাঠের এই সিরিজ আমাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের একটি পরিচায়ক অধ্যয়নের মাধ্যমে নিয়ে যায়। প্রথম মডিউলের উদ্বোধনী বক্তৃতায়, আমরা এই সাতটি পাঠের সুযোগ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি পরিদর্শন প্রদান করেছি। প্রথম মডিউলটি প্রাথমিক শিক্ষা বা শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় মডিউলটি ঈশ্বর সংক্রান্ত শিক্ষা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তৃতীয় মডিউলটি মানুষ সংক্রান্ত শিক্ষার বিষয়ে সম্বোধন করা হয়েছে এবং চতুর্থ মডিউলটি খ্রীষ্ট বিষয়ক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। এই পঞ্চম মডিউলের পরিধি বাইবেল পরিত্রাণের বিষয়ে কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করবে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে শাস্ত্র থেকে আমরা যা শিখেছি তা আমাদেরকে মানুষের বিষয়ে সঠিক ধারনার দিকে নিয়ে যায় এবং মানুষের অবস্থা সম্পর্কে সত্য জ্ঞান খ্রীষ্টের জন্য মানুষের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করে-সেই সব যা খ্রীষ্ট স্বয়ং এবং তিনি যা করেছেন। খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব এবং কাজ ঈশ্বরের নির্বাচিত লোকদের জন্য পরিত্রাণ নিশ্চিত করে। আচ্ছা,সেই পরিত্রাণের মধ্যে কী সামিল রয়েছে? আপনি যদি পরিত্রাণের গভীরতার উপলব্ধি অর্জন করতে চান তবে এই বক্তৃতাগুলি আপনাকে উপকৃত করবে।

পরিত্রাণের মতবাদের এই পঞ্চম মডিউলের বক্তৃতাগুলি, অন্যগুলির মতো, সূচনামূলক সম্পূর্ণ নয় এবং এগুলি আপনাকে এমন একটি ভিত্তি দিয়ে সজ্জিত করার উদ্দেশ্যে গঠিত যা আপনি আপনার পরবর্তী গবেষণায় গড়ে তুলতে পারেন। আপনি প্রথম মডিউল থেকে মনে করতে পারেন যে, শিক্ষাতত্ত্ব, বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে এটি ঈশ্বরের জ্ঞানের অধ্যয়ন এবং তিনি আমাদের বিশ্বাসের জন্য ও কাজ করার জন্য যা প্রকাশ করেছেন তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমরা লক্ষ করেছি যে এটি খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের জন্য বেঁচে থাকার শিক্ষা, এইভাবে এটি আমাদের চিন্তাভাবনা এবং আমাদের জীবনযাপন উভয়কেই সম্বোধন করে। তাই পরিত্রাণতত্ত্ব পদ্ধতিগত ঈশতত্ত্বের একটি অপরিহার্য উপাদান। উদাহরণস্বরূপ আমরা শিখবো, খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়া, কার্যকর আহ্বান, পুনর্জন্ম, বিশ্বাস এবং অনুতাপ, ধার্মিক গণিত হওয়া, দত্তকপুত্রতা, শুদ্ধিকরণ, অধ্যবসায় এবং নিশ্চিতকরণ সম্পর্কে। কিন্তু এই প্রথম বক্তৃতায়, আমরা এই শিক্ষাতত্ত্বের একটি সাধারণ ভূমিকা বিবেচনা করব।

আমরা শুরু করব, যেমন আমরা সবসময় করি, পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাকে শুরু করার

জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ বিবেচনা করবো। আমরা রোমীয় ৮:৩০ পদে পড়ি, "আর তিনি যাহাদিগকে পুর্ব্বে নিরূপণ করিলেন, তাহাদিগকে আহ্বানও করিলেন; আর যাহাদিগকে আহ্বান করিলেন, তাহাদিগকে ধার্মিক গণিতও করিলেন; আর যাহাদিগকে ধার্মিক গণিত করিলেন, তাহাদিগকে প্রতাপান্বিতও করিলেন।" রোমীয় ৮ এই সত্যের সাথে শুরু হয় যে খ্রীষ্টে যারা আছে তাদের জন্য কোন দণ্ডাজ্ঞা নেই এবং এটি এই দাবির সাথে শেষ হয় যে খ্রীষ্টে ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে কোন বিচ্ছিন্নতা নেই। পদ ৩০-এর আগের অংশে,পৌল ঈশ্বরের লোকেদের তাদের পার্থিব দুঃখকষ্ট, প্রতিকূলতা এবং পরীক্ষায় উৎসাহ ও সমর্থনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন। তিনি আসন্ন গৌরবের আশা এবং বর্তমান সময়ে প্রেমের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলির দিকে ইঙ্গিত করেন। তিনি ২৮ এবং ২৯ পদে ঈশ্বরের চিরন্তন পরামর্শের দিকে ইঙ্গিত করেন। তাঁর উদ্দেশ্য -তাঁর পূর্বজ্ঞান এবং পূর্বনির্ধারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমনটি আমরা ২৮-২৯ পদে দেখতে পাই। আর সেই পূর্বজ্ঞান এবং পূর্বনির্ধারণ আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের দ্বিতীয় মডিউলে অন্বেষণ করেছি। পদ ৩০ দেখায় কিভাবে ঈশ্বরের চিরন্তন পূর্বনির্ধারণ কীভাবে সময়ের সাথে সাথে তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেদের জীবনে আহ্বান,ধার্মিক গণিত হওয়া এবং গৌরবের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

আমরা মনোনীতদের পক্ষে ঈশ্বরের পরিত্রাণকে পরিকল্পিত,ক্রীত এবং প্রয়োগ করা হয়েছে রূপেও ভাবতে পারি। পরিকল্পনাটি তাঁর পূর্বনির্ধারণে দেখা যায় – ঈশ্বরের পরিকল্পনা। ক্রয়টি খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত, তাঁর আগমন এবং তাঁর লোকেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য যে কাজটি তিনি করেছেন– তাতে দেখা যায়। পাপীদের খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসা এবং ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগটি দেখা যায়। পৌল পরিত্রাণের প্রয়োগের কথা সেই শব্দে বলেছেন যা আমরা ৩০ পদে দেখি– আহ্বান, ধার্মিক গণিত হওয়া এবং গৌরবান্বিত হওয়ার মধ্যে। লক্ষ্য করুন যে তিনটিই ঐশ্বরিক কর্ম। ঈশ্বর ডাকেন, ঈশ্বর ধার্মিক গণনা করেন,ঈশ্বর মহিমান্বিত করেন,যেমন ঈশ্বর পূর্বনির্ধারিত করেন।

আমরা এটিও দেখি যে সেখানে এগুলি এক ক্রমান্বয়ে রয়েছে - যেমন, আহ্বান, ধার্মিক গণিত হওয়া এবং মহিমান্বিত হওয়া৷ অন্য কথায়, ৩০ পদ পরিত্রাণের প্রয়োগের একটি ক্রম বর্ণনা করে। এখানে তিনি শুধুমাত্র তিনটি উপাদানের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত তালিকাটি পাপীদের পরিত্রাণের উচ্চ পয়েন্ট স্পর্শ করে। ঈশ্বর একজন ব্যক্তিকে ধার্মিক করার আগে তাকে আহ্বান করেন এবং তিনি তাকে মহিমান্বিত করার আগে সেই ব্যক্তিকে ধার্মিক গণিত করেন। ক্রমানুসারে প্রথম হল আহ্বান এবং গৌরব– যা ভবিষ্যতের জন্য রয়েছে তা পরিত্রাণের প্রয়োগের মধ্যে শেষে আসে। ধার্মিক গণিত হওয়া আসে মধ্যেখানে,আহ্বানকে তা অনুসরণ করে এবং গৌরবান্বিত হওয়ার আগে আসে। তাই এই বক্তৃতায় আমরা পরে যা বিবেচনা করব তাতে ক্রম বা অনুক্রমের এই নীতিটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

এটি আমাদের পরিত্রাণের অত্যধিক শিক্ষার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। আমরা রোমীয় ৮:৩০ পদে যা শিখি তার উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলব এবং পরিত্রাণতত্ত্বের বিভিন্ন উপাদান কীভাবে একত্রে খাপ খায় তার বড় চিত্র তুলে ধরব।

সুতরাং দ্বিতীয়ত,আমরা এই পরিচায়ক উপাদানটির একটি শিক্ষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিবেচনা করব। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ,অধ্যায় ৮ অনুচ্ছেদ ৮-এ,আমরা এই শব্দগুলি পড়ি; "যাদের জন্য খ্রীষ্ট মুক্তি কিনেছেন, তিনি অবশ্যই এবং কার্যকরভাবে এটি প্রয়োগ করেন এবং যোগাযোগ করেন,তাদের জন্য মধ্যস্থতা করেন এবং তাদের কাছে প্রকাশ করেন। আর শব্দ দ্বারা, পরিত্রাণের রহস্য; কার্যত তাঁর আত্মার দ্বারা তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্য করতে প্ররোচিত করা; আর তাঁর শব্দ এবং আত্মা দ্বারা তাদের হৃদয়কে শাসন করা,তাঁর সর্বশক্তিমান শক্তি এবং প্রজ্ঞা দ্বারা তাদের সমস্ত শত্রুদের পরাস্ত করা, এমনভাবে এবং উপায়ে যা তাঁর বিস্ময়কর এবং অচেনা ব্যবস্থার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।" "পরিত্রাণ" শব্দটি অনুমান করে যে আমাদের কিছু থেকে উদ্ধার করা দরকার এবং এটি সত্য। আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করা বা উদ্ধার করা দরকার। আমাদের নরক থেকে মুক্ত করা বা উদ্ধার করা দরকার। এক অর্থে,আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে, অর্থাৎ ঈশ্বরের ক্রোধের শাস্তি থেকে মুক্ত করা বা রক্ষা করা দরকার। বাইবেল সমষ্টিগতরূপে পরিত্রাণ বর্ণনা করার জন্য অনেক শব্দ ব্যবহার করে। এটি মুক্তির কথা বলবে– এই ধারনাটি হল ঈশ্বরের নিজের জন্য একটি লোককে কিনে নেন। এটি পুনর্মিলনের কথা বলবে– যারা বিচ্ছিন্ন ছিল,ঈশ্বর এবং পাপী-কে, শত্রুতা থেকে বন্ধুত্ব এবং সহভাগিতার মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে। এটি পরিত্রাণের কথা বলে– পাপ, নরক ইত্যাদি থেকে উদ্ধার পাওয়ার কথা। এই সব শব্দগুলি হল-উদাহরণ যা পরিত্রাণকে সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করে।

কিন্তু আপনার লক্ষ্য করা উচিত যে ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তিতে, অধ্যায় ৮ অনুচ্ছেদ ৮, যা আমরা উদ্ধৃত করেছি,লক্ষ্য করুন যে এটি একদিকে "সম্পাদিত উদ্ধার" এবং অন্যদিকে "উদ্ধার প্রয়োগ" এই দুটিকে আলাদা করে। প্রথমটি "উদ্ধার সম্পন্ন" বা "ক্রয় করা", যেমন স্বীকারোক্তি বলে, মডিউল ৪-এ যা আলোচনা করা হয়েছে; সেই সিরিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের দেহধারণ, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কাজ, তাঁর নিজের লোকদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে আসা, তাঁর অপমান এবং মহিমা। আর তিনি তার মানবরূপ ধারন, ক্রুশবিদ্ধকরণ এবং

তাঁর মৃত্যু-সমাধি ও তাঁর পুনরুত্থান এবং আরোহন,তাঁর আত্মা প্রদানের মাধ্যমে তা করেছেন। উদ্ধারের ইতিহাসে খ্রীষ্টের এই সিদ্ধান্তমূলক কাজ হল সেই স্বতন্ত্র কাজ যার উপর একজনের পরিত্রাণ নির্ভর করে। এই সমস্তই খ্রীষ্টের দ্বারা সম্পাদিত মুক্তিকে বোঝায়। পরিত্রাণ প্রয়োগ করা হল একজন পাপীকে পরিত্রাণের অবস্থায় নিয়ে আসা। এটি গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমাদের জন্য খ্রীষ্টের কাজ থেকে, আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের কাজে স্থানান্তরিত হয়। যাতে প্রথম, আমাদের জন্য খ্রীষ্টের কাজ, যা অতীতে বিশ্বাসীর বাইরে ঘটে, যা খ্রীষ্ট করেছেন। দ্বিতীয়টি বিশ্বাসীর ভিতরে,আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের কাজ। তাই খ্রীষ্টের মুক্তির ঐতিহাসিক কাজ সম্পন্ন, এটি চূড়ান্ত এবং তা পুনরাবৃত্তি হয় না–তিনি স্বর্গে গেছেন। কিন্তু এটি বিশ্বাসীদের জীবনের ইতিহাসে বারবার প্রয়োগ করা হয়। আর এটি তার চলমান কাজের অংশ গঠন করে। সুতরাং, বক্তৃতাগুলির এই সিরিজে,যার শিরোনাম হচ্ছে, "পরিত্রাণতত্ত্ব"; এখানে আমরা প্রয়োগ করা মুক্তির কাজের উপর বিবেচনা করব– পরিত্রাণের প্রয়োগ যা হল খ্রীষ্ট তাঁর মুক্তির কাজে যা কিনেছেন তা থেকে যে সকল সুবিধাগুলি প্রবাহিত হয়। সুতরাং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এবং স্পষ্টীকরণ।

অধিকন্তু, বাইবেল শিক্ষা দেয় যে একজন পাপীর কাছে পরিত্রাণের প্রয়োগের মধ্যে বেশ কিছু উপাদান রয়েছে। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, তাদের কার্যকর আহ্বান, তাদের পুনর্জন্ম, তাদের মনপরিবর্তন, তাদের ধার্মিক গণিত হওয়া, তাদের শুদ্ধিকরণ,অধ্যবসায় এবং আরও অনেক কিছু। আর তাই, সামগ্রিকভাবে পরিত্রাণের প্রয়োগ বিবেচনা করার ক্ষেত্রে, এই বিভিন্ন উপাদানগুলি কীভাবে একত্রিত হয় তা বোঝার মাধ্যমে আমাদের শুরু করা উচিত। যেমন আমরা আগে উল্লেখ করেছি,রোমীয় ৮-এ, বাইবেল একটি ক্রম বা একটি যুক্তিসঙ্গত ক্রমান্বয় শেখায়,যেখানে পাপীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পরিত্রাণ পায়। ঈশতাত্ত্বিকরা একে "পরিত্রাণের ক্রম" বলে থাকেন। ল্যাটিন বাক্যাংশটি হল অর্ডো স্যালুটিস– পরিত্রাণের ক্রম। এটি হল সাময়িক ক্রম বা সময়ের ক্রম, কারণ-প্রভাব যার মাধ্যমে পাপীর কাছে পরিত্রাণ আসে। আর তাই প্রশ্ন হল,ক্রম কি? বাইবেল শিক্ষা দেয় যে ক্রম কি? আর বাইবেলের এবং সংস্কারকৃত উত্তরটি নিম্নরূপ। আপনি হয়ত এটি লিখতে চাইবেন। এগুলোর প্রতিটিই পরিত্রাণের প্রয়োগের উপাদান।

তাই ক্রম হল, প্রথমত, আহ্বান – মনোনীতদের আহ্বান। দ্বিতীয়ত, এটি পুনর্জীবিত দ্বারা অনুসরণ করা হয়– নির্বাচিতদের পুনর্জীবিত হওয়া। পুনর্জীবিত হওয়ার পর আসে বিশ্বাস এবং অনুতাপ। বিশ্বাস এবং অনুতাপ এক মুদ্রার দুই পিঠ। তাই যখন আমরা মনপরিবর্তনের কথা বলি, এই মনপরিবর্তন দুটি জিনিস নিয়ে গঠিত; বিশ্বাস এবং অনুতাপ। সুতরাং আহ্বানের পরে পুনর্জীবিত হয়,যা বিশ্বাস এবং অনুতাপ দ্বারা অনুসরণ করা হয়। আর তার পরে, ক্রমানুসারে, ধার্মিক গণিত হওয়া– ঈশ্বরের লোকেদের ধার্মিক গণিত হওয়া। এর পরে আসে দত্তকপুত্রতা এবং তারপরে রয়েছে আমাদের শুদ্ধিকরণ এবং তারপরে অবশেষে রয়েছে ঈশ্বরের লোকেদের গৌরবান্বিত হওয়া, যা ইতিহাসের শেষে সমাপ্তিতে ঘটে। সুতরাং এটি একটি অনুক্রম বা ক্রম যার মধ্যে এক বিশ্বাসীর জন্য পরিত্রাণ প্রয়োগ করা হয়।

এখন আমরা রোমীয় ৮:৩০ পদে, এই অনুক্রম বা ক্রমটির একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ দেখেছিলাম– সেখানে কেবল তিনটি জিনিস ছিল; আহ্বান,ধার্মিক গণিত হওয়া এবং গৌরবান্বিত হওয়া। কিন্তু বাইবেলের বাকি অংশ বিবেচনা করে, আমরা অন্য কিছু অংশকে একত্রিত করা শুরু করতে পারি। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, পুনর্জীবিত করা বিশ্বাসের আগে আসে। একজন পাপিকে– ঈশ্বর নিয়ে আসেন এবং সে বিশ্বাস করার আগে ঈশ্বর তাকে পুনর্জীবিত করেন। ইফিষীয় ২:১ বলে, "আর যখন তোমরা আপ আপন অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে, তখন তিনি তোমাদিগকেও জীবিত (পুনর্জীবিত) করিলেন।" আচ্ছা, মৃত মানুষ তো বিশ্বাস করতে পারে না। মৃত ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিকভাবে ভাল এমন কিছু করতে পারে না,যেমনটি আমরা ১ করিন্থীয় ২:১৪ পদ এবং পরবর্তি পদগুলিতে দেখি। আর তাই, পুনর্জীবিত হওয়ার সময়,ঈশ্বর আসেন এবং তিনি পাথরের হৃদয় কেড়ে নেন,আর তিনি পাপীকে মাংসের হৃদয় দেন এবং তিনি তাদের ইচ্ছাকে নতুন করে দেন। বিশ্বাস করার জন্য আমাদের অবশ্যই "নতুনজন্ম" পেতে হতে হবে– যা পুনর্জীবিত হওয়ার অংশ। পুনর্জীবিত হওয়া হল আমাদের মধ্যে সমস্ত পরিত্রাণের অনুগ্রহের সূচনা। বিশ্বাস পুনর্জীবিত হওয়ার মধ্যে অবস্থিত অনুগ্রহের স্বভাবের প্রথম অনুশীলনকে বোঝায়। যেমনটি আমরা ১ যোহনে দেখতে পাই, ঈশ্বরের দ্বারা জন্মগ্রহণ ফল উৎপন্ন করে– ১ যোহন ৩:৯; ২:২৯; ৪:৭; ৫:৪ এবং ১৮; আর আমরা আরও অনেক উদাহরণ দিতে পারি। সুতরাং এখানে, আমরা দেখছি যে, হ্যাঁ, একটি ক্রম আছে– বিশ্বাসের আগে পুনর্জীবিত হতে হবে।

আর তারপরে,আমরা শিখি যে বিশ্বাস অবশ্যই ধার্মিক গণিত হওয়ার পূর্বে থাকবে। আচ্ছা,এমন কেন? কারণ বাইবেল বলে আমরা বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হয়েছি। এটি আমরা আদিপুস্তক ১৫:৬ পদে শিখি; অথবা আমরা এটি গালাতীয় ২:১৬ পদে অথবা গালাতীয় ৩, বা রোমীয় ৪ এই সবগুলিতে পড়তে পারি। বিশ্বাস স্পষ্টভাবে ধার্মিক গণিত হওয়ার জন্য একটি পূর্বশর্ত,এই অর্থে যে এটি এমন একটি উপকরণ যার মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের আরোপিত ধার্মিকতা গ্রহণ করি। তাই ধার্মিক গণিত হওয়ার জন্য খ্রীষ্টকে ধরে রাখতে এবং তাঁর উপর আপনাকে বিশ্বাস রাখতে হবে। তাই বাইবেলের শিক্ষা আমাদের বিশ্বাসকে ধার্মিক গণিত হওয়ার পূর্বে নিয়ে আসে। একইভাবে,যোহন ১:১২ পদ আমাদের

শেখায় যে বিশ্বাস দত্তকপুত্র নেওয়ারও আগে আসে এবং এর কারণও একই।

এর পরে, আমরা শিখতে পারি যে ধার্মিক গণিত হওয়া শুদ্ধিকরণের আগে আসে। সুতরাং ধার্মিক গণিত হওয়া ঈশ্বরের বিনামূল্যে অনুগ্রহের একটি কাজ। এটি এমন একটি কাজ যা ঈশ্বর করেন,একজন পাপীকে ঈশ্বরের সামনে গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রবেশাধিকারের অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য,তাঁর ধার্মিকতা–খ্রীষ্টের ধার্মিকতা তার উপর আরোপিত করার দ্বারা। শুদ্ধিকরণ হল ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং আত্মার একটি চলমান কাজ, যা বিশ্বাসীকে ধার্মিক গণিত করে এবং যীশু খ্রীষ্টের অনুরূপে তাদের আরও বেশি করে গঠিত করে। শুদ্ধিকরণে, বিশ্বাসী পাপের প্রতি মরছে এবং ধার্মিকতায় জীবন যাপন করছে। পবিত্র আত্মা তাদের আধ্যাত্মিক পরিপক্কতায় রূপান্তরিত করছে। আর তাই শুদ্ধিকরণ ধার্মিক গণিত হওয়ার উপর নির্মিত হয়। ধার্মিক গণিত হওয়া থেকে শুদ্ধিকরণ প্রবাহিত হয়। আপনাকে সর্বপ্রথম,ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক গণিত হতে হবে। শুদ্ধিকরণ হওয়ার আগে এবং পরবর্তীতে শুদ্ধিকরণের কাজ শুরু হবে। আমরা যখন এই শিক্ষাগুলির উপর পৃথক বক্তৃতাগুলিতে আসবো তখন আমরা এটি নিয়ে আরও আলোচনা করব, কারণ শুদ্ধিকরণের সাথে ধার্মিক গণিত হওয়ার সংমিশ্রণ বা বিভ্রান্তিকর যোগ–ভয়ানক ত্রুটি ও পরিণাম উৎপন্ন করবে,যেমনটি আমরা এই কোর্সে পরের পাঠে শিখব।

গৌরবান্বিত হওয়া অবশ্যই শেষে আসা আবশ্যক। কেন? ভাল, এটা বেশ সুস্পষ্ট। গৌরবান্বিত হওয়া এখনও ভবিষ্যতের কাজ, যখন অন্য সবগুলি এই বর্তমান পৃথিবীতে সময়ের মধ্যেই ঘটে– আহ্বান, পুনর্জীবিত হওয়া, বিশ্বাস এবং অনুতাপ, ধার্মিক গণিত হওয়া, গ্রহণতা এবং শুদ্ধিকরণ। এগুলো সবই এই পৃথিবীতে হয়। আর তাই, আমরা রোমীয় ৮:৩০ পদে দেখেছি, গৌরবান্বিত হওয়া পরিত্রাণের ক্রমানুসারে, সর্বশেষ বিষয়।

এটি নিছক একটি ভূমিকা–একটি পরিক্রমা। ভবিষ্যতের বক্তৃতাগুলিতে, আমরা এই নির্দিষ্ট শিক্ষাতত্ত্বের প্রতিটির সাথে আরও অনেক অনুচ্ছেদ বিবেচনা করব যা আমরা এখানে সংক্ষেপে স্পর্শ করেছি। মূল বিষয় হল, এই ভূমিকায়, আমাদের উদ্দেশ্য হল আমাদের মনে এই বৃহৎ চিত্র, কীভাবে বিভিন্ন উপাদান একত্রে খাপ খায় তা স্থাপন করা।

সবশেষে,শিক্ষাতত্ত্বের বিবেচনায়, আমাদের এই সত্যকে মনে রাখা উচিত যে পরিত্রাণের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল-ঈশ্বরের মহিমা। পরিত্রাণের ফলাফল স্বতন্ত্র আত্মার জন্য অনেক ভালো হয় এবং এটি অনেক উপায়ে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, কিন্তু চূড়ান্ত উদ্দেশ্যটি আসলে মানুষের সম্পর্কে নয়। চূড়ান্ত উদ্দেশ্য স্বয়ং ঈশ্বর সম্পর্কে। ঈশ্বর -ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করছেন। ঈশ্বর তাঁর নিজের লোকদের মুক্তি, পুনর্মিলন, পরিত্রাণ, পরিত্রাণে নিজেকে মহিমান্বিত করেন। উদাহারনস্বরূপ এই কারণেই,বাইবেল বলে যে স্বর্গের সমস্ত স্বর্গদূত একজন পাপীর অনুতাপের জন্য আনন্দিত হয়। ঈশ্বর নিজের জন্য মহিমা আনয়ন করেন। তিনি তাঁর মহিমা দেখান যখনই তিনি আসেন এবং একজন পাপীকে আগুন থেকে ছিনিয়ে নেন এবং তাদের নিজের কাছে টেনে আনেন, তাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং তাদের নিজের সাথে পুনর্মিলন করেন– ঈশ্বর সেই জিনিসগুলিতে তাঁর মহিমা প্রদর্শন করেন।আর তাই ঈশ্বর ক্রয় করেছেন, মুক্তি সম্পন্ন করেছেন এবং সেই মুক্তিকে প্রয়োগ করেছেন, যাতে তাঁর নিজের প্রশংসাকে বড় করা যায়।

তৃতীয়ত, আমরা এটিকে যুক্তিতর্কের সঙ্গে বিবেচনা করতে পারি এবং এখানে কয়েকটি বিষয় রয়েছে যা আমরা লক্ষ্য করব।

প্রথমত, আমাদের সঠিক বাইবেলের ভারসাম্য বজায় রাখার গুরুত্ব দেখতে হবে। তাই আমরা সম্পাদিত মুক্তি এবং মুক্তির প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে কথা বলেছি। উদাহরনস্বরূপ, সেবকেরা শুধুমাত্র সম্পন্ন পরিত্রাণ প্রচার করে এবং মুক্তির প্রয়োগ প্রচার না করার জন্য দোষী হতে পারেন।

একই বিষয় ব্যাক্তিগত বিশ্বাসী এবং তাদের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও সত্য হতে পারে। আর তাই সমস্ত জোর অতীতের ইতিহাসের উপর পড়ে– প্রভু তাঁর দেহধারণের পরিচর্যায় এবং প্রায়শ্চিত্তের কাজে এবং তাই–বর্তমান সুবিধার কথা না বলেই-কীভাবে একজন পাপী প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্ট যা কিছু সম্পন্ন করেছেন তা অনুমোদন করে, তাদের পরিত্রাণের নিজস্ব অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে এটি কীভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে তা বলেছেন। সুতরাং উদাহারণস্বরূপ আপনি মনে করুন,একজন বিজ্ঞানী এবং তাদের সঙ্গে তার সঙ্গী-সাথিরা সমস্ত সময় এবং প্রচেষ্টা ব্যয় করে এবং তারা একটি ভয়ানক রোগের প্রতিকার আবিষ্কার করে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু সম্পন্ন করা হয়েছে, কিন্তু যদি এটি তাদের পরীক্ষাগারে থাকে এবং তথ্যটি অন্যদের সাথে ভাগ করা না হয়, বা আরও বিশেষ করে, যদি সেই তথ্যটি নেওয়া না হয় এবং তারপরে ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা না হয়, তবে যে নিরাময়টি আসলে রোগে মারা যাওয়া লোকদের কাছে পৌঁছান হচ্ছে না, যাতে তারা এটি গ্রহণ করে এবং সুস্থ হয়, শারীরিকভাবে পুনরুদ্ধার করে, তাহলে লাভ কী? আর তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে কেবলমাত্র সম্পন্ন মুক্তির কাজ প্রচার করা নয় কিন্তু বাইবেল কীভাবে এটি প্রয়োগ করা হয় সে সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় তার উপর জোর দিতে হবে। কিন্তু একইভাবে, আমরা বিপরীত বিষয়টিও করতে পারি। আমি বলেছিলাম আমাদের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে, কারণ আপনিও সব সময় প্রচার করতে পারেন, বা মুক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে

সারাক্ষণ চিন্তা করতে পারেন,সম্পন্ন মুক্তি ব্যাতিরেকে। তাই যদি আমরা আত্মার মনপরিবর্তন সম্পর্কে কথা বলি এবং সবকিছুই কীভাবে একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাসে নিয়ে আসে এবং পুনরুত্থানে আত্মার কাজ, আর অনুশোচনার স্থান,বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হওয়া, আরও অনেক কিছুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি এবং এই সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের সবকিছুর লক্ষ্য দখল করে বা ব্যস্ত রাখে,আর খ্রীষ্টের প্রচার না করে এবং তাঁর ব্যক্তি এবং কাজ প্রচার না করে, তিনি যা করেছেন, ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের প্রচার, ক্রুশের তাৎপর্য, যা তিনি অভাবী পাপীদের জন্য সুরক্ষিত করেছেন, এই সমস্ত যদি না বলি তবে আপনি একটি ভয়ানক জগাখিচুড়ি করছেন। আর তাই এই উভয় জিনিস একসাথে রাখা আছে। অন্যটিকে ছাড়া একটিকে জোর দেওয়া একটি ক্রুটি।

দ্বিতীয়ত, এটিকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বিবেচনা করে,আমরা পরিত্রাণের ক্রম সম্পর্কে বাইবেলের এবং সংস্কারকৃত দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছি। এর বিপরীতে, আর্মিনিয়ান শিক্ষাতত্ত্ব, সংস্কারকৃত ধর্মতত্ত্বের বিপরীতে, কিছু মারাত্মক ভুল করে। তাই মুক্তির বিষয়ে আর্মিনিয়ান শিক্ষাতত্ত্বের ক্রম হবে,সর্বপ্রথম,সর্বজনীন অনুগ্রহ,তারপর আহ্বান, তারপর বিশ্বাস এবং অনুতাপ,তারপর ধার্মিক গণিত হওয়া, তারপর পুনর্জীবিত হওয়া, তারপর শুদ্ধিকরণ, অধ্যবসায় এবং গৌরবান্বিত হওয়া। ইভানজেলিকাল লুথেরানদের একই রকম বিশ্বাস রয়েছে যদিও তাদের পরিত্রাণের ক্রম ভিন্ন। তবে এই সন্ধিক্ষণে জোর দেওয়ার খাতিরে আমি এখানে একটি বিষয় তুলে ধরতে চাই। উভয় ক্ষেত্রেই– আর্মিনিয়ান, ইভানজেলিকাল লুথারান এবং অন্যরা– তারা পুনর্জীবিত হওয়ার আগে বিশ্বাস রাখে। এটি একটি সমস্যা,বাইবেলের একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা। এতে তারা বলছে যে একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করার মাধ্যমে তারা আবার জন্মগ্রহণ করে,তাদের একটি নতুন জন্ম দেওয়া হয়,উপরে থেকে জন্ম হয়, নতুন করে। বাইবেল যা বলে এটি তা উল্টে দিচ্ছে। এটা বলছে যে একজন মৃত মানুষের বিশ্বাস করার ক্ষমতা আছে এবং বিশ্বাস করার পরে,সে একটি নতুন প্রকৃতি/ স্বভাব পায়। এটি জিনিসগুলি ঘুরিয়ে দিচ্ছে এবং এর ঈশতাত্ত্বিক এবং বাইবেলের দিক থেকে সমস্ত ধরণের বিপর্যয়কর পরিণতি রয়েছে। আর তাই, কেন ক্রমটি গুরুত্বপূর্ণ তার একটি উদাহরণ দিতে আমি এটি হাইলাইট করছি। যখন আমরা পুনরুত্থান, বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক বক্তৃতায় আসি, তখন আমরা এটিকে আরও বিশদে বিবেচনা করব। সুতরাং এটি একটি ক্রুটি যা আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং যুক্তিতর্কের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে।

তৃতীয়ত, প্রচারে, মাণ্ডলীক জীবনে এবং ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় সুসমাচারের কেন্দ্রীয়তাকে স্থানচ্যুত করার ক্রুটি থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য বিশ্বে অগ্রসর হবে? এটা পাপীদের মনপরিবর্তনের মাধ্যমে অগ্রসর হয়। সুতরাং, যদি প্রচারে বা গির্জায়,বা একজন ব্যক্তির জীবনে, যদি অন্য বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা শুরু করা হয়,তবে লাইনচ্যুত হচ্ছে, নিজেদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। তাই বাইবেলের লক্ষ্য সাংস্কৃতিক রূপান্তরের উপর নয়। রাজ্যের অগ্রগতি সাংস্কৃতিক রূপান্তরে ঘটে না, কিন্তু সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে এবং পাপীদের মনপরিবর্তনের মাধ্যমে হয়। সাংস্কৃতিক রূপান্তর এর একটি উপজাত ফল, যেহেতু পাপীদের মনপরিবর্তন হয় এবং তারা ঈশ্বরের জিনিসগুলিতে শিষ্যত্ব লাভ করে এবং তারা অনুগ্রহে বৃদ্ধি পায়, আর তারা তাদের বিভিন্ন স্থানে তাদের চরিত্রগুলি বহন করে, সামগ্রিকভাবে এটি সমাজের উপর প্রভাব ফেলে।কিন্তু উপজাত ফলকে প্রথমে লক্ষ্য হিসেবে রাখা,ঘোড়ার আগে গাড়ি রাখার মতো। আমরা প্রচারে সুসমাচারের কেন্দ্রীয়তাকে স্থানচ্যুত করতে পারি না। মণ্ডলীতে সুসমাচার প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিটি মণ্ডলী একটি মিশ্র জনতা নিয়ে গঠিত। আমরা মণ্ডলীর প্রত্যেকে পুনর্জীবিত হিসাবে দেখি না– প্রত্যেকেরই পরিত্রাণের বিশ্বাস রয়েছে। প্রতিটি মণ্ডলীতে একটি মিশ্রিত জনগণ রয়েছে, আর আমাদের পুলপিট থেকে এবং মণ্ডলীতে,পরিবারে এবং আরও অনেক কিছুতে ব্যক্তিগত পরিত্রাণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে হবে – সুসমাচারের কেন্দ্রীয়তা এবং পরিত্রাণের প্রয়োগের কথা বলতে হবে।

চতুর্থত, সংক্ষেপে আমরা নিজেদের কাছে কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরতে পারি। আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে পরিত্রাণ এবং ঈশ্বরের মহিমার আগ্রহের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। সংক্ষিপ্ত ক্যাটিসিজম, প্রশ্ন ১ বলে যে “মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা এবং তাঁকে চিরন্তন উপভোগ করা।” যদি আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য–আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য–ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা এবং ঈশ্বর যেভাবে গৌরব লাভ করেন তা যদি প্রধানত পাপীদের পরিত্রাণের মাধ্যমে হয়, তাহলে আমাদের শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের পরিত্রাণেই নয়,বরং আমাদের একটি বড় আগ্রহ আমাদের চারপাশে যারা আছে এবং অন্যদের পরিত্রাণের জন্যও আগ্রহ থাকা দরকার। বিশ্বাসীর হৃদয় ঈশ্বর এবং তাঁর মহিমার জন্য স্পন্দিত হয় এবং এটি আমাদের আত্মার মধ্যে পরিত্রাণের শিক্ষার প্রতি ভালবাসা এবং উপলব্ধি গভীর করে। আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কী? আমরা এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মূল্য কিসের উপর দিয়ে থাকি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নাও হতে পারে। আমাদের নিজেদেরকে পরীক্ষা করতে হবে এবং ভাবতে হবে যে এটি কী আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এবং সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। কিন্তু যখন আমরা এমন জায়গায় থাকি যেখানে আমাদের আধ্যাত্মিকভাবে হওয়া উচিত,তখন আমরা এই শিক্ষাগুলিকে সম্মান করব। সুতরাং এই কোর্সে আমরা যে সমস্ত

শিক্ষাতত্ত্বগুলিকে আলোচনা করতে যাচ্ছি তা একেবারে সুন্দর ও মনোরম হবে। আমরা একটি প্রয়োজনীয় জিনিস খোঁজার প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাব, যেমন প্রভু বলেছেন এবং আমরা এই শিক্ষাতত্ত্বগুলিকে নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্য মূল্য দেব। এটির প্রভাব রয়েছে আমাদেরকে তাঁর স্বাধীন ও সার্বভৌম অনুগ্রহে ঈশ্বরের বিধানে আশ্চর্য করার জন্য। তিনি যা সম্পন্ন করেছেন তা দেখুন। তিনি একটি ব্যাক্তিগত আত্মার জন্য যে সমস্ত কিছু প্রযোজ্য করেন তা দেখুন, কিভাবে এই উপাদানগুলির প্রতিটি– আমাদের আহ্বান,আমাদের পুনর্জীবিত হওয়া, আমাদের বিশ্বাস, অনুতাপ এবং ধার্মিক গণিত হওয়া, দত্তক গ্রহণ– এগুলির প্রতিটি আমাদের আত্মার সুনির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করে। এটা আমাদের আশ্চর্যের দিকে নিয়ে যাবে এবং তাঁকে আরাধনা করতে বাধ্য করবে।

সবশেষে, সুসমাচার প্রচার এবং মিশনের অগ্রাধিকারের ব্যবহারিক প্রয়োগ; আমি ইতিমধ্যে যা বলেছি তা থেকে এটি প্রবাহিত হয়। সুসমাচার প্রচার একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার। বিদেশী মিশনগুলি-অন্যান্য উপজাতি, মানুষ, ভাষা, বিশ্বের অন্যান্য দেশে সুসমাচার নিয়ে যাচ্ছে। মণ্ডলী-মণ্ডলী হতে পারে না, যতক্ষণ না আমরা সমস্ত জাতির কাছে যাওয়ার এবং তাদের শিষ্য করার, প্রভু যা আদেশ করেছেন তা তাদের শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বটি পূরণ করছি। সুসমাচার প্রচারে অগ্রাধিকার রয়েছে, স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে, সম্প্রদায় এবং আশেপাশে ও পরিবারের মধ্যে, সেইসাথে বিশ্বের বাইরেও। এই পরিত্রাণতত্ত্ব বিষয়ে ভূমিকা আমাদের সেই অগ্রাধিকারকে শক্তিশালী করে।

উপসংহারে,এই পরিচায়ক বক্তৃতায়,আমরা শাস্ত্র থেকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, বাইবেল ভিত্তিক খ্রিস্টানিটির মধ্যে পরিত্রাণের মতবাদের গুরুত্ব,সেইসাথে বিশ্বাসীদের চিন্তাভাবনা,অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতার জন্যও এর প্রয়োজনিতা। শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই পঞ্চম মডিউল জুড়ে বক্তৃতাগুলির বাকি অংশে,আমরা পরিত্রাণের প্রয়োগের প্রতিটি উপাদান সম্পর্কে ঈশ্বর কী প্রকাশ করেছেন তার আরও বিশদ বিবেচনার বিষয়ে আলোচনা করব। যখন আমরা তা করি,আমরা দাউদের সাথে গান গাইতে পরিচালিত হব, গীতসংহিতা ১০৬:৪ পদের শব্দনুসারে, “সদাপ্রভু, তোমার প্রজাদের প্রতি তোমার যে মমতা, সেই মমতায় আমাকে স্মরণ কর; তোমার পরিত্রাণসহ আমার তত্ত্ব লও।”

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৫– লেকচার ২

খ্রীষ্টের সঙ্গে একীভূত হওয়ার শিক্ষা

যিহিস্কেল ১৬ আমাদের একটি খুব চিত্রলেখা প্রদান করে। এটি ঈশ্বরের লোকেদেরকে একটি খোলা মাঠে পরিত্যক্ত মেয়ে শিশু নিজ রক্তের মধ্যে শুয়ে থাকার অবস্থায় বর্ণনা করে। এই শোচনীয় অবস্থায় ঈশ্বর এলেন। তিনি উদ্ধার করলেন, তিনি সুস্থ করলেন,তিনি লালন-পালন করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে সুন্দর করে তুললেন। কিন্তু তার চেয়েও বেশি, তিনি, গৌরবের রাজা হিসাবে, তাকে বিয়ে করেছিলেন। তাই ১৬:৮ পদ বলে, "তখন আমি তোমার নিকট দিয়া গমন করিয়া তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখ, তোমার সময় প্রেমের সময়; এই জন্য আমি তোমার উপর আপন বস্ত্র বিস্তার করিয়া তোমার উলঙ্গতা আচ্ছাদন করিলাম এবং আমি শপথ করিয়া তোমার সহিত নিয়ম স্থির করিলাম, ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন, তাহাতে তুমি আমার হইলে।" এটি একটি নিঃস্ব অনাথের ছবি,যে শেষ পর্যন্ত একজন ধনী রাজপুত্রকে বিয়ে করে। সত্যিকারের বিশ্বাসী একজন ভিখারির মতো নয়, যে নিজেকে খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন দেখতে পায় এবং কিছু সুবিধার জন্য দূর থেকে ডাকে। না, সে একজন আশাহীন ব্যক্তির মতো, যে অসীম সম্পদ সহ একজন রাজপুত্রকে বিয়ে করেছে। খ্রীষ্টের সাথে একীভূত হওয়ার ফলে, যা কিছু খ্রীষ্টের অন্তর্গত তা বিশ্বাসীর হয়ে যায়। আমাদের ঋণ বাতিল করা হয়েছে এবং খ্রীষ্ট এমন প্রতিটি সুবিধা এবং আশীর্বাদ প্রদান করেন যা আমাদের প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল খ্রীষ্টের সাথে মিলন। আমরা এই বক্তৃতার শেষে যিহিস্কেল ১৬-তে ফিরে যাব।

কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের উপর এই পঞ্চম মডিউল বা কোর্সের বক্তৃতাগুলির এই সিরিজে,আমরা পরিত্রাণের মতবাদের অধ্যয়নে নিজেদেরকে নিয়োজিত করছি। উদ্দেশ্য হল বাইবেল কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা যে আত্মা কীভাবে খ্রীষ্টের মুক্তিকে বিশ্বাসীর ব্যক্তিগত আত্মার জন্য প্রয়োগ করে। আগের বক্তৃতায়, আমরা এই মডিউলটির একটি ভূমিকা বিবেচনা করেছি। এই বক্তৃতায়,আমরা খ্রীষ্টের সাথে মিলনের মতবাদ বিবেচনা করব। এই মতবাদ খ্রীষ্টকে পরিত্রাণের কেন্দ্রে রাখে। প্রয়োজনীয় সবকিছুই তাঁর মধ্যেই পাওয়া যায়। ঈশ্বরের মুক্তির পরিকল্পনার সমস্ত সুবিধা এবং আশীর্বাদ খ্রীষ্টের মধ্যে আবৃত এবং তাঁর সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়।

আমরা প্রথমত, খ্রীষ্টের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বিবেচনার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ দিয়ে শুরু করব। আমরা ইফিষীয় ১:৩ পদে আমরা পড়ি, "ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি আমাদিগকে সমস্ত আত্মিক আশির্ব্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রিষ্টে আশির্ব্বাদ করিয়াছেন।" ইফিষীয় ১:৩ পদ হল একটি বিস্ময়কর অনুচ্ছেদের শুরু যা ৩ থেকে ১৪ পর্যন্ত বিস্তৃত,যেখানে পৌল মুক্তির সুবিধাগুলির সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পদ ৩ এ লক্ষ্য করুন যে তিনি "সমস্ত আধ্যাত্মিক আশীর্বাদের" কথা বলেছেন যা বিশ্বাসীরা গ্রহণ করে এবং উপভোগ করে। পরিত্রাণের সাথে সম্পর্কিত সবকিছুই তার মনে আছে। কিন্তু দ্বিতীয়ত,এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে তিনি বলেছেন যে সমস্ত সুবিধা "খ্রীষ্টে" পাওয়া যায়– খ্রীষ্টের মধ্যে পাওয়া যায়। এখন বাইবেল প্রায়শই খ্রীষ্টের সাথে একীভূত হওয়ার আধ্যাত্মিক বাস্তবতা বর্ণনা করতে "মধ্যে" (in) এবং "সঙ্গে" (with) অব্যয় ব্যবহার করে। বিশ্বাসী খ্রীষ্টের সাথে একীভূত হওয়ার মাধ্যমে তার উপকারে অংশ নেয়। পৌল তারপরে তাৎপর্যগুলি সনাক্ত করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে মনোনয়ন থেকে শুরু করে খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা মুক্তি, আত্মার দান, স্বর্গীয় উত্তরাধিকার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসীর ঐক্যবদ্ধ হওয়া অনন্তকালের অতীত থেকে অনন্তকালের ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এই সবই ৩ থেকে ১৪ পদের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

অধিকন্তু, বাইবেলের বাকি অংশ খ্রীষ্টের সাথে মিলন এবং মুক্তির প্রয়োগের বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে এই সংযোগকে শক্তিশালী করে। আমি আপনাকে কিছু উদাহরণ দিতে চাই। খ্রীষ্টে আমাদের আহ্বান করা হয়েছে– ১ করিন্থীয় ১:৯। আমরা খ্রীষ্টে জীবিত হয়েছে বা পুনর্জীবিত হয়েছি– ইফিষীয় ২:৪ এবং ৫। খ্রীষ্টে, আমরা ধার্মিক গণিত হয়েছি– এটি শাস্ত্রে অনেক জায়গায় দেখা যায়; রোমীয় ৮:১; ১ করিন্থীয় ১:৩০; ২ করিন্থীয় ৫:২১; ফিলিপীয় ৩:৮ এবং ৯ পদ। আমরা খ্রীষ্টে দত্তক নেওয়া হয়েছি বা দত্তক পুত্রতা পেয়েছি– যেমনটি আমরা গালাতীয় ৩:২৬-এ দেখি। আমরা খ্রীষ্টে শুদ্ধিকৃত হয়েছি– আবারও, আমি আপনাকে এই বিষয়ে একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ দিতে পারি: ১করিন্থীয় ১:২, ৩০; যোহন ১৫:৪ এবং ৫; ইফিষীয় ৪:৬ ইত্যাদি এবং তাই আমরাও খ্রীষ্টে নতুনভাবে সৃষ্ট হয়েছি– যেমন আমরা ২ করিন্থীয় ৫:১৭

পদে পড়ি। বিশ্বাসী বিশ্বাসের জীবনে, খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত হয়ে অধ্যবসায় করেন– যোহন ১০:২৭ এবং ২৮; রোমীয় ৮:৩৮ এবং ৩৯। এমনকি মৃত্যুর সময়েও, বিশ্বাসীদের দেহ খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত থাকে– ১ থিষলনীকীয় ৩:১৪। আমরা খ্রীষ্টের সাথে পুনরুত্থিত হব– ১ করিন্থীয় ১৫:২২। আর আমরা অনন্তকাল থাকব খ্রীষ্টের সাথে মহিমান্বিত হব– ১ থিষলনীকীয় ৪:১৬ এবং ১৭; এবং অন্যান্য অনেক অনুচ্ছেদ আরও রয়েছে। তাহলে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? আমরা ইফিষীয় ১:৩-এ যে বিন্দুটি তৈরি করা হয়েছে তা হল যে সমস্ত আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ খ্রীষ্টের মধ্যে পাওয়া যায়, পৌল সেখান থেকে ১৪ পদ পর্যন্ত এই বিষয়ে সমস্তই উন্মোচন করছেন এবং এটি বাইবেলের অনান্য স্থানেও মজবুত করা হয়েছে। পরিত্রাণের এই সমস্ত দিকগুলি– আমাদের পুনর্জীবিত হওয়া, আমাদের ধার্মিক গণিত হওয়া, আমাদের শুদ্ধিকরণ এবং আরও অনেক কিছু– এগুলি সমস্তই খ্রীষ্টের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে উদ্ভূত।

সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তরে, "পাপীর জন্য মুক্তি কীভাবে প্রযোজ্য হয়?" প্রথম উত্তরটি হওয়া উচিত, "পাপীকে খ্রীষ্টের সাথে একীভূত করার মাধ্যমে।" ইফিষীয় ১:৭ পদে ফিরে যান, যা বলে, "যাঁহাতে আমরা তাঁহার রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি; ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহ ধন অনুসারে হইয়াছে।" পরিত্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে বাকি সবকিছু আমরা এই পাঠে শিখব যা খ্রীষ্টের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এই বিন্দু থেকে প্রবাহিত হয়। ওয়েস্টমিনস্টার ল্যারজার ক্যাটাকিজম প্রশ্ন ৬৯ বলে, "অদৃশ্য মণ্ডলীর সদস্যদের খ্রীষ্টের সাথে অনুগ্রহে যে যোগাযোগ রয়েছে, তা হল তাদের ধার্মিক গণিত হওয়া, দত্তক গ্রহণ, শুদ্ধিকরণ এবং অন্য কিছুতে তাঁর মধ্যস্থতার গুণে অংশ নেওয়া; এই জীবনে, তাঁর সাথে বিশ্বাসীদের মিলন এগুলি প্রকাশ করে।"

এটি আমাদের কাছে খ্রীষ্টের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষাতত্ত্বের পরিচয় দেয়। এই বক্তৃতার বাকি অংশে,আমরা পরিত্রাণতত্ত্বের মধ্যে খ্রীষ্টের সাথে একীভূত হওয়ার ভূমিকা সম্পর্কে শাস্ত্র আমাদের কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করব। দ্বিতীয়ত,এটি আমাদের এই পরিচায়ক উপাদানটির একটি শিক্ষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিবেচনা করতে এগিয়ে দেয়। ওয়েস্টমিনস্টার শর্টার ক্যাটিসিজম-এ, প্রশ্ন ৩০, আমাদের কাছে এই প্রশ্ন রাখে, "খ্রীষ্টের দ্বারা কেনা মুক্তি আত্মা আমাদের উপর কীভাবে প্রয়োগ করে?" উত্তর হল এই; "আমাদের প্রতি বিশ্বাসের কাজ করার মাধ্যমে এবং এর মাধ্যমে আমাদের কার্যকরী আহ্বানে খ্রীষ্টের সাথে আমাদের একীভূত করার মাধ্যমে,আত্মা খ্রীষ্টের দ্বারা ক্রয়কৃত মুক্তি আমাদের জন্য প্রয়োগ করেন।" শেষ বক্তৃতায়, আমরা সম্পাদিত/সম্পন্ন মুক্তি এবং প্রায়োগিক মুক্তি উভয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে শিখেছি। সংক্ষিপ্ত ক্যাটিসিজম ব্যাখ্যা করে যে আত্মা সেই মুক্তিকে প্রয়োগ করে যা খ্রীষ্টের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের সাথে একীভূত করার মাধ্যমে। আমরা শিখেছি যে খ্রীষ্টের সাথে ঐক্যবদ্ধ করা হল সমস্ত কিছুর জন্য উৎস যা মুক্তির প্রয়োগে প্রবাহিত হয়, যেমন আমরা আগে উল্লেখ করেছি, বিশ্বাসীর পুনর্জীবিত হওয়া, ধার্মিক গণিত হওয়া,দত্তক গ্রহণ, শুদ্ধিকরণ ইত্যাদি।

পরিত্রাণ বোঝার জন্য শিক্ষাতত্ত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ? জন ক্যালভিন খ্রীষ্টের সাথে "সর্বোচ্চ মাত্রার গুরুত্ব" হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা বলেছিলেন– এবং তিনি আরও বলেন– "কারণ এই সুসমাচারের নকশা, যেন খ্রীষ্ট আমাদের হয়ে ওঠেন এবং আমরা তাঁর দেহে কলম করা যেতে পারি।" তিনি অন্যত্র লিখেছেন, "কেননা আমরা তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণের অপেক্ষায় আছি, কারণ তিনি আমাদের দূর থেকে দেখা দিচ্ছেন বলে নয়, কিন্তু কারণ তিনি আমাদেরকে তার দেহে খোদাই/ কলম করেছেন, শুধুমাত্র তাঁর সমস্ত উপকারে নয়, নিজের মধ্যেও অংশগ্রহণকারীরূপে।" পিউরিটান, থমাস গুডউইন, অনুরূপ প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন যে "খ্রীষ্টে থাকা এবং তাঁর সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া একজন বিশ্বাসীর মৌলিক সংবিধান।"

তৃতীয়ত, খ্রীষ্টের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সুসমাচারের কেন্দ্রস্থলে নিহিত আছে, যা সমস্ত পরিত্রাণের জন্য মৌলিক এবং কেন্দ্রীয় বিষয়। এটি বর্ণনা করে যে কিভাবে বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের সমস্ত কিছুর প্রাপক হয়ে ওঠেন যা তিনি পরিত্রাণে সম্পন্ন এবং অর্জন করেছেন। বিশ্বাসীকে তাঁর সাথে একীভূত করা হয়। সুতরাং, উদাহারণ স্বরূপ লক্ষ্য করুন,পৌল কতবার "মধ্যে" শব্দটি ব্যবহার করেছেন যেমন "খ্রীষ্টে"। একবার আপনি খ্রীষ্টের সাথে একীভূত হওয়ার শিক্ষাটি বিবেচনা করবেন তখন আপনি আবিষ্কার করবেন যে এটি সমগ্র নতুন নিয়ম জুড়ে বিস্তৃত– শত শত এর উল্লেখ রয়েছে। খ্রীষ্ট তাঁর জীবন ও পরিচর্যায় যা কিছু সম্পন্ন করেছেন, তিনি তাঁর জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তা করেছেন। বিশ্বাসীরা তাঁর সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে সুফল ভোগ করে থাকেন।

এখন, এটি আরও সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য, নতুন নিয়ম এই ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে বর্ণনা করার জন্য দুটি বাক্যাংশ ব্যবহার করে। সুতরাং প্রথমটি হল, বিশ্বাসী খ্রীষ্টে রয়েছে। এখানে আপনার কাছে শাস্ত্রের অনুচ্ছেদের কয়েক ডজন উদাহরণ রয়েছে। দ্বিতীয়টি হল খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর মধ্যে আছেন। আবার, আপনার কাছে বাইবেলের অনেক অনুচ্ছেদ রয়েছে যা এই বিষয়ে কথা বলে। কিছু জায়গায়, আমরা এই উভয় অভিব্যক্তি একসাথে পাই– বেশ কয়েকটি জায়গায়। ১ যোহন ৪:১৩ পদে, উদাহরণস্বরূপ, এটি বলে, "ইহাতে আমরা জানি যে আমরা তাহাঁতে থাকি এবং তিনি আমাদিগতে থাকেন,

কারণ তিনি আপন আত্মা আমাদিগকে দান করিয়াছেন।" তাই খ্রীষ্ট কেবল আমাদের জন্য, আমাদের মধ্যে এবং আমাদের আগে নয়, কিন্তু তিনি আমাদের মধ্যে এইরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, আর বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের মধ্যে পাওয়া যায়। বাইবেল বলে যে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে অবস্থিত – গালাতীয় ৪:১৯। তিনি আমাদের হৃদয়ে বাস করেন– ইফিষীয় ৩:১৭। সেই বিশ্বাসী প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান করে– রোমীয় ১৩:১৪। মন্ডলী হল খ্রীষ্টের দেহ– ১ করিন্থীয় ৬:১৫; ১২:২৭। সেই মন্ডলী খ্রীষ্টের সাথে এক দেহ -ইফিষীয় ৫:৩১ এবং ৩২। বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টকে লাভ করে এবং তাঁর মধ্যেই পাওয়া যায়– ফিলিপীয় ৩:৮ এবং ৯।

চতুর্থত, আমাদের অবশ্যই এই বাস্তব ঐক্যবদ্ধতার প্রকৃতি বুঝতে হবে, যা একটি প্রতিনিধি বা যৌগিক ঐক্যতা, পাশাপাশি একটি ব্যক্তিগত বা রহস্যময় যুগ্মতা। আর আবার, বাইবেল আমাদের এই সত্যকে বোঝানোর জন্য ছবিগুলির একটি সিরিজ প্রদান করে। প্রথমত, এটি বলে যে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন,দেহের মাথা হিসাবে। সুতরাং এটি ঐক্যবদ্ধতার একটি চিত্র। বিশ্বাসীরা দেহের সদস্য, দেহের সাথে যুক্ত,যার মধ্যে খ্রীষ্ট হলেন মাথা। দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের সাথে বিবাহ করেছেন। আপনি ইফিষীয় ৫:৩০-৩২ পদে এটি দেখতে পাবেন; "কেননা আমরা তাঁহার দেহের অঙ্গ…এই নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ কিন্তু আমি খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য ও মণ্ডলীর উদ্দেশে ইহা কহিলাম।" আমরা শলোমনের গানে আমরা পড়ি, "আমি আমার প্রিয়তমার এবং আমার প্রিয় আমার।" তাই প্রথম ছবি– যেখানে সদস্যদের মস্তকের সঙ্গে যুক্ত দেখানো হয়েছে; দ্বিতীয় ছবি হল বিবাহের– একজন স্বামী-স্ত্রীর সাথে যুক্ত। তৃতীয়ত, বিশ্বাসীদেরকে জীবন্ত পাথর হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলি খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হয় এবং তার উপর ভিত্তি হিসাবে নির্মিত হয়, একটি ঘর তৈরি করে যা ঈশ্বরের বাসস্থান হয়ে ওঠে। চতুর্থ চিত্রটি হল বিশ্বাসীরা হল শাখা যা খ্রীষ্টের মধ্যে দ্রাক্ষালতা হিসাবে কলম করা হয়– যোহনের সুসমাচারে ১৫:৪ পদে আমরা পড়ি; "আমাতে থাক আর আমি তোমাদিগতে থাকি। যেমন শাখা নিজে থেকে ফল উৎপন্ন করতে পারেনা দ্রাক্ষালতার সঙ্গে যুক্ত না থাকিলে পারেনা, তদ্রূপ আমাতে না থকিলে তোমরাও পার না। পঞ্চম চিত্রটি হল খ্রীষ্ট ভক্ষকের দ্বারা খাওয়া খাবারের চিত্রটি ব্যবহার করেছেন। বিশ্বাসের দ্বারা আমরা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হই এবং তাঁর দ্বারা পরিতৃপ্ত হই। যোহন ৬:৫৬ পদে আমরা পড়ি; "যে আমরা মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে থাকে এবং আমি তাহাতে থাকি।"" এটা আবার সংযুক্ত হওয়ার-একতার ছবি। তাই এই সবই হল সেই ছবি যা বাইবেল খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার কথা বলে যা আমাদের সাহায্য করে।

কিন্তু বাইবেল এই সংযোগকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করে। এটা কী? এটি কিসের মতো? এর প্রকৃতি কী? এইসব বিষয়ে এখানে বেশ কিছু জিনিস আছে। প্রথমত,এটি আধ্যাত্মিক– এটি একটি আধ্যাত্মিক সংযোগ, কোনো শারীরিক সংযোগ নয়– ১ করিন্থীয় ৬:১৭ পদ। দ্বিতীয়ত, এটি একটি রহস্যময় এবং গৌরবময় সংযোগ যা আমাদের বোঝার সম্পূর্ণ ক্ষমতার বাইরে। আমরা ইফিষীয় ৫:৩২ পদে এটি দেখতে পাই। কিন্তু কলসীয় ১:২৭ পদে লক্ষ্য করুন, "কারণ পরজাতিগনের মধ্যে সেই নিগূঢ়তত্ত্বের গৌরব ধন কি, তাহা পবিত্রগণকে জ্ঞাত করিতে ঈশ্বরের বাসনা হইল; তাহা তোমাদের মধ্যবর্ত্তী খ্রীষ্ট, গৌরবের আশা।" তাই এটি একটি রহস্যময় এবং গৌরবময় সংযোগ। তৃতীয়ত, এটি একটি অন্তরঙ্গ সংযোগ। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর মধ্যে এবং বিশ্বাসী তাঁর মধ্যে। আর তারপর চতুর্থত, এটি একটি অবিচ্ছেদ্য সংযোগ। বিশ্বাসী একবার খ্রীষ্টে অবস্থান করলে, বিশ্বাসী চিরকাল তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকে; তাকে কখনই তাঁর সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা বা বের করা যাবে না।

এর সঙ্গে, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং খ্রীষ্টের সাথে এই সংযোগের শিক্ষাকে খ্রীষ্টের পরিচর্যার সাথে সংযুক্ত করতে হবে। কারণ বাইবেল শিক্ষা দেয় যে খ্রীষ্টের সমস্ত কাজ, আপনি জানেন, তিনি যা সম্পন্ন করেছেন, তা বিশ্বাসীর পক্ষে ছিল। তাই তারা তাঁর কার্যকলাপের সমস্ত মুহুর্তে তাঁর সাথে একতাবদ্ধ। লক্ষ্য করুন কিভাবে বাইবেল খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সম্পর্কের এই সংযোগগুলিকে চিত্রিত করে। খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধকরণে, বিশ্বাসীকে তাঁর সাথে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়– গালাতীয় ২:২০। তাঁর মৃত্যুতে– আমরা তাঁর মৃত্যুতে বাপ্তিস্ম নিচ্ছি– রোমীয় ৬ পদ ৬। তাঁর কবরপ্রাপ্ত হওয়াতে– আমরা তাঁর সাথে সমাহিত হয়েছি– কলসীয় ২:১২। তাঁর পুনরুত্থানে-আমরা খ্রীষ্টের সাথে পুনরুত্থিত হয়েছি– রোমীয় ৬:৫। তাঁর স্বর্গারোহণে, আমরা তাঁর সাথে পুনরুত্থিত হয়েছি– কলসীয় ৩:১ ও পরের পদগুলি। আর তাঁর স্বর্গীয় অধিবেশনে– আমরা তাঁর সাথে স্বর্গীয় স্থানে বসে থাকি, যেন আমাদের জীবন খ্রীষ্টের সাথে ঈশ্বরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে– ইফিষীয় ২:৬। এমনকি তাঁর প্রতিশ্রুত প্রত্যাবর্তনের মধ্যেও, যখন খ্রীষ্ট– যিনি আমাদের জীবন তিনি আবির্ভূত হবেন,আমরাও তাঁর সাথে মহিমায় উপস্থিত হব–আপনি এটি রোমীয় ৬:২ এবং কলসীয় ২ এবং ৩ অধ্যায়ে দেখি। ভাল, এটি শুধুমাত্র একটি আংশিক তালিকা। আমরা আরও বলে যেতে পারতাম। কিন্তু আপনি এর তাৎপর্যটি বুঝুন। খ্রীষ্ট তাঁর কাজের মধ্যে যা কিছু সম্পন্ন করছেন, বিশ্বাসী সেই কার্যকলাপে তাঁর সাথে একত্রিত হয়।

তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, কিভাবে? কিভাবে বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হয়? অন্য কথায়, সেই বন্ধনটি কী যা তাদের সংযুক্ত করে? সুতরাং আপনি যদি মনে করেন, আপনি হয়ত জানেন যে শারীরিক মিলন সংস্পর্শের মাধ্যমে যেমন

একটি গাছের শাখা একটি গাছের কাণ্ডে কলম করা হয় শারীরিকভাবে; অথবা একজন পুরুষ এবং মহিলা একসাথে বিবাহের মাধ্যমে শারিরক সংযোগ করে। এই চিত্রগুলির অনেকগুলিতে, শারীরিক সংযোগ যোগাযোগের মাধ্যমে আসে। কিন্তু আপনি নিজেকে উত্তর দিন যে খ্রীষ্ট তো স্বর্গে আছেন, আর আমরা পৃথিবীতে, তাহলে এই সংযোগ কীভাবে হতে পারে?" ভালো, উত্তর দ্বিস্তরীয়। যেমন ইংরেজ পিউরিটান, জন ফ্ল্যাভেল বলেছেন, "খ্রীষ্টের পক্ষ থেকে আত্মা এবং আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর কাজকে বিশ্বাস করা, এই দুটি হল বন্ধন যার দ্বারা আমরা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হই।" আর তাই, সর্বপ্রথম, খ্রীষ্টের দিক থেকে সংযোগের প্রথম এবং প্রাথমিক বন্ধন হল পবিত্র আত্মার মাধ্যমে। খ্রীষ্ট পবিত্র আত্মার মাধ্যমে পাপীকে নিজের সাথে সংযুক্ত করেন, যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে বিশ্বাসীর আত্মার সাথে যুক্ত করেন। আত্মা বিশ্বাসীদের মধ্যে অবস্থান করে। একই অসীম আত্মা যে খ্রীষ্টের সাথে বাস করে তাঁর লোকেদের মধ্যে বাস করে যাতে খ্রীষ্ট তাঁর আত্মার দ্বারা আমাদের মধ্যে বাস করেন৷।প্রথম যোহন ৪:১৩ বলে, "ইহাতে আমরা জানি যে, আমরা তাহাঁতে থাকি এবং তিনি আমাদিগেতে থাকেন, কারণ তিনি আপন আত্মা আমাদিগকে দান করিয়াছেন।" তাই এটি প্রথমার্ধ। দ্বিতীয়ত, মানুষের পক্ষে, আমরা বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হই, যা আত্মা দ্বারা প্রদত্ত ঈশ্বরের উপহার। তাই ইফিষীয় ৩:১৭ পদ বলে, "যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন।" বিশ্বাসের দ্বারাই বিশ্বাসী খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে। তাই বিশ্বাসী সময়মতো, বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হয়। আমরা উপযুক্ত এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে এই মিলন থেকে বেঁচে থাকা অব্যাহত রাখি-গালাতীয় ২:২০; ইফিষীয় ৩:১৬-১৭ পদে। সুতরাং বিশ্বাসী খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে পবিত্র আত্মার দ্বারা খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত হয়। এভাবেই ঐক্যবদ্ধতা আসে। এটি একটি শিক্ষাতত্ত্বের প্রকাশ।

তৃতীয়ত, আমাদের এই মতবাদকে যুক্তিতর্ক দিয়ে যাচায় করতে হবে এবং এখানে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিষয়ও রয়েছে। প্রথমত, খ্রীষ্টের সাথে মিলনের শিক্ষাকে উপেক্ষা করা বা তিরস্কার করা খ্রীষ্টের সম্পাদিত মুক্তি এবং বিশ্বাসী আত্মার জন্য সেই পরিত্রাণের প্রয়োগের মধ্যে যোগসূত্রকে ধ্বংস করবে। সুতরাং, এটা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা পরিত্রাণতত্ত্বের উপর বক্তৃতাগুলির এই সিরিজের শুরুতে খ্রীষ্টের সাথে সংযোগের এই শিক্ষাকে আলোচনা করি। এর মধ্যে যা যা উপদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমরা তার সমস্তই আলোচনা করবো। কিন্তু আমরা সংযোগ দিয়ে শুরু করছি– খ্রীষ্টের সাথে সংযোগ। আমরা যদি এটিকে অবহেলা করি, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন না যে কীভাবে খ্রীষ্ট যা করেছেন তা একটি ব্যাক্তিগত আত্মার মধ্যে নিযুক্ত হয়ে যায়। এটি খ্রীষ্টকে পরিত্রাণের কেন্দ্র থেকেও সরিয়ে দেবে। তাঁর প্রাধান্য আছে। সবকিছুই তাঁর মধ্যে পাওয়া উচিত এবং সবকিছুই তাঁর কাছ থেকে প্রবাহিত হওয়া উচিত। সুতরাং এটিকে অবহেলা করা, বা খ্রীষ্টের সাথে সংযোগকে উপেক্ষা করা থেকে সতর্ক থাকুন।

দ্বিতীয়ত, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা খ্রীষ্টকে তাঁর উপকারিতা থেকে, বা তাঁর থেকে আত্মায় প্রবাহিত উপকারগুলি থেকে আলাদা করতে পারি না। সম্পূর্ণ খ্রীষ্ট না থাকলে কেউ ক্ষমা পেতে ও স্বর্গ যেতে পারে না। ক্যালভিন খ্রীষ্টে তাঁর সমস্ত সুবিধার পোশাক পরে– বিশ্বাসীর কাছে আসার কথা বলেছেন, যেন খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার সময়, আমরা তাঁর সাথে সুবিধাগুলিও গ্রহণ করি। তাই আমরা খ্রীষ্টকে বিভক্ত করতে পারি না। এমন কিছু লোক আছে যাদের এই ধারণা আছে যে আপনি যীশুকে প্রভু হিসাবে না রেখে আপনার ত্রাণকর্তা হিসাবে পেতে পারেন। সেটা হবে খ্রীষ্টকে দুই ভাগে ছিঁড়ে ফেলা এবং শুধুমাত্র একটি অংশ নেওয়া। তাই আমাদের হয় সমগ্র খ্রীষ্ট আছে, অথবা তাঁর কোনটিই নেই। তাঁকে ত্রাণকর্তা এবং প্রভু উভয়ই হতে হবে। আর যখন পরিত্রাণ সংক্রান্ত শিক্ষার কথা আসে,আপনি দেখতে পাবেন যে এটি আমাদের ভবিষ্যতের বক্তৃতায় কীভাবে সংযুক্ত রয়েছে, কারণ ধার্মিক গণিত হওয়া এবং শুদ্ধিকরণ উভয়ই খ্রীষ্টের সাথে মিলনের সুবিধা হিসাবে প্রবাহিত হয়। আপনি একটি ছেড়ে অন্যটি গ্রহণ করতে পারেন না। আপনি ধার্মিকতা গ্রহণ করবেন এবং শুদ্ধিকরণ গ্রহণ করবেন না, এমন হতে পারে না। মুক্তির ইতিহাসে সুরক্ষিত ঈশ্বরের কার্যকলাপের ফলস্বরূপ, প্রকৃত বিশ্বাসী পবিত্রতায় বৃদ্ধি পাবে। রোমীয় ৮:২৯ বলে "কারণ তিনি যাহাদিগকে পূর্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপে হইবার জন্য পূর্ব্বে নিরূপণও করিলেন; যেন ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হন।" তাই আসুন আমরা খ্রীষ্টকে তাঁর উপকারিতা থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ত্রুটি থেকে সতর্ক থাকি। চতুর্থত, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরতে পারি। প্রথমত, মণ্ডলী হল খ্রীষ্টের দেহ এবং নববধূ। তাই খ্রীষ্টের সাথে সংযোগ মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্য বা বন্ধনের ভিত্তি প্রদান করে। প্রতিটি বিশ্বাসী মস্তকের সাথে যুক্ত-এক সদস্য, সেই মস্তক হলেন খ্রীষ্ট, এর মাধ্যমে তারা একে অপরের সাথে যুক্ত হয়েছেন, যাতে সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত হওয়ার ফলে আমরা সহবিশ্বাসীদের সাথে সংযুক্ত হয়েছি। আপনি রোমীয় ১২ এবং ১ করিন্থীয় ১২ এবং ইফিষীয় ৪ অধ্যায়ে এবং নতুন নিয়মের এরকম বহু অনুচ্ছেদ রয়েছে যেখানে, ঈশ্বরের লোকেদের সম্পর্কে কথা বলে, যে বিশ্বাসীদের একে অপরের সাথে সংযোগের গুরুত্ব কতটা, তাদের একসাথে থাকার পরিপেক্ষিতে, একে অপরের প্রতি সচেতন হওয়ার এবং একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পরিপেক্ষিতে। আমাদের অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাহায্য প্রয়োজন। একা স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব। আমাদের অন্য বিশ্বাসীদের উপর নির্ভর করতে হবে যাদের

সাথে আমরা ঐক্যবদ্ধ। ইফিষীয় ৪:১৬ বলে, “যিনি মস্তক, তিনি খ্রীষ্ট, তাহা হইতে সমস্ত দেহ, প্রত্যেক সন্ধি যে উপকার যোগায়, তদ্দ্বারা যথাযথ সংলগ্ন ও সংযুক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগের স্ব স্ব পরিমাণানুযায়ী কাজ অনুসারে দেহের বৃদ্ধি সাধন করিতেছে, আপনাকেই প্রেমে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য করিতেছে।” আর তাই, বিশ্বাসীরা একসাথে বেড়ে উঠার মাধ্যমেই কেবল অনুগ্রহে বেড়ে উঠতে পারে। সুতরাং এটি একটি আবেদন, যে খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সংযোগ সহবিশ্বাসীদের সাথে আমাদের সংযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রভাব ফেলে।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টের সাথে সংযোগ খ্রীষ্টের সাথে যোগাযোগের ভিত্তি প্রদান করে, অথবা এই ঐক্যবদ্ধতা খ্রীষ্টের সাথে সহভাগিতার ভিত্তি প্রদান করে। খ্রীষ্টের সাথে সেই যোগাযোগ বা সহভাগিতা তাঁর সঙ্গে সংযোগ থেকে প্রবাহিত হয়। ১ যোহন ৩:২৪, এটি বলে, “আর যে ব্যাক্তি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করে, সে তাহাঁতে থাকে ও তিনি তাহাঁতে থাকেন; আর তিনি আমাদিগকে যে আত্মা দিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা আমরা জানি যে, তিনি আমাদিগেতে থাকেন।” তাই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ খ্রীষ্টীয় জীবনের মূল অংশ। সংযোগ বা সহভাগিতা মানে দান করা এবং গ্রহণ করা, আর তাই আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে এই জিনিসগুলি পাচ্ছি– তাঁর অনুগ্রহ,তাঁর আশীর্বাদ, তাঁর সুবিধাগুলি– এবং আমরা এই জিনিসগুলি,বিশ্বাসের অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে, উপাসনা এবং প্রশংসা এবং সেবায়,আনুগত্যে তাঁকে ভালোবাসায় দিচ্ছি। আর এই আদান ও প্রদান রয়েছে, যাতে বিশ্বাসী প্রার্থনায় খ্রীষ্টের সাথে যোগাযোগ করে,বাক্যের পরিচর্যায় খ্রীষ্টের সাথে যোগাযোগ করে, প্রভুর ভোজে খ্রীষ্টের সাথে যোগাযোগ করে। তাদের সমগ্র জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে সঙ্গবদ্ধ থাকে এবং সারা দিন এবং সপ্তাহ জুড়ে তাঁর সাথে সহভাগিতা ধরে থাকে। এই সব,যা এত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল, যেমন আমি বলছি, যে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ মধ্যে থেকে তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা প্রবাহিত হয়। আপনি একটি ছেড়ে অন্যটি পেতে পারেন না।

তৃতীয়ত,এটিকে আরো সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করার জন্য,বাপ্তিস্ম এবং প্রভুর ভোজের দুটি ধর্মানুষ্ঠান এই আশীর্বাদপূর্ণ সংযোগ ও যোগাযোগের বাস্তবতাকে চিত্রিত করে। প্রথম করিন্থীয় ১২:১৩ পদ বলে, “সকলেই এক দেহ হইবার জন্য একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি এবং সকলেই এক আত্মা হইতে পায়িত হইয়াছি।” সুতরাং, আপনি বাপ্তিস্মের কথা ভাবুন। বাপ্তিষ্ম খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হওয়াকে বোঝায়। যীশু বলেছেন, মথি ২৮:১৯ পদে “তাদেরকে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম দাও।” নামে বাপ্তিস্ম দেওয়া– এটি এক সংযোগের চিত্র। রোমীয় ৬-এ খ্রীষ্টের সাথে বাপ্তিস্মে যুক্ত হওয়ার এবং খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযোগ এর চিত্র পৌল এটিকে বিকশিত করেছেন। এটি বিশ্বাসীর খ্রীষ্টের মধ্যে খোদাই করা, জীবিত খ্রীষ্টের মৃত্যু, সমাধি এবং পুনরুত্থানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে প্রতিনিধিত্ব করে।

তাহলে, দ্বিতীয়ত, এই পয়েন্টের অধীনে, প্রভুর ভোজন খ্রীষ্ট এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে যোগাযোগের ইঙ্গিত দেয় যা তাঁর সাথে মিলনের সুযোগ থেকে উদ্ভূত হয়। প্রভুরভোজ প্রধানত আধ্যাত্মিক পুষ্টি সম্পর্কে, বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীষ্টকে ভক্ষন করা সম্পর্কে কথা বলে। প্রথম করিন্থীয় ১০:১৬ পদ বলে, “আমরা ধন্যবাদের যে পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ করি, তাহা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগিতা নয়? আমরা যে রুটি ভাংগি, তাহা কি খ্রিষ্টের শরীরের সহভাগিতা নয়?” এই ভোজের মাধ্যমে বিশ্বাসীকে টিকিয়ে রাখার জন্য খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর কাছে নিজেকে সঁপে দেন। যারা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হয় তারা ক্রমাগতভাবে খ্রীষ্টকে তাঁর আধ্যাত্মিক উপস্থিতির মাধ্যমে অনুগ্রহের এই নির্ধারিত উপায়ে, প্রভুরভোজের ধর্মানুস্থানের দ্বারা গ্রহণ করে।

চতুর্থত, এটাকে ব্যবহারিকভাবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে, আমি চাই যে আমরা এই বক্তৃতার শুরুতে যিহিস্কেল ১৬ -এর সেই অনুচ্ছেদের দিকে ফিরে যাই। তার নিজের রক্তে আবৃত সেই শিশুকে, কিভাবে ঈশ্বর তাকে নিয়ে যান এবং তাকে ধৌত করেন,তাকে উত্থাপন করেন, তাকে খাওয়ান, তাকে লালন-পালন করেন,তাকে তারপর অবশেষে বিয়ে করেন। সেই অনুচ্ছেদের মূল কথাটি এর চেয়েও আরও কিছু বেশি, কারণ প্রভু বলছেন, “এই সমস্ত অনুগ্রহের পরে, এই সমস্ত আশীর্বাদের পরে, এই সমস্ত কিছুর পরেও আমি তোমার প্রতি যা করেছি, তুমি অযোগ্য হওয়া সত্যেও আমি তোমাকে আমার সঙ্গে সংযুক্ত করে গ্রহণ করেছি এবং তোমাকে বিবাহ করেছি।” তিনি তাদের সতর্ক করতে এবং এমনকি আধ্যাত্মিক ব্যভিচারের বিপদ সম্পর্কে তাদের তিরস্কার করেন। সুতরাং খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পৌল ১ করিন্থীয় ৬ এর মতো জায়গায়ও এটিকে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, “তোমারা কি জানো না যে, যারা বেশ্যার সাথে সংযুক্ত হয় তারা তার সাথে এক হয়ে যায়?” এবং তিনি বলছেন বিশ্বাসীরা যখন খ্রীষ্টের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তার পর পাপ এবং পাপের বিষয়গুলির পিছনে যাওয়া কতটা বেমানান। আর তাই হুমকির এই কাল্পনিক চিত্র রয়েছে, যখন বিশ্বাসী তাদের জীবনের অন্যান্য জিনিসগুলিকে খ্রীষ্টর সঙ্গে প্রতিস্থাপন করার অনুমতি দেয়– যেমন মূর্তি,যেগুলি তারা পছন্দ করে, যা তারা অনুসরণ করে, জগত এবং বিভিন্ন পাপ ইত্যাদি। তারা ব্যভিচারে, আধ্যাত্মিক ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তারা তাদের প্রথম প্রেম ত্যাগ করে এবং অন্য প্রেমীদের পিছনে ঘুরে বেড়ায়। আর এটি খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সঙ্গে একেবারে বেমানান। বিশ্বাসী যখন খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার শিক্ষা বুঝতে পারে এবং তাঁর সাথে বিবাহিত হয়, তখন একটি অঙ্গীকার করা হয়, একটি চুক্তি হয়, একটি

আনুগত্য প্রকাশ করা হয়, সেখানে একটি ভক্তিভাবের উৎপন্ন হয়। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি একটি বাধ্যবাধকতা আছে। আর যখন আমরা তাঁর থেকে দূরে সরে যাই এবং অন্যান্য ভালবাসার পিছনে ছুটতে শুরু করি, এই জগতের জিনিসগুলি, তার চেয়ে সেগুলি বেশি প্রাধান্য পাই, তখন আমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হই। আর এটি দেখে আমাদের আতঙ্কিত হওয়া উচিত। এটি দেখে তাঁর প্রতি আমাদের সংযুক্তির অনুভূতি এবং তাঁর কাছাকাছি থাকার এবং পবিত্রতায় এবং তাঁর প্রতি ভক্তির সাথে চলার অনুভূতিকে শক্তিশালী করা উচিত।

ভাল, উপসংহারে, এই বক্তৃতায়, আমরা শাস্ত্র থেকে শিখেছি যে পরিত্রাণ সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্থানের বিষয়ে। মুক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে আমরা এই পঞ্চম মডিউলে যা বিবেচনা করব তা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়া থেকে প্রবাহিত হয়। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা কার্যকর আহ্বান এবং পুনর্জীবিত হওয়ার শিক্ষা সম্বন্ধে বিবেচনা করব, যা বিশ্বাসী-আত্মার কাছে মুক্তির আবেদনের সূচনা করে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৫– লেকচার ৩

কার্যকারী আহ্বান এবং পুনর্জীবিত হওয়া সংক্রান্ত শিক্ষা

যোহন, ১১ অধ্যায়ে, আমরা মরিয়ম এবং মার্থার ভাই– লাসার নামে একজন ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য বিবরণ সম্বন্ধে পড়ি। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং তার পরিবার যীশুকে আসার জন্য আহ্বান করেছিল। কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে, লাসার মারা যায় এবং তাকে সমাধিতে সমাহিত করা হয়, তার পরিবার এবং বন্ধুদের বড় দুঃখ এবং হৃদয়ে ব্যথা ভরে উঠেছিল। যখন খ্রীষ্ট এসেছিলেন,তখন লাসার ইতিমধ্যে চার দিন মারা গিয়েছিল এবং তার দেহ পচতে শুরু করেছিল। কিন্তু যীশু মার্থাকে বলেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবেন। তিনি সমাধির খোলা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ৪৩ এবং ৪৪ পদে আমরা পড়ি যে যীশু উচ্চস্বরে চিৎকার করেছিলেন, "লাসার, বেরিয়ে এসো। আর যে মৃত ছিল সে বেরিয়ে এল।" জনতা বিস্মিত হয়েছিল এবং যীশুর অলৌকিক কাজের খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দৈহিক অলৌকিক ঘটনাটি একটি আত্মাকে বাঁচাতে ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক বাস্তবতাকে চিত্রিত করে। এই সমান্তরালটি চিত্রিত করা উপযুক্ত, যেমন বাইবেল ইফিষীয় ২:১ পদে আমরা পড়ি, "এবং তিনি আপনাকে জীবিত করেছেন"– বা পুনর্জীবিত করেছেন–"যারা অন্যায় ও পাপে মৃত ছিল।" এটি একটি আত্মার কাছে আসা মুক্তির বর্ণনা। লাসার কিছুই করেনি। সে প্রভুকে ডাকেননি– সে মারা গেছে। একইভাবে পাপী আত্মার নিজের থেকে প্রভুকে খোঁজার ক্ষমতা নেই, যেমনটি আমরা রোমীয় ৩ এ দেখি, কেউ প্রভুর খোঁজ করে না: "কেউ ধার্মিক নেই, না, একজনও নেই।" যীশু যখন কথা বলছিলেন এবং লাসারকে ডেকেছিলেন,তখন লাজারাস উঠে বসে-চিন্তা করেননি এবং তৎপরে খ্রীষ্টের কথার বাধ্য হয়নি– তার কাছে এমন কোনও বিকল্প ছিল না। সে প্রভুর বাক্যে আকৃষ্ট হয়েছিল। একইভাবে, যখন পবিত্র আত্মা কার্যকরভাবে একটি পাপী আত্মাকে ডাকেন এবং পুনরুৎপাদন করেন,তখন ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা তা আধ্যাত্মিক জীবনে আনিত হয়। প্রভু সূচনা করেন এবং প্রভু তাঁর করুণার কাজকে কার্যকরী করে তোলেন,এতে প্রাকৃতিক মানুষের কোন অবদান বা কৃতিত্ব নেই। তিনি আধ্যাত্মিকভাবে মৃতদের গ্রহণ করেন এবং তাদের জীবন দেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই পঞ্চম মডিউলের বক্তৃতাগুলির সিরিজটি পরিত্রাণের শিক্ষার অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত। উদ্দেশ্য হল বাইবেল কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা যে আত্মা কীভাবে খ্রীষ্টের মুক্তিকে বিশ্বাসীর ব্যক্তিগত আত্মার জন্য প্রয়োগ করে। পূর্ববর্তী বক্তৃতায়, আমরা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার শিক্ষাকে বিবেচনা করেছি,সেই ফোয়ারা যেখান থেকে মুক্তির সমস্ত সুবিধা প্রবাহিত হয়। এই মডিউলের বাকি অংশে, আমরা পরিত্রাণের প্রয়োগের পৃথক উপাদানগুলি অন্বেষণ করব। এই বর্তমান বক্তৃতায়,আমরা কার্যকর আহ্বান এবং পুনর্জীবিত হওয়ার শিক্ষাগুলিকে বিবেচনা করব। এই দুটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, যদিও শাস্ত্রের মধ্যে এটি ভিন্ন শিক্ষাতত্ত্ব ভাবে প্রকাশিত। তারা একটি আত্মার ব্যক্তিগত জীবনে পরিত্রাণের অনুগ্রহকে প্রয়োগের ঈশ্বরের প্রাথমিক কাজকে সম্বোধন করে। আহ্বান প্রথমে আসে, তারপরে পুনর্জীবিত দ্বারা ঘনিষ্ঠ সংযোগের দ্বারা অনুসরণ করা হয়।

এই বক্তৃতাগুলিতে আমাদের প্যাটার্নের মতো, আমরা পুনর্জীবিত হওয়ার শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাকে শুরু করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ বিবেচনা করে শুরু করব। আমরা যিহিস্কেল ৩৬:২৫-২৮ পদের এই শব্দগুলি পড়ি; "আর আমি তোমাদের উপরে শুচি জল প্রক্ষেপ করিব, তাহাতে তোমরা শুচি হইবে, আমি তোমাদের সকল অশৌচ হইতে ও তোমাদের সকল পুত্তলি হইতে তোমাদিগকে শুচি করিব। আর আমি তোমাদিগকে নূতন হৃদয় দিব ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব; আমি তোমাদের মাংস হইতে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করিব ও তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় দিব। আর আমার আত্মাকে তোমাদের অন্তরে স্থাপন

করিব এবং তোমাদিগকে আমার বিধিপথে চালাইব, তোমরা আমার শাসন সকল রক্ষা করিবে ও পালন করিবে। আর আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, সেই দেশে তোমারা বাস করিবে; আর তোমরা আমার প্রজা হইবে এবং আমিই তোমাদের ঈশ্বর হইব।" লক্ষ্য করুন, প্রথমত, সার্বভৌম প্রভু এই কাজে উদ্যোগী হন। পদ ২৫ থেকে শুরু করে, এটি বলে, "তাহলে আমি তোমার উপর শুচি জল ছিটিয়ে দেব ...আমি তোমাকে শুদ্ধ করব...আমি তোমাকে দেবো...আমি তোমার মধ্যে আমার আত্মা রাখব।" এটা ঈশ্বরের কাজ । তিনি এই পরিত্রাণের অনুগ্রহ আনতে সেই আত্মার কাছে যান এবং এটি এমন নয় যে সেই ব্যক্তিটি তার কাছে আসে। দ্বিতীয়ত, পুনরুত্থান পাপের অপরাধবোধ এবং দূষণ থেকে পরিষ্কার করার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। বিষয়টি হল,"তোমার সমস্ত মন্দতা থেকে এবং তোমার সমস্ত মূর্তি থেকে।" এটি আত্মার একটি আমূল পরিশোধন গঠন করে। তৃতীয়ত, এটি হৃদয়ের একটি রূপান্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি বলেন, "একটি নতুন হৃদয়ও দেব...আমি পাথরের হৃদয় কেড়ে নেব...আমি তোমাকে মাংসের একটি হৃদয় দেব।" এটি এক প্রকার হার্ট সার্জারির কথা বর্ণনা করে। ঈশ্বর একটি মৃত, প্রাণহীন হৃদয়কে সরিয়ে দেন এবং একটি আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত হৃদয় সরবরাহ করেন। এটি পুরানো ব্যক্তির সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে, খ্রীষ্টের চিত্রের পরে একটি সম্পূর্ণ নতুন মানুষ তৈরি করে। চতুর্থত, লক্ষ্য করুন যে পুনর্জীবিত অতীতকে অস্বীকার করে, ভবিষ্যতকে পুনর্গঠন করে। এটি অবশ্যই পাপ থেকে পরিষ্কার করতে হবে, সেইসাথে ধার্মিকতায় পুনরায় সৃষ্টি করতে হবে। যা মৃত ছিল তা খ্রীষ্টে জীবিত হয়েছে। পঞ্চমত, পুনরুত্থানের সময়, আত্মা বিশ্বাসীর মধ্যে বাস করে এবং তার মধ্যে অনুগ্রহের একটি নতুন নীতি স্থাপন করে, তাকে জীবনের নতুনত্বে চলতে এবং ঈশ্বরের আনুগত্য করতে সক্ষম করে। যিহিস্কেল বলেছেন, "আমি তোমাদের মধ্যে আমার আত্মা রাখব এবং আমার বিধিতে তোমাদেরকে চলতে দেব এবং তোমরা আমার বিচার পালন করবে এবং সেগুলির বাধ্য হবে।" এটি আত্মার আরও রূপান্তরকে প্রতিফলিত করে। ষষ্ঠত এবং সবশেষে,আপনার মনে রাখা উচিত, ২৮ পদে,এই সবই অনুগ্রহের চুক্তির উপর ভিত্তি করে। কথাটি লক্ষ্য করুন: "তোমরা আমার প্রজা হবে এবং আমি তোমাদের ঈশ্বর হব।" এটি অনুগ্রহের চুক্তির মূল বিষয়। এটি আমাদের পুনর্জীবিত হওয়ার শিক্ষাতত্ত্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

এই বক্তৃতার বাকি অংশে, আমরা পরিত্রাণ সংক্রান্ত শিক্ষার মধ্যে কার্যকরী আহ্বান এবং পুনর্জীবিত উভয় বিষয়ে শাস্ত্র আমাদের কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করব। আর তাই, দ্বিতীয়ত, আমরা এই উপাদানটির একটি শিক্ষাগত প্রকাশ বিবেচনা করব,কার্যকরী আহ্বানের মতবাদ দিয়ে শুরু করবো এবং তার পরে পুনর্জীবিত হওয়ার শিক্ষার কথা আলোচনা করবো। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ১০ অনুচ্ছেদ ১ কার্যকরী আহ্বানকে সংজ্ঞায়িত করে। এতে বলা হয়েছে,"ঈশ্বর যাদেরকে জীবনের জন্য পূর্বনির্ধারিত করেছেন এবং শুধুমাত্র যাদেরকে, তিনি তাঁর নির্ধারিত ও গ্রহণযোগ্য সময়ে, কার্যকরভাবে,তাঁর বাক্য ও আত্মার দ্বারা,পাপ ও মৃত্যুর সেই অবস্থা থেকে ডাকতে সন্তুষ্ট হন যেখানে তারা প্রকৃতির দ্বারা, যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ এবং পরিত্রাণের জন্য; তাদের মনকে– আধ্যাত্মিক এবং পরিত্রানের জন্য আলোকিত করে, ঈশ্বরের বিষয়গুলি বোঝার জন্য; তাদের পাথরের হৃদয় কেড়ে নেওয়া এবং তাদের কাছে একটি মাংসের হৃদয় দেওয়া; তাদের ইচ্ছার পুনর্জীবিতকরণ এবং তাঁর সর্বশক্তিমান শক্তি দ্বারা তাদের নির্ধারণ করে যা ভাল তা; আর কার্যকরভাবে যীশু খ্রীষ্টের কাছে তাদের চিত্রিত করে; তথাপি তারা যেমন অবাধে তাঁর কাছে পুর্নজিবিত হয়ে আসে।" এখানে ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি যথাযথভাবে কার্যকরী আহ্বানের বিস্তৃত ধারণার অধীনে পুনর্জন্মকে অন্তর্ভুক্ত করে। আপনি সেখানকার কথায় আপনি দেখতে পাবেন, তাদের পাথরের হৃদয় কেড়ে নেওয়া এবং তাদের একটি মাংসের হৃদয় দেওয়া,তাদের ইচ্ছাকে পুনর্নবীকরণ করা এবং আরও অনেক কিছু,এই ধরনের ভাষা যা পুনর্জীবিত হওয়াকে বোঝায়। এটি অবশ্যই, খুব উপযুক্ত। আপনি লক্ষ্য করবেন, রোমীয় ৮:৩০ পদে "আহ্বান" শব্দটি সম্ভবত এটি অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু বেশিরভাগ সংস্কারবাদী ঈশতত্ত্ববিদরা আত্মার কাজের এই দুটি দিক, কার্যকর আহ্বান এবং পুনর্জীবিত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য করতে সহায়ক বলে মনে করেছেন। তাই এই বক্তৃতার শুরুতে স্পষ্টতার জন্য, আমরা এই দুটি বিষয়ের মধ্যে বাইবেল কিসের উপর জোর দেয় তা তুলনা করে কার্যকর আহ্বান এবং পুনর্জীবিত হওয়ার বিষয়টিকে আলাদা করবো।

সুতরাং, সংক্ষেপে, কার্যকরী আহ্বান হল পাপীকে ডেকে আনার একটি কাজ, যেখানে পুনর্জীবিত হল পাপীকে পুনরায় জন্ম দেওয়ার একটি কাজ। দ্বিতীয়ত, কার্যকরী আহ্বান একটি সচেতন স্তরে ঘটে– আমরা এটি সম্পর্কে সচেতন, যেখানে নতুনজন্ম ঘটে অবচেতনে– আমরা প্রাথমিকভাবে সচেতন নই। তৃতীয়ত, কার্যকর আহ্বান বাইরে থেকে আসে, যেখানে নতুনজন্ম হল ঈশ্বরের একটি কাজ। চতুর্থত, কার্যকরী আহ্বান হল নৈতিক সৃজনশীলতার একটি কার্যকলাপ, যেখানে নতুন জন্ম হল ঈশ্বরের একটি সৃজনশীল কার্যকলাপ।

সুতরাং, প্রথমত, কার্যকরী আহ্বান-এর দিকে মোড় নেওয়ার জন্য, আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে যে বাইবেলে "আহ্বান" এবং "আহ্বান করা" শব্দ দুটি ভিন্ন উপায়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি প্রায়শই "বাহ্যিক আহ্বান" এবং "অভ্যন্তরীণ আহ্বান" শব্দ দ্বারা আলাদা করা হয়েছে। বাহ্যিক আহ্বান হল সুসমাচারের সরল উপস্থাপনা যা আপনি প্রচারে দেখতে পান। অভ্যন্তরীণ, বা কার্যকরী আহ্বান হল এক আত্মার উপর সুসমাচার ঈশ্বরের কার্যকারিতা এবং পরিত্রাণের জন্য প্রয়োগ করা। তাই,কোনো এক সময়ে,বহিরাগত আহ্বান–বাণী প্রচার–এবং অভ্যন্তরীণ আহ্বান একই সঙ্গে নির্বাচিতদের মধ্যে সংঘটিত হয়। অন্যদিকে, এর বিপরীতে,বাহ্যিক আহ্বান অবিশ্বাসীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ আহ্বান ছাড়াই সংঘটিত হয়। তাই বাহ্যিক আহ্বান পবিত্র আত্মা দ্বারা নির্বাচিতদের হৃদয়ে কার্যকরী ও শক্তিশালী করা হয়। শাস্ত্রে "আহ্বান" শব্দটি বেশিরভাগ সময়ের অভ্যন্তরীণ বা কার্যকরী আহ্বানকে বোঝায়, যেমন রোমীয় ৮:৩০-এর সেই অনুচ্ছেদে।

যেমনটি আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি বাহ্যিক আহ্বানের বিষয়ে, এটি হল সুসমাচারের শিক্ষার উপস্থাপনা এবং ব্যাখ্যা। সুতরাং এটি তাদের কাছে সুসমাচারের প্রতিশ্রুতির প্রস্তাবকেও অন্তর্ভুক্ত করে যারা শব্দের প্রচারের অধীনে বসে থাকে। প্রতিশ্রুতিগুলোই পাপীকে বিশ্বাস করার এবং অনুতপ্ত হওয়ার জন্য একটি হুকুমনামা প্রদান করে। আর আমরা পূর্ববর্তী বক্তৃতায় এটি সম্পর্কে কথা বলেছি,তবে আমরা এখানে "হুকুমনামা" সম্পর্কে বিশেষভাবে কথা বলছি। পাপী বসে আছে এবং সুসমাচার প্রচার শুনছে। কি হুকুমনামা প্রাপ্তির,সেই প্রতিশ্রুতিগুলিকে ধরে রাখার এবং তাদের নিজের আত্মার জন্য প্রয়োগ করার, তাদের বিশ্বাস করার এবং অনুতাপের সাথে সাড়া দেওয়ার জন্য দেয়? হুকুমনামাটি ঈশ্বরের গোপন পরামর্শের জ্ঞান নয় যে তারা নির্বাচিত হোক বা না হোক। হুকুমনামা এমন কিছু নয় যা তাদের নিজের আত্মার ভিতরে পাওয়া যায় যা তাদের চিনতে হবে বা মুক্ত করতে হবে। বিশ্বাস করার হুকুমনামা এই বাহ্যিক আহ্বানে আসা প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে। বাহ্যিক আহ্বান সর্বজনীনভাবে তাদের সকলের কাছে সম্বোধন করা হয় যারা সুসমাচার শোনে। আপনি যিশাইয় ৫৫-এর শুরুর শব্দে এটি দেখতে পাবেন। আপনি মথি ১১ এর শেষে যীশুর কথায় এটি দেখতে পাবেন, "হে পরিশ্রান্ত এবং ভারাক্রান্ত লোক সকল আমার নিকট আইস।" এই বাহ্যিক আহ্বান স্পষ্টতই নির্বাচনের চেয়ে বিস্তৃত। আমরা জানি যে,কারণ আমরা পড়ি, মথি ২২:১৪ পদে, "কারণ অনেকেই আহূত কিন্তু অল্পই মনোনীত।" সুতরাং,যখন এটি বলে, "অনেককে আহ্বান করা হয়েছে, "এটি সেখানে প্রচারের বাহ্যিক আহ্বানের কথা বলছে।"

কিন্তু তারপরে, আমাদের এই অভ্যন্তরীণ আহ্বানের সাথে কার্যকরী আহ্বান সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে,যা আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আর কার্যকরী আহ্বানের বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। এটি ওয়েস্টমিনস্টার শর্টার ক্যাটেকিজমে তুলে ধরে, প্রশ্ন ৩১ তে– কার্যকরী আহ্বানের বিভিন্ন দিক রয়েছে। এগুলোর মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেমন আত্মা পাপ ও দুঃখের বিষয়ে বিশ্বাস করেন, যোহন ১৬:৮। পবিত্রআত্মা আসে এবং পাপ ও দুঃখের মানুষের আত্মাকে দোষারোপিত করে। আত্মা মনকে আলোকিত করে, দেখতে সক্ষম করে– ১ করিন্থীয় ২:১৪– ১৫; যোহন ১৬:৪। আত্মা আসে এবং ইচ্ছাকে পুনর্নবীকরণ করে। এটি কার্যকরী আহ্বানের আরেকটি উপাদান- ১ থিষলনীকীয় ১:৪-৫ অথবা আমরা যা যিহিস্কেল ৩৬ এবং প্রেরিত ১৬:১৪ পদে এগুলি আগেই দেখিছি। তাই এটি আত্মার কাজ– আত্মার কার্যকরী আহ্বানের আরেকটি উপাদান হল আত্মা পাপীকে– খ্রীষ্টকে আলিঙ্গন করতে প্ররোচিত করে এবং সক্ষম করে,যাকে সুসমাচার অবাধে দেওয়া হয়– যোহন ৬:৩৭, ৪৪, ৬৫। তাই ঈশ্বর হলেন কার্যকরী আহ্বানের লেখক– ১ করিন্থীয় ১:৯ এবং ২ তিমথি ১:৮-৯।

ঈশ্বর হলেন কার্যকরী আহ্বানের লেখক, যা কোন ব্যক্তির কাছে পরিত্রাণের প্রয়োগের প্রথম ধাপ। পিতা, ত্রিত্বের প্রথম ব্যক্তি, যিনি পরিত্রাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। আমরা এটি বক্তৃতার আগের একটি সিরিজ

দেখেছি। আর পিতা হলেন তিনি যিনি তাঁর নির্বাচিতদের ডাকেন। যা আমরা রোমীয় ৮:৩০; ১ করিন্থীয় ১:৯; ১ যোহন ৩:১ এবং অন্যত্র পায়। তাই এটাই পিতার ভূমিকা। ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি হলেন পবিত্র আত্মা,যিনি কার্যকরী আহ্বানের কার্যকরী প্রয়োগকারী। আমরা যোহন ৩:৫ পদে এটি দেখতে পাই; সেইসঙ্গে ৬:৬৩ পদেও পাই। তাই পিতা সূচনা করেন এবং পবিত্র আত্মা এক ব্যাক্তির আত্মাকে আলোকিত করেন।

আমাদের কার্যকরী আহ্বানের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও চিন্তা করা উচিত। আমরা দেখতে পাই যে এটি একটি ঐশ্বরিক আহবান, যা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত করে। এটি ঈশ্বরের সার্বভৌম, শাশ্বত হুকুমনামার উপর ভিত্তি করে এবং এটি আত্মার অপ্রতিরোধ্য এবং প্ররোচনামূলক শক্তির মাধ্যমেই আসে। সুতরাং এটি বাহ্যিক আহ্বানের সাথে পুরুষদের সচেতন স্বীকৃতির মধ্যে ঘটে। মানুষের মন পাপের প্রত্যয় এবং খ্রীষ্টকে আলিঙ্গন করার প্ররোচনায় নিযুক্ত থাকে। এই সবই আমাদের কার্যকরী আহ্বানের শিক্ষাতত্ত্বকে বুঝতে সাহায্য করে।

আমরা এখন পুনর্জীবিত হওয়া সম্পর্কিত মতবাদের দিকে যেতে পারি। সত্যিই তিনটি ভিন্ন শব্দ আছে যেগুলো নতুন নিয়মে পুনর্জীবিত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। আমি আপনাকে গ্রীক শব্দগুলি দেব না,তবে সেগুলি অনুবাদ করা হয়েছে, প্রথমটির অনুবাদ "নতুনজন্ম" বা "পুনর্জীবিত"। মথি ১৯:২৮; তিত ৩:৫ পদের মত স্থানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় শব্দটি হল "পুনরায় জন্ম দেওয়া।" এটি ১ পিতর ১:৩ এবং ২৩ পদে পাওয়া যায়। আর তৃতীয় শব্দটি হল "উপর থেকে জন্মগ্রহণ করা।" যীশু যোহন ৩:৩ এবং ৭ পদে এটি ব্যবহার করেছেন। সুতরাং পুনর্জীবিত হওয়া হল ঈশ্বরের একটি কাজ,যার মাধ্যমে তিনি মানুষের মধ্যে নতুন জীবনের অনুগ্রহশীল নীতি রোপণ করেন, মানুষের আত্মাতে বাস করার জন্য তাঁর আত্মা পাঠান এবং আত্মার নিয়ন্ত্রণকারী স্বভাব তৈরি করেন। তাই আবার জন্ম দেওয়া ঈশ্বরের সৃজনশীল কাজ। এটি প্রায়ই নতুন জন্ম বা পুনরায় জন্ম নেওয়ার কাজ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। যা মৃত ছিল তা খ্রীষ্টে জীবিত হয়েছে। সুতরাং এই সীমাবদ্ধ অর্থে পুনর্জীবিত হওয়াকে সংজ্ঞায়িত এইভাবে করা হয়,ভাল এটি তাৎক্ষণিক– পুনর্জীবিত হওয়া। এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া নয়। এটি ঈশ্বরের রূপান্তরের কাজ থেকে আলাদা করা যেতে পারে, যা আমরা ভবিষ্যতের বক্তৃতায় বিবেচনা করব। এটি মনেরজেসটিক। এই শব্দের অর্থ হল এটি এক দিকে কাজ করছে। একমাত্র ঈশ্বরই যিনি পুনর্জীবিত করার জন্য কাজ করছেন, মানুষ নয়। আমরা এটাও বলতে পারি যে পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনাটি অবচেতনে ঘটে। সুতরাং এটি এমন কিছু যা আত্মার মধ্যে গোপনে ঘটছে। প্রথমিকভাবে মানুষ ঈশ্বরের পুনর্জীবিত হওয়ার কাজ সম্পর্কে সচেতন নয়। এটি বিশ্বাসের উপহার স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে চেতনাগ্রস্ত হয় এবং বিশ্বাস ও অনুতাপের অনুশীলন করা হয়। কিন্তু পুনর্জীবিত হওয়া, এই সীমাবদ্ধ অর্থে,অবচেতনে ঘটে। সবশেষে,আমরা বলতে পারি যে মানুষ কর্মবাচ্যমূলক। মানুষ এক্ষেত্রে কোন অবদান রাখছে না, সে কোনোভাবেই ঈশ্বরের মনেরজেসটিক পুনর্জীবিত করার কাজে সক্রিয় নয়। এটি আমাদের সাহায্য করে,কারণ তখন এটি নির্মূল করে বা এটি আমাদের জন্য পরিত্রাণের আদেশের সাথে পুনর্জীবিত হওয়ার সম্পর্ককে স্পষ্ট করে– পরিত্রাণের প্রয়োগের ক্রম, যা আমরা প্রথম বক্তৃতায় আলোচনা করেছি। কারণ, পুনর্জীবিত হওয়া আহ্বানকে অনুসরণ করে– এটি কার্যকরী আহ্বান এর পরে আসে। এটি উভয়ই আহ্বান থেকে আলাদা এবং কখনও কখনও এটির সাথে একীভূত হয়, যেমনটি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। কিন্তু এর জন্য তাদের সীমাবদ্ধ এবং বৃহত্তর অর্থে উভয় ক্ষেত্রেই আহ্বান এবং পুনর্জীবিত হওয়ার সংজ্ঞা প্রয়োজন। তাই আহ্বান আমাদেরকে খ্রীষ্টের সাথে এবং ঈশ্বরের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াশীল অনুগ্রহ এর সাথে সংযুক্ত করে; সেখানেই পুনর্জীবিত হওয়ার হল সেই অভ্যন্তরীণভাবে ক্রিয়াশীল পরিত্রাণের অনুগ্রহের প্রস্তু, তাই এটি আহ্বানের পরে আসে।

কিন্তু তারপর দ্বিতীয়ত, এটি মনপরিবর্তনের আগে আসে। মনপরিবর্তন– বিশ্বাস এবং অনুতাপ কে ইঙ্গিত করে। সুতরাং বিশ্বাস এবং অনুতাপের আগে আসে পুনর্জীবিত হওয়া। পুনর্জীবিত হওয়া হল আমাদের মধ্যে সমস্ত পরিত্রাণের অনুগ্রহের সূচনা। মনপরিবর্তন– বিশ্বাস এবং অনুতাপ–সদয় স্বভাবের প্রথম অনুশীলনকে নির্দেশ করে যা পুনর্জীবিত হওয়ার মধ্যে রোপণ করা হয়। তাই ঈশ্বর হইতে জন্ম হওয়া– যা হল পুনর্জীবিত হওয়া– ফল দেয়– বিশ্বাস এবং অনুশোচনার ফল। আর ১ যোহন ১ অধ্যায়ের সিংহ অংশ আমাদের

জন্য এটি ব্যাখ্যা করে দেয়। ঈশ্বরের আহ্বানের জন্য বিশ্বাসের একটি পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন এবং সেই বিশ্বাস নিজেই ঈশ্বরের একটি উপহার।

সুতরাং মানুষের হীন অবস্থা এবং কোন আধ্যাত্মিক ভাল কাজ করার অক্ষমতা, এই অবস্থায় মানুষের পক্ষে বিশ্বাসে আনা কিভাবে সম্ভব? কিভাবে এই জিনিসগুলি একত্রিত করা যেতে পারে? এটি ঈশ্বরের কৃপা এবং তাঁর পুনর্জীবিত হওয়ার পুনঃসৃজনশীল শক্তি এই উত্তেজনাকে সমাধান করে। তিনি নতুন জন্মের মাধ্যমে মৃতদের জীবিত করেন। তিনি মৃতকে জীবিত করেন। সেই পুনর্জন্ম পবিত্র আত্মার দ্বারা তার অপ্রতিরোধ্য অনুগ্রহের কাজকে প্রকাশ করে। জীবিত করার পরে, আত্মাকে বিশ্বাসের উপহার দেওয়া যায় এবং সেই বিশ্বাস অনুশীলন করতে সক্ষম হয়। সুতরাং পুনর্জীবিত হওয়া হল একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন যাতে মানুষের মধ্যে নতুন জীবনের একটি নীতি রোপন করার বিষয়টিও রয়েছে,আত্মার একটি নতুন নিয়ন্ত্রণকারী স্বভাব। সংস্কার পুরো মানুষকে ও তার মনকে প্রভাবিত করে,তার ইচ্ছা এবং তার আবেগকেও প্রভাবিত করে। এটি একটি তাৎক্ষণিক পরিবর্তন, ঠিক যেমন শুদ্ধিকরণের বিপরিতে যা একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়া।

এটি আমাদেরকে পুনর্জীবিত হওয়ার মধ্যে ঈশ্বরের মহিমাকে জোর দেওয়ার জন্য নিয়ে আসে,কারণ ঈশ্বর-পবিত্র আত্মা হলেন মাধ্যম যিনি নির্বাচিতদের পুনর্জীবিত হওয়ার সঙ্গে মুক্তির কাজটি প্রয়োগ করেন। যদিও আত্মা হল ঐশ্বরিক সূচনাকারী এবং পুনঃসৃষ্টিকর্তা, কিন্তু পুনর্জীবিত হওয়ার পদ্ধতিটি রহস্যময়। আর যোহন ৩:৮ এটি প্রকাশ করে। এটি সেই আত্মা যিনি অন্ধদের দৃষ্টি দেন,আধ্যাত্মিকভাবে মৃতদের পুনরুত্থান করেন এবং আধ্যাত্মিকভাবে অজ্ঞদের বুঝতে সাহায্য করেন। ঈশ্বরের মহিমা এই করুণা, অনুগ্রহ এবং প্রেমের মধ্যে প্রদর্শিত হয়। আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত গৌরব,সম্মান এবং প্রশংসা একমাত্র তাঁর কাছেই যায়। আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে পুনর্জীবিত হওয়ার সংস্কারকৃত শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষা দেয় যে এটি অর্থবাদী (monergistic), সমন্বয়বাদী (synergistic) নয়। তাই এটা ঈশ্বর মানুষের উপর কাজ করছেন। স্যনেরজিসটিক এর অর্থ হবে "এক সাথে কাজ করা," আরও স্পষ্টরূপে এর অর্থ হল ঈশ্বর কাজ করছেন এবং মানুষও কাজ করছে। এটি পুনর্জীবিত হওয়ার ক্ষেত্রে সত্য নয়। নির্বাচিতরা নিষ্ক্রিয়, সক্রিয় নয়। তারা যখন নতুন করে জন্ম নিচ্ছেন তখন তারা প্রভুর কাছ থেকে কিছু পাচ্ছেন। সুতরাং মনপরিবর্তনের বিপরীতে, পুনর্জীবিত করার কাজ হয় অবচেতনে,ব্যক্তির চেতনায় নয়। যোহন ৩:৩-৮ পদে, যীশু নিকোদীমকে এই সমস্ত সত্যিগুলি বলেছেন। যীশু নিকোদীমকে বলেছেন যে পুনর্জীবিত বা নতুনজন্ম হল ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের জন্য অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এখনে ৩ পদে শব্দটি পুনরায় "উপর থেকে" অনুবাদ করা যেতে পারে, যা পুনর্জীবিত করার কাজের একান্তিক দিককে তুলে ধরে যা আমরা শাস্ত্রের অন্য স্থানেও পাই। ঈশ্বরের আত্মা হল নতুন জন্মের উৎস, যেমন যীশু বলেছেন, "আত্মা থেকে জন্ম"। আর আপনি এটি শাস্ত্রের অন্য স্থানেও দেখতে পাবেন, ১ যোহন এবং আরও বিভিন্ন জায়গায়। তাই এটি আমাদের শেখায়– এই সবই আমাদেরকে পুনর্জীবিত করার কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে শেখায়, ঈশ্বরের আত্মা মৃতদের জীবিত করে তোলে এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে বসবাস করে।

তৃতীয়ত, আমরা এই শিক্ষাতত্ত্বটি যুক্তিতর্ক দিয়ে বিবেচনা করতে পারি এবং আমরা দুটি বিষয় সংক্ষেপে বিবেচনা করব। প্রথমত, বাপ্তিস্মের পুনর্জীবিতকরণ এর ত্রুটি। এর বিভিন্ন প্রকার আছে যেখানে এই ভ্রান্ত শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করা হয়। রোমান ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করে যে বাপ্তিস্ম মূল পাপকে ধুয়ে দেয়। অ্যাংলিকানদের একটি ভিন্ন রূপ আছে। লুথ্যারানদের এই একই ত্রুটির একটি ভিন্ন রূপ রয়েছে। এটি শেখায় যে পুনর্জীবিত হওয়ার অনুগ্রহ কার্যকরভাবে বাপ্তিস্মের আচার দ্বারা প্রকাশ করা হয়, যাকে বাপ্তিস্মের কারণ হিসাবে দেখা হয়। সংস্কারবাদী ঈশতাত্ত্বিকরা এটিকে প্রত্যাখ্যান করেন। তারা বাপ্তিস্মের দ্বারা অনুগ্রহের অনুপ্রেরণকে প্রত্যাখ্যান করেন, যা বিশ্বাস রুপি উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে আত্মার অপরিহার্য কাজকে বিচ্ছিন্ন করে। একটি সম্পর্কিত এবং আরও সূক্ষ্ম শিক্ষা হল যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে তাদের জন্য– অনুমানিত পুনর্জীবিত হওয়া। তাই কিছু লোক আছে যারা বলবে, "ঠিক আছে,আমরা রোমান ক্যাথলিকদের মতো বাপ্তিস্মের পুনর্জীবিত হওয়াতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু পরিবর্তে,আমরা বাচ্চাদের এবং অন্যদের যারা বাপ্তিস্ম নিয়েছে, আমরা অনুমান করি যে তারা পুনর্জীবিত হয়েছে, সেই আত্মা পুনর্জীবিত হয়েছে।" আর এটি একটি সমস্যা। এটি চুক্তির একটি ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা থেকে আসে। উদাহারন স্বরূপ তারা বিশ্বাস করে যে, একটি শিশু

চুক্তির চিহ্ন এবং সীলমোহর পেয়েছে, তাই, আমাদের তাদের চুক্তির সমস্ত উপাদান এবং বাস্তবতা প্রাপ্ত হিসাবে দেখা উচিত। তাই তারা এরূপ বিষয়গুলি বলবে, "যে, আপনি একজন বাপ্তাইজিত ব্যক্তিকে বলবেন না যে তাদের নতুন জন্ম পাওয়ার দরকার, কারণ আমরা অনুমান করছি যে তারা ইতিমধ্যেই নতুন করে জন্ম নিয়েছে,কারণ তারা বাপ্তিস্ম নিয়েছে। আচ্ছা এই পুরো ধারণাটি বাইবেলে প্রকাশিত করা হয়েছে; এটা একেবারেই ভুল এবং তা যোহন ৩ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছে। কারণ এখানে আমাদের কাছে সেই ঘটনা রয়েছে যেখানে নিকোদিম যীশুর কাছে আসছেন। নিকোদিম হলেন একজন চুক্তির সন্তান,যদি সত্যিই কখনও কেউ এমন থেকে থাকে; অষ্টম দিনে ত্বকচ্ছেদ করতে হবে যেমন পুরতন নিয়মের ইহুদিদের ধর্মে উত্থাপিত করা হয়েছে; তিনি নিজে একজন শিক্ষক হয়েছিলেন, সেই ধর্মের মধ্যে একজন সেবক হয়েছিলেন। যীশু তার কাছে আসেন,মোটেও অনুমান করেননি যে তিনি পুনর্জীবিত হয়েছেন। যীশু চুক্তির সন্তানের কাছে আসেন এবং বলেন, "তোমাকে নতুন করে জন্ম নিতে হবে।" তিনি তাকে বলেন যে তাকে উপরে থেকে জন্ম নিতে হবে - আত্মার জন্ম। তাই আমরা যারা বাপ্তিস্ম নিয়েছি তাদের জন্য অনুমিত পুনর্জীবিত হওয়ার শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এটি হল বাপ্তিস্মের পুনর্জীবিতকরণের এবং এর কিছু রূপ নিয়ে আলোচনা।

দ্বিতীয়ত, প্রশ্ন আসে মনোনীত শিশুদের। তাই ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ১০ অনুচ্ছেদ ৩ বলে, "মনোনীত শিশু, শৈশবে মারা যায়, আত্মার মাধ্যমে খ্রীষ্টের দ্বারা পুনর্জীবিত ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, যিনি তিনি খুশি মত যখন, যেখানে এবং যেভাবে ইচ্ছা কাজ করেন। অন্য সকল মনোনীত ব্যক্তিরাও সেইরূপই, যারা বাহ্যিকভাবে বাক্যের আহ্বান দ্বারা সাড়া পেতে অক্ষম।" তাই এই ধারাটি শিশু এবং যারা শারীরিকভাবে অক্ষম বাহ্যিকভাবে সাড়া দিতে। যারা মানসিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি। অন্য কথায়, সারা বিশ্বে অসুসমাচার প্রাপ্তদের জন্য কোন রেফারেন্স নয়। লক্ষ্য করুন যে স্বীকারোক্তিতে বলা নেই যে সকল শিশু যারা শৈশবে মারা যায় তারা মনোনীত। কিন্তু এটা বলে যে পুনর্জীবিত হওয়া হল ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পূর্বশর্ত। শিশুরা, অবশ্যই, বিশ্বাস এবং অনুতাপের ফল প্রকাশ করতে অক্ষম,যাদের জন্য সচেতন উপলব্ধি, বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা ইত্যাদি প্রয়োজন। কিন্তু প্রভু আসতে পারেন এবং আত্মার দ্বারা, এমনকি একটি শিশুর আত্মাকে অপ্রতিরোধ্যভাবে পুনর্জীবিত করতে এবং তাদের নতুন জীবনে আনতে সক্ষম। কিছু প্রাচীন সংস্কারধর্মী ঈশতাত্ত্বিকরা "বিশ্বাসের বীজ" কে উল্লেখ করেন যা আত্মার দ্বারা মনোনীত ব্যাক্তি, মনোনীত শিশুদের মধ্যে রোপিত হয়,যার দ্বারা তারা ধার্মিক গণিত হয়, যা মানুষ ব্যাতিরেকে স্বাধীনরূপে ঈশ্বরের একটি কাজ। সেই বিশ্বাসটি এমন একটি শিশুর মধ্যে প্রকাশ করা হবে না যার ক্ষমতা নেই। মোদ্দা কথা হল, ঈশ্বর তাদের মধ্যে পরিত্রাণের জন্য কাজ করছেন।

আমরা একটু দ্রুত যাবো। চতুর্থত, এই মতবাদটিকে ব্যবহারিকভাবে বিবেচনা করলে, আমরা নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরতে পারি। কয়েকটি বিষয়– প্রথমত, আমাদের আত্মাকে সুসমাচার প্রচারের আওতায় আনার গুরুত্ব দেখতে হবে। এর আগে লেকচারে আমরা বাহ্যিক আহ্বানের কথা বলেছিলাম। এটি ঈশ্বরের দেওয়া এবং ব্যবহার করা নির্ধারিত উপায়। রোমীয় ১০ অধ্যায়ে পৌল সেই সিরিজের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেছেন, যেখানে তিনি এই বলে শেষ করেছেন, প্রচারক ছাড়া তারা কীভাবে শুনবে এবং একজনকে পাঠানো না হলে তাদের কাছে প্রচারক কীভাবে থাকবে, ইত্যাদি। তিনি আরও বলেন যে বিশ্বাস শ্রবণ দ্বারা আসে এবং শ্রবণ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা। সুসমাচারের প্রচার– এইটি হল সেই মাধ্যম যার দ্বারা পবিত্র আত্মা– মনোনীতদের নিজের কাছে আহ্বান করেন। আর তাই এটি আমাদের জন্য সুসমাচার প্রচারের অগ্রাধিকারকে শক্তিশালী করে, উভয়– আমাদের নিজস্ব এলাকাতে কিন্তু বিদেশী মিশনের অগ্রাধিকারকে। খ্রীষ্টের মহান দায়িত্ব ছিল যাওয়া এবং সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করা, জাতিকে শিষ্য করা। আর তাই এটি আমাদের জন্য একটি অগ্রাধিকার।

দ্বিতীয়ত, আমরা সেই প্রচারকে শক্তিশালী বা কার্যকর করার জন্য পবিত্র আত্মার অপরিহার্য কাজ দেখতে পাই। তাই আত্মা ছাড়া, এটা সম্পূর্ণই বৃথা হবে। অতএব, আমাদের আত্মার পরিচর্যার জন্য প্রার্থনা করতে হবে। আমাদের প্রার্থনা করা দরকার যে আত্মা প্রচারিত বাক্যের সহবর্তি হবে,যারা এটি শোনে তাদের আত্মায় পৌঁছানোর জন্য। কারণ, সর্বোপরি, আমরা অনেক কিছু করতে পারি– সেবকেরা, খ্রিষ্টানরা এমনকি

ধার্মিক পিতামাতারা– আপনি অনেক কিছু করতে পারেন, আপনি নিজের সন্তানদের এবং অন্য লোকদের জানেন। আপনি জানেন,বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আপনি তাদের শাসন করতে পারেন, আপনি তাদের প্রশ্ন-উত্তর করে শিক্ষা দিতে পারেন, আপনি পারিবারিক উপাসনা করতে পারেন,আপনি তাদের খ্রিষ্টীয় শিক্ষা দিতে পারেন, আপনি তাদের প্রভুর বিষয়গুলি শেখাতে পারেন, ইত্যাদি; কিন্তু আমরা একটি আত্মার যা প্রয়োজন– একটি নতুন হৃদয় এবং পবিত্র আত্মা, তা দিতে পারি না। শুধুমাত্র পবিত্র আত্মা এটি করতে পারেন। তাই আপনি আত্মার অপরিহার্য কাজ এবং তাদের জন্য আমাদের প্রার্থনা করার প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাচ্ছেন।

তৃতীয়ত, মণ্ডলী কখনই সকলের কাছে সাহসের সাথে ঘোষণা করা বন্ধ করবে না, "তোমাদের অবশ্যই নতুন করে জন্ম নিতে হবে।" এটি অবশ্যই একটি সিংহ নাদ বিস্ফোরণ হতে হবে যা সারা বিশ্ব জুড়ে সমস্ত পাপীদের কাছে বলবে, "তোমাদের আবার নতুন জন্ম নিতে হবে।" আপনার একটি নতুন হৃদয় প্রয়োজন। আপনাকে পাপের মন্দতা থেকে শুদ্ধ করার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন। আপনার মধ্যে বসবাস করার জন্য পবিত্র আত্মার প্রয়োজন। আপনার আত্মায় অনুগ্রহের নীতির স্থাপনার প্রয়োজন। "আপনাকে অবশ্যই নতুন করে জন্ম নিতে হবে।" আসুন আমরা কখনই সেই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি ঘোষণা করা থেকে বিরত না হই।

চতুর্থত এবং সবশেষে, আমরা ঈশ্বরের সার্বভৌম অনুগ্রহের বিস্ময় দেখতে পাই, যা আমাদের উপাসনার দিকে নিয়ে যায়। আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত গৌরব, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, একমাত্র প্রভুর কাছে যায়, একটি পাপী আত্মাকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর পরিত্রাণকারী অনুগ্রহের প্রয়োজন। আর এটি আমাদের ঈশ্বরের সার্বভৌম অনুগ্রহের বিস্ময়ের একটি শ্বাসরুদ্ধকর অনুভূতি দিয়ে ছেড়ে যেতে হবে। এটি নতুনজন্ম প্রাপ্ত এবং পুনর্জীবিত বিশ্বাসীর হৃদয়ে জ্বালানি হওয়া উচিত। এটা তাদের প্রভুর ধন ও অনুগ্রহের জন্য প্রশংসা এবং আরাধনা দিয়ে উজ্জীবিত করা উচিত। প্রভু সেই ভাবে আমাদের উপাসনাকে আরও গভীর করুন।

এই বক্তৃতায়, আমরা কার্যকর আহ্বান এবং পুনর্জীবিত হওয়া সম্পর্কে বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তার একটি ভূমিকা বিবেচনা করেছি। আমরা আত্মার কাছে পরিত্রাণের প্রয়োগের কাজ শুরু করার মধ্যে ঈশ্বরের সার্বভৌম কাজ দেখেছি। এটি মুক্তার একটি সুত্রের শুরু, যা আমরা এই মডিউলটিতে অন্বেষণ করব। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা প্রভুর সাহায্যে, পরিত্রাণের বিশ্বাস সংক্রান্ত শিক্ষা বিবেচনা করব।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৫– লেকচার ৪

পরিত্রাণের বিশ্বাস সংক্রান্ত শিক্ষা

অনেক দিনের পরিশ্রমের পর একটি ফাঁকা ঘরে আসার বিষয়ে কল্পনা করুন। আপনি ক্লান্ত, আপনার পা-হাতে এবং পিঠে ব্যথা; আপনি ক্লান্ত হয়ে গেছেন। আপনি বসতে এবং বিশ্রাম করতে আগ্রহী। সেই ঘরে আপনি একটি চেয়ার দেখেন। আপনি এটির কাছে যান, এটির চারপাশে দেখেন এবং এর গঠন এবং বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করেন। কেউ ঘরে আসে এবং আপনাকে বলে যে এটি খুব মজবুত– একটি সেরা, একটি শীর্ষ নির্মাতার তৈরি। আপনি এটি আরও ভালোভাবে দেখেন এবং আপনি বুঝতে পারেন যে এটি বেশ শক্ত পক্ত।আপনার এখন একটি ধারণা হয়েছে যে চেয়ারটি আপনার ওজন ধরে রাখতে পারে, প্রকৃতপক্ষে, আপনি এর গুণাবলী সম্পর্কে সাক্ষ্য পেয়েছেন এবং আপনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হতে পারেন যে চেয়ারটি আপনার শরীরকে বসতে এবং বিশ্রামের জন্য একটি নিরাপদ এবং আরামদায়ক জায়গা প্রদান করতে পারে। অবশেষে, আপনি চেয়ারে বসেন।

এটি পরিত্রানের বিশ্বাসের প্রকৃতির একটি সহজ দৃষ্টান্ত প্রদান করে। বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে সুসমাচারের জ্ঞান– আপনি এমন কিছুতে বিশ্বাস করতে পারবেন না যার সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না। ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের সত্য শাস্ত্রের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসে। কিন্তু বিশ্বাস নিছক জ্ঞানের চেয়ে বেশি। আমাদের নিজেদের মতো পাপীদের রক্ষা করার জন্য খ্রীষ্টের ক্ষমতার সত্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্যও আমাদের পরিচালিত হতে হবে। কিন্তু বিশ্বাস এর চেয়েও বেশি। সত্যিকারের পরিত্রাণ মূলক বিশ্বাস পাপীকে তাদের আত্মার পূর্ণ ভার খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব ও কাজের উপর চাপিয়ে দেয়। তাদের অবশ্যই নিজ আত্মাকে রক্ষা করার জন্য খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে এবং তাঁতে নির্ভর করতে হবে। তাদের অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে সুসমাচার নিজেদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের সম্পূর্ণ ভরসা মুক্তিদাতার উপর রাখতে হবে।

এই পঞ্চম মডিউলে, বা কোর্সে, শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের উপর বক্তৃতাগুলির এই সিরিজটি পরিত্রাণ সংক্রান্ত শিক্ষার প্রতি নিবেদিত। উদ্দেশ্য হল বাইবেল কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা যে আত্মা কীভাবে খ্রীষ্টের মুক্তিকে বিশ্বাসীর ব্যক্তিগত আত্মার জন্য প্রয়োগ করে। আগের বক্তৃতায়, আমরা কার্যকর আহ্বান এবং পুনর্জীবিতকরণের শিক্ষাতত্ত্বগুলি বিবেচনা করেছি, যা মনোনীতদের কাছে পরিত্রাণের প্রয়োগের সূচনা করে। এই মডিউলের বাকি অংশে, আমরা পরিত্রাণের প্রয়োগের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পৃথক উপাদানগুলি আলোচনা করব। তাই এই বর্তমান লেকচারে আমরা পরিত্রাণমূলক বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা করব। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য সত্য যেভাবে একজন বিশ্বাসী বিনামূল্যে অনুগ্রহের পূর্ণ কক্ষপথে আসে এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণমূলক বিশ্বাসের মধ্যে আসে। কার্যকর আহ্বান এবং পুনর্জীবিত হওয়া আসে প্রথমে, তারপরে আসে পরিত্রাণ মূলক বিশ্বাস। আর তাই আমরা আমাদের বক্তৃতাগুলির সিরিজে স্বাভাবিকের মতো, শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ থেকে এই শিক্ষাটি বিবেচনা করে,পরিত্রাণ মূলক বিশ্বাসের শিক্ষাটি সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাকে শুরু করব।

আমরা পড়ি, ইফিষীয় ২:৮-১০ যে “কেননা অনুগ্রহে বিশ্বাস দ্বারাই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ, আর ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান; তাহা কর্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে। কারণ আমরা তাঁহারই রচয়ান, খ্রীষ্ট যীশুতে বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট; সেগুলি ঈশ্বর পূর্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।” এখানে পৌল বর্ণনা করছেন কিভাবে ইফিষীয় বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টে পরিত্রাণের জন্য এসেছিল। তিনি শুরু করেন, পদ ১-এ, পুনর্জীবিত হওয়ার কাজ দিয়ে,যা আমরা আগের বক্তৃতায় বিবেচনা করেছি। তিনি বলেন, “এবং তিনি তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, যারা অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে।” ঈশ্বর মৃতদের জীবিত করেছেন। পদ ১, ২ এবং ৩ বলে, তিনি তাদের পূর্বের জীবন বর্ণনা করেছেন যা মৃততা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল (যেমন আপনি পদ ১ এ দেখেছেন), অবাধ্যতা দ্বারা (পদ ২) এবং এই সত্য যে তারা শাস্তির অধীনে ছিল– তারা ছিল ক্রোধের সন্তান (যেমন আপনি পদ ৩ এ পড়েছেন)। কিন্তু তারপরে আপনি দেখেন– সেই সমস্ত ভারী, অন্ধকার এবং খারাপ খবরের

পরে– আপনি ৪ পদে এই শব্দে আসুন যেখানে বলা হয়েছে, “কিন্তু ঈশ্বর।” “কিন্তু ঈশ্বর, যিনি দয়াধনে ধনবান্ বল্যা, আপনার যে মহাপ্রেমে আমাদিগকে প্রেম করিলেন।” আর তারপরে পৌল পরিত্রাণে ঈশ্বরের অনুগ্রহের ধন বর্ণনা করতে শুরু করেন। তিনি সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য দেখান সেই অনুচ্ছেদের শব্দে যা আমরা বিবেচনা করছি,এই বলে যে, “কারণ অনুগ্রহে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা রক্ষা পেয়েছ।” তাই অনুগ্রহ হল ঈশ্বর একজন পাপীকে অকুণ্ঠ অনুগ্রহ দিচ্ছেন৷ এটা নয় যে আমরা ঈশ্বরের কাছে বিষয়গুলি নিয়ে আসি, বরং, সুসমাচারে, ঈশ্বর আমাদের কাছে তা নিয়ে আসেন। আর এটি আমাদের দ্বারা গৃহীত হয়, যেমন অনুচ্ছেদ বলে, “বিশ্বাসের মাধ্যমে।” তাই বিশ্বাস হল সেই যন্ত্র যার দ্বারা পাপীরা খ্রীষ্টকে ধরে রাখে এবং তাঁর পরিত্রাণমূলক কাজের সুবিধাগুলি পায়। এই বিশ্বাস পরিত্রাণের জন্য অপরিহার্য। আপনি ইব্রীয় ১১:৬ পদে এই কথাগুলি স্মরণ রাখতে পারেন: “কিন্তু বিশ্বাস ব্যতীত তাঁকে খুশি করা অসম্ভব; কারণ যে ঈশ্বরের কাছে আসে তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তিনিই এবং তিনি তাদের পুরষ্কারদাতা যারা অধ্যবসায়ের সাথে তাঁকে অন্বেষণ করে।” আপনি আরও লক্ষ্য করবেন যে বিশ্বাস “নিজের নয়,” তিনি বলেছেন, “এটি ঈশ্বরের উপহার।” কেন এমন হল? কারণ মৃত মানুষ দেখতে, শুনতে বা সাড়া দিতে পারে না। স্বাভাবিক মানুষ নিজেই বিশ্বাস করতে পারে না বা বিশ্বাস ব্যবহার করতে পারে না। তাই ঈশ্বর যেমন পুনর্জীবিত করেন, তেমনি তিনি বিশ্বাসও সরবরাহ করেন– এটি একটি উপহার। অতএব, বিশ্বাসও হল ঈশ্বরের অনুগ্রহ। আপনি আরও লক্ষ্য করবেন যে বিশ্বাস মানুষের কাজ, যোগ্যতা, বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে। এই দুটি জিনিস একে অপরের বিপরীতে স্থাপিত করা আছে। কেন? কারণ বিশ্বাস সেই কাজ করছে যা আমরা আগে বর্ণনা করেছি। বিশ্বাস হল প্রভু যীশু খ্রীষ্টে যা প্রদান করা হয়েছে তা গ্রহণ করা এবং এটি অন্য কিছু সামিল করে না– এটি হল প্রভু যা দেন তা গ্রহণ করা। সেইখানেই কাজ হল এক বিপরীত দিকে পরিচালিত বিষয়। কাজগুলি হল সেই উপায় যেখানে একজন ব্যক্তি প্রভুর অনুগ্রহ অর্জনের চেষ্টা করেন– ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার জন্য কিছু অবদান রাখেন।

যেহেতু বিশ্বাস কেবল গ্রহণ করে এবং অবদান রাখে না, মানুষের কাছ থেকে কোনও কৃতিত্ব বা গর্ব করার কোনও অবকাশ নেই। সমস্ত গৌরব ঈশ্বরের কাছে যায়। আপনি আরও দেখুন যে, যদিও বিশ্বাস পাপীকে খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত করে, এইভাবে তাঁর মধ্যে এবং তাঁর মাধ্যমে আমাদের কাজ ব্যাতিরেকেই সমস্ত কিছু আমরা গ্রহণ করি, তবুও পরিত্রাণ মূলক বিশ্বাস নিষ্ফল নয়। ঈশ্বর বিশ্বাসীকে পুনরায় সৃষ্টি করেন, যাতে ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিশ্বাস থেকে ভাল কাজগুলি প্রবাহিত হয়। আবার, ঈশ্বরই এই ফলপ্রসূতার উৎস। বিশ্বাসী হল ঈশ্বরের কারিগর। তাই যখন আমরা শুধুমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক হয়ে উঠি, এটা কখনোই একক বিশ্বাস নয়– এটি ফল দেয়, এটি হয় ঈশ্বরের মহিমার জন্য। এটি আমাদের পরিত্রাণমূলক বিশ্বাসের শিক্ষাতত্ত্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই বক্তৃতার বাকি অংশে, আমরা পরিত্রাণের শিক্ষার মধ্যে বিশ্বাসের স্থান সম্পর্কে শাস্ত্র আমাদের কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করব।

দ্বিতীয়ত, আমরা বিশ্বাস সংরক্ষণের একটি শিক্ষা বিবেচনা করব। আমরা এই বক্তৃতার বিভিন্ন পয়েন্টে ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথের কথা উল্লেখ করব, তবে আমরা বিশ্বাসের প্রকৃতির সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করি। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ১১ অনুচ্ছেদ ১-এ, এটি বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের উপর “গ্রহণ ও বিশ্রাম” এবং বিশ্বাসের দ্বারা তার ধার্মিকতার কথা বলে, যে বিশ্বাস তাদের নিজেদের মধ্যে নেই; এটা ঈশ্বরের উপহার।” তারপর, অধ্যায় ১৪ অনুচ্ছেদ ২, এটি বলে, “কিন্তু বিশ্বাস রক্ষা করার প্রধান কাজগুলি অনুগ্রহের চুক্তির গুণে ন্যায্যতা, পবিত্রতা এবং অনন্ত জীবনের জন্য শুধুমাত্র খ্রীষ্টকে গ্রহণ করা এবং বিশ্রাম দেওয়া।”

আচ্ছা, তবে বৃহত্তর শিক্ষাতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে বিশ্বাস কোথায় প্রসঙ্গবদ্ধ হয়? প্রথমে, আমাদের এটিকে পরিত্রাণের ক্রম অনুসারে স্থাপন করতে হবে। আমরা গত বক্তৃতায় দেখেছি, বিশ্বাস পুনর্জীবিত হওয়ার পরে আসে। এটি আর্মিনিয়ানবাদের ত্রুটি এবং ক্যালভিনিজমের বাইবেলের শিক্ষার মধ্যে প্রাথমিক পার্থক্য। অপরিবর্তিত মানুষ মৃত, অন্ধ, অজ্ঞ এবং ঈশ্বরের খোঁজে অক্ষম, বা কোন ভাল কাজ করতে অক্ষম, যেমন রোমীয় ৩:১০ এবং পরের পদগুলিতে আমরা দেখতে পাই। এর মধ্যে রয়েছে পরিত্রাণ মূলক বিশ্বাস অনুশীলন করার অক্ষমতা। ঈশ্বর প্রথমে আমাদের একটি নতুন হৃদয় দেবেন এবং আমাদের বিশ্বাস করতে সক্ষম করেন এবং তারপর তিনি আমাদের বিশ্বাসের উপহার দেন।

আমরা আরও দেখি যে বিশ্বাসধার্মিক গণিত হওয়ার আগে আসে। আমরা পরবর্তী বক্তৃতায় এটি বিবেচনা করব। কিন্তু বিশ্বাস হল সেই যন্ত্র, বা মাধ্যম, যার দ্বারা বিশ্বাসী ধার্মিক গণিত হয়। পৌল তাঁর পত্রগুলিতে এটির উপর জোর দিয়েছেন, জোর দিয়ে বলেছেন যে বিশ্বাসী কেবল বিশ্বাসের দ্বারাই ধার্মিক গণিত হয়। শুদ্ধিকরণে বিশ্বাস

আত্মার কাজের মধ্যে প্রথমে আসে এবং অনবরত থাকে। তারপর অবশেষে, স্বর্গে, অবশ্যই, বিশ্বাস দৃষ্টিশক্তি দেয়। এখন, বিশ্বাসী বিশ্বাস দ্বারা দেখে। "আমরা বিশ্বাস দিয়ে চলি, দৃষ্টি দিয়ে নয়।" কিন্তু মহিমার অবস্থায়, পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবেন, পুনরুত্থিত চোখ দিয়ে, আর বিশ্বাসের দ্বারা নয়, অন্ধকারে গ্লাসের মতো, যেমন ১ করিন্থীয় ১৩ আমাদের বলে।

তবে অনুতাপের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাসকে আরও বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত। আমরা পরবর্তী লেকচারে অনুতাপের কথা বিবেচনা করব। কিন্তু এই দুটিকে একসাথে রাখতে হবে– বিশ্বাস এবং অনুতাপ। তারা একত্রে গঠিত, যাকে আমরা মনপরিবর্তন বলি। মনপরিবর্তন হল বিশ্বাসীর জীবনের মধ্যে একটি রূপান্তর। এটা হল, নেতিবাচকভাবে, পাপ থেকে সরে আসা এবং আমাদের পুরানো পাপপূর্ণ আত্মাকে ত্যাগ করা; আর ইতিবাচকভাবে, এটি হল প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে এবং নতুন জীবনকে আলিঙ্গন করার জন্য ফেরা। কিন্তু কিভাবে বিশ্বাস এবং অনুতাপ একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত? এক অর্থে, তারা এক মুদ্রার দুটি দিক। তারা অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। আমরা অনুতপ্তভাবে বিশ্বাস করি এবং আমরা বিশ্বাসের সাথে অনুতপ্ত হই। কিন্তু তাদেরও আলাদা করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, বিশ্বাসী শুধুমাত্র বিশ্বাসের দ্বারাই ধার্মিক গণিত হয়– অনুতাপের দ্বারা নয়। যদিও আমাদের অভিজ্ঞতায় তারা একসঙ্গে উপস্থিত থাকে, কিন্তু তারা ভিন্ন ধারণা। আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে ঈশ্বর একজন প্রেমময় পিতা, ক্ষমাশীল স্বভাব সহ এবং আমাদের গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত, আগে আমরা পাপ থেকে তাঁর দিকে ফিরে যাব। তাঁর প্রেম এবং ভালবাসা দেখে আমাদের তাঁকে আকর্ষণীয় এবং আমাদের পাপকে ঘৃণ্য অনুভব করতে পরিচালিত করে। পুনর্জীবিত হওয়া, রূপান্তরণ, বা বিশ্বাস এবং অনুতাপের বিপরীতে, তা মানুষের চেতনায় সঞ্চালিত হয়। তিনি নিষ্ক্রিয় হওয়ার পরিবর্তে সক্রিয় এবং সচেতন। বাইবেল বিভিন্ন মানুষের মধ্যে মনপরিবর্তনের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে। এটি একজন ব্যক্তির জীবনে একটি নাটকীয় বিষয় হতে পারে, যেমন প্রেরিত পৌল। এটি একটি শান্ত কার্যকলাপও হতে পারে যা একটি সুনির্দিষ্ট সময় চিহ্নিত করা আরও কঠিন হতে পারে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই উভয়ের মধ্যেই ফল প্রকট হবে।

ঈশতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করার পরে, আমরা আরও বিশেষভাবে বিশ্বাস সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করতে পারি। ওয়েস্টমিনস্টার শর্টার ক্যাটিসিজম, প্রশ্ন ৮৬, আমাদের একটি সংজ্ঞা সরবরাহ করে। এটি বলে, "যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস হল একটি পরিত্রাণকারী অনুগ্রহ,যার মাধ্যমে আমরা পরিত্রাণের জন্য একমাত্র তাঁর উপরই বিশ্রাম নিই, যেমন তাঁকে সুসমাচারে আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে।" আমরা দেখতে পাই যে পরিত্রাণ মূলক বিশ্বাসের ভিত্তি হল যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব এবং কাজ। আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে পরিত্রাণ মূলক বিশ্বাসের ছাড়পত্র হল সুসমাচারের অক্ষয় প্রতিশ্রুতির সর্বজনীন আমন্ত্রণ। আমাদের কাছে আসা প্রতিশ্রুতির কারণে আমরা খ্রীষ্টকে ধরে রাখার ছাড়পত্র পেয়েছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিশ্বাস রক্ষার উৎস হল ঈশ্বর। এটি মানুষের মধ্যে বা তার স্থানীয় ক্ষমতার মধ্যে উদ্ভূত নয়, যেমনটি আমরা ইফিষীয় ২:৮ পদের দেখি; "কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই; ইহা ঈশ্বরের দান।" তাই বিশ্বাস হল ঈশ্বরের অনুগ্রহের একটি উপহার, যা খ্রীষ্টের দ্বারা নির্বাচিতদের জন্য কেনা হয়েছে। খ্রীষ্ট বিশ্বাস সহ আমাদের সমস্ত পরিত্রাণ সুরক্ষিত করেন। তাই আমাদের অবশ্যই হতে হবে,ইব্রিয় ১২:২ পদের মত; "বিশ্বাসের আদিকর্ত্তা ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশুর উপর দৃষ্টি রাখি।"

বিশ্বাস, মানুষের একটি কাজরূপে থেকে যায়। ঈশ্বর আমাদের একটি উপহার হিসাবে বিশ্বাস দেন এবং তবুও আমরা বিশ্বাস করি। ঈশ্বর আমাদের জন্য বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাসের অনুশীলন হল আমাদের আধ্যাত্মিক দেউলিয়াত্ব দেখানো এবং আমাদের উদ্ধারের জন্য শুধুমাত্র খ্রীষ্টের উপর নির্ভর করা। বাইবেল এটিকে দেখা হিসাবে, স্বাদ হিসাবে, শ্রবণ হিসাবে, খ্রীষ্টকে আঁকড়ে ধরা হিসাবে এবং আরও অনেক অনুরূপ ছবি হিসাবে বর্ণনা করে। পরিত্রাণকারী বিশ্বাসের প্রভাবগুলি হল ধার্মিক গণিত হওয়া, ঈশ্বরের সাথে শান্তি, প্রেম, ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ,খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়া ইত্যাদি।

পরিধিকে আরও সংকুচিত করার জন্য,সংস্কারকৃত ঈশতত্ত্ববিদরা পরিত্রাণ মূলক বিশ্বাসের ত্রিস্তরীয় দিকের কথা বলেন– এটি তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত। প্রথমটি হল জ্ঞান। প্রথমে সুসমাচারের প্রকৃত বিষয়বস্তু এবং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলির বোধগম্যতা থাকতে হবে। বিশ্বাস করার জন্য আপনাকে কিছু জানতে হবে। দ্বিতীয়টি হল সম্মতি। তাই একজনকে অবশ্যই সুসমাচারের সত্যতা, বৈধতা এবং প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করতে হবে, বুঝতে হবে এবং অনুমোদন করতে হবে। আর তারপর তৃতীয়ত, আসে বিশ্বাস। পরিত্রাণ মূলক বিশ্বাস জ্ঞান এবং সম্মতির

বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের বাইরের বিষয়,সুসমাচারে খ্রীষ্টকে যথোপযুক্ত করার জন্য। এটি হল স্বেচ্ছায়– আমাদের ইচ্ছাকে নিযুক্ত করা– খ্রীষ্টের ব্যক্তির আশঙ্কা বাঁচানোর স্বেচ্ছামূলক নিযুক্তি। কারণ, সর্বোপরি, এমনকি ভূতদেরও একটি বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান রয়েছে, বিশ্বাস ছাড়াই,যেমনটি আমরা যাকোব ২:১৯ পদে দেখতে পাই। একজন পাপীকে নিজ সর্বেসর্বা রূপে অবশ্যই খ্রীষ্টকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে। ওয়েস্টমিনস্টার বৃহত্তর ক্যাটিসিজম, প্রশ্ন ৭২ এটিকে বের করে এনেছে, যখন এটি বলে, "ধার্মিকগণিত হওয়ার বিশ্বাস হল একটি পরিত্রাণ মূলক বিশ্বাস..." -এবং এটি আরও বলে–"যার দ্বারা তিনি...শুধুমাত্র সুসমাচারের প্রতিশ্রুতির সত্যের প্রতি সম্মতি দেন না, কিন্তু খ্রীষ্ট এবং তাঁর ধার্মিকতা গ্রহণ করে এবং তার উপর আশ্রিত হন।" তাই শুধু জ্ঞান ও সম্মতি নয়। এর মধ্যে নির্ভরতাও রয়েছে। আপনি এই জিনিসগুলিকে একত্রিত করেন এবং আপনি চেয়ারের বিষয়ে দেওয়া শুরুর ভূমিকাটি মনে করতে পারেন –কিছু জানা, এটি নিশ্চিত করা, আর অবশেষে আপনার শরীরের ওজন চেয়ারের উপর রাখা। তাই জ্ঞানের বিষয়ে, আমরা শিখি যে খ্রীষ্ট পাপীদের জন্য মারা গেছেন। আর তারপরে সম্মতি আছে– আমরা বলতে সক্ষম হয়েছি এটা সত্য যে খ্রীষ্ট আমার মতো পাপীদের জন্য মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর বিশ্বাস বলছে, "আমি একজন পাপী যে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করছি এবং সম্পূর্ণরূপে আমার পরিত্রাণের জন্য তাঁর পরিত্রাণ মূলক প্রায়শ্চিত্তের উপর নির্ভর করছি। তিনটিই– জ্ঞান, সম্মতি এবং বিশ্বাস– নিয়েই বিশ্বাস গঠিত।"

এর পরে, আমরা অনুগ্রহের উপায় এবং বিশ্বাসের সাথে তাদের সংযোগ সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি। তাই ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ১, এটি বলে, "অনুগ্রহের বিশ্বাস, যার মাধ্যমে মনোনীতরা তাদের আত্মার উদ্ধারের বিশ্বাস করতে সক্ষম হয়, এটি তাদের হৃদয়ে খ্রীষ্টের আত্মার কাজ"– শুনুন– "এবং সাধারণত বাক্যের পরিচর্যার দ্বারা তৈরি করা হয়; যার দ্বারাও এবং ধর্মানুষ্ঠান, প্রার্থনার অভ্যাসের দ্বারা, এটি বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী হয়।" তাই প্রভু উপায়-পথ দেন যার মাধ্যমে তিনি আমাদের প্রতি বিশ্বাসকে কার্যকারী করেন। আর তা হল, প্রথম এবং সর্বাগ্রে, ঈশ্বরের বাণী। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের কাছে আসে। আর তাই, রোমীয় ১০:১৭ পদে বলা হয়েছে, "তাই বিশ্বাস-শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ ঈশ্বরের বাক্য হইতে।" বাক্যের পরিচর্যার মাধ্যমে লোকেদের পরিত্রাণ মূলক বিশ্বাসের আনিত হয়। পৌল তিমথির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, ২ তিমথি ৩:১৫ পদে; তিনি বলেছেন, "আরও যান, তুমি শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্রকলাপ জ্ঞাত আছ, সে সকল খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান্ করিতে পারে।" তার ঠাকুমা এবং তার মা তাকে তার শৈশবকাল থেকেই শাস্ত্র শিখিয়েছিলেন এবং এটিই ছিল সেই উপায় যার মাধ্যমে প্রভু তাকে বিশ্বাসে নিয়ে আসেন। এটা তাদের মনপরিবর্তিত হওয়ার পর বিশ্বাসীদের জন্যও সত্য। আমরা বাক্যের পরিচর্যার মাধ্যমে বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে থাকি। যীশুকে স্মরণ করুন, তাঁর প্রার্থনায়, যোহন ১৭:১৭ পদে তিনি প্রার্থনা করেছেন, "তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ।" তাই খ্রীষ্টীয় পরিপক্কতার বৃদ্ধি, যার মধ্যে বিশ্বাসের বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত, ঈশ্বরের বাক্যের সত্যের মাধ্যমে আসে।

এখন ঈশ্বরের বাণী ছাড়াও, ধর্মানুষ্ঠানগুলিও (মাঙ্গলীক কার্যকলাপ) বিশ্বাসীকে বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে সক্ষম করার একটি মাধ্যম। উদাহরণস্বরূপ, প্রভুর নৈশভোজের কথা চিন্তা করুন। আমাদের সেখানে বলা হয়েছে যে আমরা প্রভুর ভোজে খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কিত হচ্ছি এবং আমরা খ্রীষ্ট ভক্ষিত হচ্ছি। কিভাবে? আমরা কিভাবে খ্রীষ্ট ভক্ষিত হব? সেই আধ্যাত্মিক খাওয়া কি? এটা বিশ্বাস– আমরা বিশ্বাসের দ্বারা তাঁকে ভক্ষন করি। এটি আত্মার বিশ্বাসের অনুশীলন যা যোগাযোগ গ্রহণ করছে এবং নৈশভোজে খ্রীষ্টের উপস্থিতি থেকে উপকৃত হচ্ছে। আসন্ন মডিউলে আরো বিস্তারিতভাবে স্যাক্রামেন্টগুলি আলোচনা করা হবে।

এর পরে, আমাদের বিশ্বাসের মাত্রা সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তিতে অধ্যায় ১৪,অনুচ্ছেদ ৩, এটি বলে, "এই বিশ্বাসের মাত্রা ভিন্ন, দুর্বল বা শক্তিশালী; প্রায়ই এবং অনেক উপায়ে আক্রমণ এবং দুর্বল হতে পারে, কিন্তু বিজয় পায়; খ্রীষ্টের মাধ্যমে পূর্ণ নিশ্চয়তা অর্জনের জন্য অনেকের মধ্যে বেড়ে উঠছি, যিনি আমাদের বিশ্বাসের আদিকর্ত্তা এবং সিদ্ধিকর্ত্তা উভয়ই।" আর এটি আমরা বাইবেলে যা পাই তার সঙ্গে মিলে যায়। বাইবেল দুর্বল বিশ্বাস, স্বল্প বিশ্বাস, একটু বিশ্বাস সম্পর্কে কথা বলে। এটি শক্তিশালী বিশ্বাস এবং মহান বিশ্বাস সম্পর্কেও কথা বলে। বিশ্বাসের বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে, যাতে এমনকি ঈশ্বরের মানুষ,সত্য মনপরিবর্তনকারী পাপীকেও আমরা সুসমাচারে যা পড়ি তার শব্দে প্রার্থনা করতে হয়, "আমি বিশ্বাস করি; তুমি আমার অবিশ্বাসকে সাহায্য কর।" অথবা আপনি মনে করেন শিষ্যরা প্রভুর দিকে ফিরেছে এবং বলছে,প্রভু, "আমাদের বিশ্বাসকে বৃদ্ধি কর।" তাই বিভিন্ন মাত্রা আছে এবং বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, এটি পরিপক্কতায় বৃদ্ধি পায়। এটি প্রাসঙ্গিক হবে যখন আমরা

এই বক্তৃতার ব্যবহারিক বিভাগে প্রবেশ করব।

এরপরে, জাল-বিশ্বাস বা মিথ্যে বিশ্বাস সম্পর্কে বাইবেল যা শিক্ষা দেয় সে সম্পর্কেও আমাদের কিছু বলতে হবে; বিভিন্ন প্রকারের জাল বিশ্বাস আছে। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, বাইবেল বলে যে কীভাবে অস্থায়ী বা মিথ্যা মনপরিবর্তন হতে পারে, যা সত্য বা আসল বলে প্রমাণিত হয় না। আপনি এটি আইনের বইতে, যাদুকর শিমনের সাথে, প্রেরিত ৮-এ দেখতে পাবেন। আমরা অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় এটি সম্পর্কে পড়েছি। আমাকে মিথ্যা, বা নকল বিশ্বাসের কয়েকটি রূপ তুলে ধরতে দিন। আমরা যাকে ঐতিহাসিক বিশ্বাস বলি। এটি কোন আধ্যাত্মিক প্রভাব ব্যতীত শাস্ত্রের ঘটনাগুলির একটি নিছক গ্রহণযোগ্যতা। তাই একজন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস না করে, বাইবেল জানতে পারেন এবং নিশ্চিত করতে পারেন যে বাইবেল ঈশ্বরের বাণী। দ্বিতীয়ত, বাইবেল অস্থায়ী বিশ্বাস সম্পর্কে কথা বলে,যেখানে ঈশ্বরের সত্যের আংশিক আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, যা পরে অবিশ্বাসে বিলুপ্ত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি পাথরের মাটিতে পড়ে যাওয়া বীজের দৃষ্টান্তের কথা মনে করুন। প্রথমে, এটি দ্রুত ফুটে উঠল এবং সেখানে আনন্দ ছিল। শুরুতে,এটি সব ভাল লাগছিল। কিন্তু সমস্যা হল এটি মূল ছিল না। গাছের কোন শিকড় ছিল না, তাই এটি শুকিয়ে যায় এবং সূর্যের তাপে মারা যায়। এখন একজন ব্যক্তির কাছে বিশ্বাসের মত কিছু থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে বিষয়টির মূল নেই। তারপরে একটি খালি, বা মৃত বিশ্বাসও রয়েছে। সুতরাং, একজন ব্যক্তির খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্তির একটি পেশা থাকতে পারে, যা তাদের জীবনধারায় বাহ্যিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাই এতে অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা থেকে কম পড়ে। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ১১,অনুচ্ছেদ ২-এ বলা হয়েছে, "বিশ্বাস, এইভাবে খ্রীষ্ট এবং তাঁর ধার্মিকতাকে গ্রহণ করা এবং তার উপর নির্ভর করা, এটি ধার্মিক গণিত হওয়ার একমাত্র উপকরণ; তবুও এটা সব প্রকারের অনুগ্রহের বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত, এটি কোন মৃত্যু বিশ্বাস নয় কিন্তু প্রেমের দ্বারা কাজ করে।" তাই মৃত বিশ্বাসের এমন কোন ফল নেই যা এটি থেকে আসে – সত্য, আধ্যাত্মিক ফল যা বাইবেল আমাদের জন্য বর্ণনা করে।

আর এটি আমাদের বিশ্বাসরুপী ফলের দিকে নিয়ে আসে। ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ২, এটি বলে, "এই বিশ্বাসের দ্বারা, একজন খ্রিস্টান এই বাক্যে যা কিছু প্রকাশ করা হয়েছে তা সত্য বলে বিশ্বাস করে, কারণ ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সেখানে কথা বলছে; আর এর প্রতিটি নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদে যা রয়েছে তার উপর ভিন্নভাবে কাজ করে; আদেশের প্রতি আনুগত্য করা এবং এই জীবনের জন্য এবং ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা।" সুতরাং সেখানে ফল বহন করা হবে, যেখানে সত্য রক্ষাকারী বিশ্বাস রয়েছে। স্বীকারোক্তি বলে যে আনুগত্যের ফল এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই শুধু কথা শুনলেই হবে না, কথায় কান দিতে হবে। পার্বত্য উপদেশের শেষে, মথি ৭ অধ্যায়ে, যীশু দুটি ভিন্ন পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন– যারা বালির উপর তাদের ঘর তৈরি করে এবং ঝড় আসে-তা ভেঙে পড়ে; আবার তারা, যারা পাথরের উপর তাদের ঘর তৈরি করে, যা সমস্ত বাতাস এবং বৃষ্টি সহ্য করে। তিনি এই বিষয়টি তুলে ধরেন যে যারা পাথরের উপর নির্মাণ করছে এরা হচ্ছে তারা যারা শব্দ শুনে এবং কাজ করে। যাকোব ১:২২ পদ বলে, "আর বাক্যের কার্যকারী হও, আপনাদিগকে ভুলাইয়া শ্রোতামাত্র হইও না।" আর তাই আজ্ঞাকারী জীবনের এই ফল হতে হবে, প্রভু এবং তাঁর পথের প্রতি ভালবাসায় চলা। এটি বিশ্বাস করার বিষয়েও কথা বলে,কেবলমাত্র সুসমাচারে পাওয়া প্রতিশ্রুতিই নয়, নির্দেশগুলিকেও বিশ্বাস করা। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে সেগুলি সত্য এবং আমাদের সেই সতর্কবার্তাগুলির প্রতি বিশ্বাসের সাথে সাড়া দিতে হবে যা ঈশ্বর আমাদের দেন। বিশ্বাসেরও প্রভুর কাছে এবং তাঁর কথার কাছে আত্মসমর্পণের ফল রয়েছে। তাই আমরা তাকে বিশ্বাস করছি এবং আমাদের জীবনে তার সার্বভৌম ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে আমাদের সাথে তার সমস্ত লেনদেনের আওতায় আসছি। এটাই বিশ্বাসীর অনুশীলন। ১ পিতর ৫:৭ বলে, "তোমার সমস্ত চিন্তা তাঁহার উপরে রাখো কেননা তিনি তোমার বিষয়ে চিন্তা করেন।" বিশ্বাসের ত্রিস্তরীয় দিকে ফিরে চিন্তা করুন। এটি অবশ্যই বিশ্বাসীর জন্য বলা হয়েছে। তারা জানে যে তারা নিজের জন্য যতটা না যত্ন নেন প্রভু তাদের জন্য চিন্তা করেন। তারা নিশ্চিত করে এবং সম্মতি দেয় যে এটি সত্য। কিন্তু এটি তাদের তাঁকে বিশ্বাস করার দিকে নিয়ে যায়, আসলে তাদের সমস্ত যত্ন তাঁর উপর নিক্ষেপ করে।

তৃতীয়ত, আমাদের এই শিক্ষাতত্ত্বটি যুক্তিতর্ক দিয়ে বিবেচনা করতে হবে, আর আমরা এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করব। প্রথমত, বিশ্বাস ও কাজের সম্পর্ক। এটি ধার্মিক গণিত হওয়ার বক্তৃতায় আরও বেশি বেরিয়ে আসবে। বিশ্বাস এবং কাজ– বিশ্বাস গ্রহণ করা হয়,কাজ ঈশ্বরকে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করে। কাজ হল উপার্জনের একটি প্রচেষ্টা, যেখানে বিশ্বাস হল একটি উপহার যা প্রভু তাঁর লোকেদের দেন। বিশ্বাস কিছুই অবদান রাখে না–

এটি খ্রীষ্টের কাছ থেকে সবকিছু পায়, এইভাবে, ঈশ্বরের অনুগ্রহকে বড় করে। রোমীয় ৪:১৬ পদে, এটি বলে,"অতএব উহা বিশ্বাস দ্বারা হয়, যেন অনুগ্রহ অনুসারে হয়।" তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন যে আমরা আমাদের নিজের ভাল কাজ দ্বারা উদ্ধার পায়নি, আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ এবং তাঁর উপর নির্ভর করার মাধ্যমে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছি এবং এটি ঈশ্বরের অনুগ্রহকে মহিমান্বিত করে। ইফিষীয় ২:৯ পদ বলে, এটি "কাজের দ্বারা নয়, পাছে কেউ গর্ব করে।" সব ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে এবং তাই, সমস্ত গৌরব ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বাস কখনই অন্ধকারে অন্ধ লাফ দেয় না। আপনি জানেন, বিশ্ব প্রায়শই বিশ্বাসকে অজ্ঞ এবং অযৌক্তিক হিসাবে চিত্রিত করে এবং কেবলমাত্র এই কামনা করে যে কিছু সত্য হবে। এটি বাইবেলের বিশ্বাস নয়। এটি নিশ্চিত প্রত্যয় জড়িত। ইব্রিয় ১১:১ বলে এটি "প্রত্যাশিত বিষয়ের (জিনিসের)নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্তি।" বিশ্বাস তখনই প্রয়োগ করা হয় যখন এটি বস্তুর নির্ভরযোগ্যতার সাথে সন্তুষ্ট হয়। তাই বিশ্বাস হল সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য এবং দৃঢ়তাপূর্ণ জিনিস যা আমরা করতে পারি। আমরা ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করি, যা সত্য এবং আমরা গ্রহণ করি এবং খ্রীষ্টের উপর নির্ভর করি, যিনি পরিত্রাতা, যেমন তাঁকে সুসমাচারে প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বাস যুক্তির বিপরীত নয়। এটি ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়ায় আত্মার সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যায়াম।

তৃতীয়ত, আমরা তাদের এই ধারণার দিকে ফিরে যেতে পারি যারা শেখাবেন যে বিশ্বাস হল শুধুমাত্র একটি জ্ঞান এবং বিশ্বাস ছাড়াই সত্যের প্রতি সম্মতি। তাই কিছু লোক আছে যারা বলবে, "ওহ, আপনাকে শুধু বিশ্বাস করতে হবে, সুসমাচারটি সত্য বলে নিশ্চিত করতে হবে– যীশু পাপীদের জন্য মারা গেছেন,আমি একজন পাপী, তাই যীশু আমার জন্য মারা গেছেন" ইত্যাদি। কিন্তু মানুষেরা খ্রিস্টান ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে একটি সাধারণ প্রত্যয় রাখতে পারে। তারা ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে বাইবেল এবং এর প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করতে পারে। এটা পরিত্রাণ মূলক বিশ্বাসের মত নয়। এটি অবশ্যই খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস হতে হবে যা আমাদের রক্ষা করে, যেখানে আমরা আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মার সমস্ত ভার খ্রীষ্টের এবং তিনি যা কিছু সম্পন্ন করেছেন তার উপর চাপিয়ে দিচ্ছি।

আমরা এখন নিজেদের জন্য এই শিক্ষাতত্ত্ব থেকে কিছু বাস্তব প্রয়োগ তুলে ধরতে পারি। প্রথমত, বিশ্বাসের পরিমাণ যে পরিত্রাণ দেয় এমন নয়। এটি সত্য পরিত্রাণকারী বিশ্বাস যা খ্রীষ্টের মধ্যে পাওয়া সমস্ত কিছুকে উপযুক্ত করে। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন, "কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ? কেন আমাদের এই পার্থক্য দরকার? কারণ হল সত্যিকারের বিশ্বাসের সামান্য পরিমাণও পাপীকে খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত করে। আর এটি দুর্বল মেষশাবকদের জন্য যাজকীয়ভাবে সহায়ক হতে পারে যারা তাদের বিশ্বাসের অপর্যাপ্ততার অনুভূতির সাথে লড়াই করছে। আর এটি এই সত্যকে শক্তিশালী করে যে এটি সত্য বিশ্বাসের আন্তরিকতা যা প্রকৃতপক্ষে পাপীকে খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত করে, বিশ্বাসের পরিমাণ নয়। এখন এটি বলার পরে, আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে যেখানে বেশি বিশ্বাস রয়েছে, সেখানে আরও স্বাচ্ছন্দ্য এবং আশ্বাস থাকবে এবং এর সাথে যা আসে সেগুলির জন্য আমরা আরও বিশ্বাস রাখতে চাই।

দ্বিতীয়ত, এটি আমাদের নিয়ে আসে,আমাদের বিশ্বাসের বৃদ্ধিতে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যদের কথা মনে রাখবেন, প্রভু, "আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন।" বিশ্বাস বাড়াতে হবে। আচ্ছা,আমরা এটা কিভাবে করব? আপনি মনে রাখবেন যে এটি বলে যে বিশ্বাস শ্রবণ দ্বারা আসে এবং শ্রবণ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা হয়। তাই, প্রথমত, আমাদের বাক্যে পরিপূর্ণ হতে হবে। যারা তাদের বাইবেলকে অবহেলা করছে তারা কেউ তাদের বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাবে না। শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে তাতে আমাদের নিমগ্ন হওয়া দরকার। কিন্তু তার চেয়েও বেশি,বিশ্বাসের বৃদ্ধি ঘটে খ্রীষ্টে ঈশ্বরের দৃষ্টি ও জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে। এই কারণেই পৌল অনুগ্রহে এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞানে বেড়ে ওঠার কথা বলেছেন। বিশ্বাসের ভিত্তির উপর জোর দেওয়া হয়। আমাদের একটি মহান ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, তাই মহান বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র একটি মহান ঈশ্বরকে ধরে রাখার বিশ্বাস। এটি পরিপক্ক হয় যখন এটি গভীর, মধুর, বৃহত্তর এবং আরও বিস্তৃত বিশ্বাসে বিকশিত হয়। তাই,বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে, বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য,আমাদের বাইবেলগুলি খুলতে হবে এবং প্রচুর পরিমাণে সেগুলি পড়তে হবে, আর খুঁজতে হবে, অন্বেষণ করে যেতে হবে, খনন করতে হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে যাতে প্রভু আরও বেশি করে আমাদের দেখান। নিজেকে এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মুখে তাঁর মহিমা, যাতে আমাদের বিশ্বাস তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

তৃতীয়ত, আমাদের ফল উৎপন্ন করার গুরুত্বকে বোঝাতে হবে– তাই, আমরা পড়ি বিশ্বাসের ফল। নকল বিশ্বাসের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে,যা আমরা আগে আলোচনা করেছি,আত্ম-পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ২ করিন্থীয় ১৩:৫ পদ, বলে, "আপনাদের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমরা বিশ্বাসে আছো কি না; প্রমানার্থে আপনাদেরই পরীক্ষা

কর। তোমারা কি আপনাদের সম্বন্ধে জান না যে, যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগেতে আছেন? অবশ্য যদি তোমরা অপ্রামাণিক না হও।”

আপনি স্ব-পরীক্ষার জন্য একই আহ্বান দেখতে পাবেন, উদাহরণস্বরূপ, ১ করিন্থীয় ১১ অধ্যায়ে। এটি প্রভুর নৈশভোজের প্রস্তুতির অন্যতম উপাদান। আমরা প্রথমে আত্ম-পরীক্ষায় জড়িত না হয়ে প্রভুর ভোজ নিতে আসতে চাই না। আর সত্যিই, আমরা নিজেদেরকে দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি। প্রথমত, বিশ্বাস আছে না নেই– আমাদের আত্মায় সত্যিকারের পরিত্রাণ মূলক বিশ্বাস আছে কি না। তারপর দ্বিতীয়ত, সেখানে বিশ্বাসের কি কি মাত্রা পাওয়া যায়। তাই আত্ম-পরীক্ষায়, আমরা শাস্ত্রের আতশ কাঁচের মাধ্যমে, দুর্বলতা এবং পাপ ও ত্রুটিগুলি, অবিশ্বাসের ক্ষেত্রগুলি এবং আরও অনেক কিছু উন্মোচন করি,যা আমরা প্রভুর কাছে আনতে যাচ্ছি। খ্রীষ্টীয় জীবনের এই অপরিহার্য উপাদান, আত্ম-পরীক্ষা, এমন কিছু যা আমরা গানে গেয়ে থাকি। আমরা গীতসংহিতা ২৬:২ পদে, এটি সম্পর্কে গান করি। আমরা গীতসংহিতা ১৩৯:২৩ এবং আরও অনেক কিছুতে এটি সম্পর্কে গান করি। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করছি আমাদের পরিত্রাণ মূলক বিশ্বাস আছে কি না এবং বিশ্বাসের মাত্রা আছে কি না। বিশ্বাসের ফল আজ্ঞাকারিতার মতো বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত। “অনুতাপের সঙ্গে ফলের সংযোগ করুন,” যোহন বাপ্তিষ্মদাতা এটি বলেছিলেন। একটি বাধ্য হৃদয় এবং জীবনের প্রমাণ থাকা উচিত। তারা খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসা অন্তর্ভুক্ত করবে – এটি একটি ফল; বাক্যের প্রতি ভালবাসা, নির্ভরতার জন্য ভালবাসা, ঈশ্বরের নিয়মের প্রতি ভালবাসা, ভাইদের প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি। এগুলো বিশ্বাসের ফল। এতে সুসমাচার অনুতাপের সাথে যুক্ত হয় এবং আশা ও আনন্দের ফলের মতো জিনিস অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিশ্বাস করার মধ্যে আনন্দ আছে, যেমন বাইবেল আমাদের বলে। তাই এগুলো হল ফল। পরিত্রাণ মূলক বিশ্বাসের অনুশীলনে আমরা এই সুসমাচারের ফলপ্রসূতা গড়ে তুলব। এই বক্তৃতায়, উপসংহারে, আমরা বাইবেল পরিত্রাণ মূলক বিশ্বাস সম্পর্কে যা শিক্ষা দেয় তার একটি ভূমিকা বিবেচনা করেছি। পরিত্রাণের পরিবর্তনে যেমন আমরা শিখেছি, তা বিশ্বাস এবং অনুতাপ নিয়ে গঠিত। তাই পরবর্তী বক্তৃতায়, প্রভুর সাহায্যে, আমরা একসঙ্গে অনুতাপের শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করব।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৫– লেকচার ৫

অনুতাপ সংক্রান্ত শিক্ষা

আপনি কি কখনও এক ভ্রমণে গেছেন, যেখানে কিছু সময়ের মধ্যে আপনি আবিষ্কার করেন যে আপনি হারিয়ে গেছেন? আপনি হয়ত গাড়ি, বা সাইকেল, বা সর্বসাধারনের জন্য যোগাযোগ বা এমনকি হেঁটে ভ্রমণ করছেন। আপনি আনন্দের সাথে রাস্তার নিচে যাচ্ছিলেন, ভেবেছিলেন সব ঠিক আছে। আপনি নিশ্চিত অনুভব করেছেন যে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তারপরে আপনি ল্যান্ডমার্ক পেরিয়ে যেতে শুরু করেন যা নির্দেশ করে যে কিছু ভুল ছিল। আপনি বিভ্রান্ত বা শঙ্কিত বোধ করতে থাকেন। অবশেষে, আপনি সঠিক গন্তব্যের সাথে একটি চিহ্ন দেখেন, কিন্তু আপনি যেখান থেকে যাচ্ছিলেন সেটি ঠিক বিপরীত দিকে নির্দেশিত ছিল। তবে আপনি কি করবেন? প্রথমত, আপনার প্রথম সুযোগে, আপনি যে পথে ভ্রমণ করছেন সেই পথে চলা বন্ধ করে দিয়েছেন। তারপরে আপনি ঘুরেছেন– আপনি একটি ১৮০ ডিগ্রি বাঁক নিয়েছেন এবং বিপরীত দিকে চলতে শুরু করেছেন– এবার সঠিক গন্তব্যের দিকে, ভুলটির দিকে নয়।

এটি অনুতাপের প্রকৃতির একটি সহজ দৃষ্টান্ত প্রদান করে। অপরিবর্তিত মানুষরা জীবনের পথে ভ্রমণ করে, তাদের নিজেদের পাপপূর্ণ পথ অনুসরণ করে, যখন নিশ্চিত বোধ করে যে সবকিছু ঠিক আছে। তারা বিশ্বাস করে যে তারা যে পথ বেছে নিয়েছে তা তাদের একটি কাঙ্খিত গন্তব্যে নিয়ে যাবে। কিন্তু তারা আর ভুল করতে পারে না। তারা হারিয়ে গেছে,ঈশ্বরের বাক্যে দেওয়া মানচিত্র অনুসরণ করছে না। তারা পাপের পথে চলে এবং নরকের চিরন্তন দুঃখ তাদের যাত্রার শেষে রয়েছে। সুসমাচার প্রচার তাদের ভুল নির্দেশনা প্রকাশ করে। এটি তাদের গুরুতর ভুল সম্পর্কে সতর্ক করে। সুসমাচার একটি সাহসী চিহ্ন হিসাবে কাজ করে যা তাদের বিপরীত দিকে নির্দেশ করে। অনুতাপের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমাদের পাপপূর্ণ পথ থেকে ফেরা এবং প্রভুর দিকে ফিরে যাওয়া। তাই এটি আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশের পরিবর্তন, হৃদয় ও মন থেকে শুরু করে এবং একজন ব্যক্তির কর্মের দিকে পরিচালিত করে। এটি তাদের ত্রুটির আশঙ্কা অনুভব করে এবং সেই পথ থেকে পালিয়ে যায় এবং প্রভুর দিকে ফিরে যায়।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই পঞ্চম মডিউলের বক্তৃতাগুলির সিরিজটি পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত। উদ্দেশ্য হল অন্বেষণ করা যে বাইবেল এই বিষয়ে কী শিক্ষা দেয় যে আত্মা কীভাবে খ্রীষ্টের মুক্তিকে বিশ্বাসীর ব্যক্তিগত আত্মার জন্য প্রয়োগ করে। আগের বক্তৃতায়, আমরা বিশ্বাসের শিক্ষাতত্ত্ব বিবেচনা করেছি। এই বর্তমান বক্তৃতায়, আমরা অনুতাপের শিক্ষাতত্ত্ব বিবেচনা করব। আমরা শুরু করব, যেমনটি আমাদের এই সমস্ত বক্তৃতায় আছে,অনুতাপের শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাকে শুরু জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ বিবেচনা করবো।

আমরা মথির সুসমাচারে অধ্যায় ৩:১-২ পদে এই কথাগুলি পড়ি; "সেই সময়ে যোহন বাপ্তাইজক উপস্থিত হইয়া যিহূদিয়ার প্রান্তরে প্রচার করিতে লাগিলেন; তিনি বলিলেন, 'মন ফিরাও, কেননা স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল।" নতুন নিয়মের শুরুতে, সুসমাচারের আহ্বানে প্রথম শব্দটি "প্রেম" বা অন্য কিছু ছিল না– প্রথম শব্দটি ছিল "অনুতাপ"। যোহন বাপ্তিস্মদাতা নতুন নিয়মের মধ্যে একটি কব্জা হিসাবে কাজ করেছেন– খ্রীষ্টের আগে ভাববাদীদের মধ্যে শেষ এবং নতুন নিয়মে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত্ প্রথম ব্যক্তি। আর তাঁর প্রচার পরিচর্যার প্রধান বিষয় ছিল অনুতাপ। ঈশ্বর তাঁর পিতা,সখরিয়কে বলেছিলেন যে যোহন অনেককে প্রভুর দিকে ফিরিয়ে আনবেন এবং তিনি "প্রভুর জন্য প্রস্তুত একটি দল লোক তৈরি করবেন"। আমরা এটি লূক ১:১৬-১৭ পদে দেখতে পাই। তাই আমাদের পাঠ্য মথি ৩:৩ পদে তিনি যিশাইয়কে উদ্ধৃত করে বলেছেন, "তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, তাঁর পথগুলিকে সরল কর।"

আপনি জানেন, দুটি স্থানের মধ্যে সবচেয়ে কম দূরত্ব হল একটি সরলরেখা/পথ। অনুতাপ পথ পরিষ্কার করে এবং ঈশ্বর ও অনুতপ্ত ব্যক্তির মধ্যে পথকে সোজা করে দেয়। এটি সেই পথেই মোড় নিচ্ছে। তাই বাপ্তিস্মদাতা যোহন প্রচার করছিলেন, মার্ক ১:৪ পদে, পাপের ক্ষমার জন্য অনুতাপের বাপ্তিস্ম। মনে রাখবেন অনুতাপ ক্ষমার সাথে যুক্ত। আর তাই আমরা মথি ৩:৫-৬ পদে পড়ি যে, অনেক সাধারণ মানুষ তাদের পাপ স্বীকার করতে এসেছিল। তাই পাপের স্বীকারোক্তি অনুতাপের আরেকটি উপাদান। কিন্তু যোহন সাহসিকতার সাথে ফরীশী এবং সদ্দূকীদেরও মোকাবিলা করেছিলেন যারা তার বার্তাকে প্রতিরোধ করেছিল। পদ ৭-৮-এ,তিনি বলেছিলেন, "হে সাপের প্রজন্মকে তোমাদেরকে আগমনী ক্রোধ

থেকে পালাতে সতর্ক করেছে? অতএব মনপরিবর্তনের উপযোগী ফল ফলবান হয়।" তাই আমরা শিখি যে সত্যিকারের অনুতাপ সবসময় ফল দেয় এবং প্রমাণের সাথে আসে।

কিন্তু অনুতাপ বাপ্তিস্মদাতা যোহনের পরিচর্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি অনন্য বার্তা ছিল না। যীশু যখন প্রথমবার তাঁর জনসাধারণের পরিচর্যায় আবির্ভূত হন, তখন তাঁর বার্তার প্রথম শব্দটি ছিল "অনুতাপ"। পরের অধ্যায়ে, মথি ৪:১৭ পদ এটি বলে, "সেই সময় থেকে যীশু প্রচার করতে শুরু করেছিলেন এবং বলতে শুরু করেছিলেন, মন ফিরাও (অনুশোচনা কর); কারণ স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট।" যোহনের মত, তিনি স্পষ্ট করেন যে দুটি রাজ্য রয়েছে, আর পাপীদের অবশ্যই অন্ধকারের, শয়তানের, জগতের থেকে ফিরে ঈশ্বর ও স্বর্গের রাজ্যে ফিরে যেতে হবে। আমরা মার্ক ১:১৫ পদেও লক্ষ করি যে খ্রীষ্ট বলেছেন, "মন ফিরাও (অনুতাপ কর) এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর।" তাই তিনি অনুতাপকে বিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করেছেন। এই দুটি মনপরিবর্তনের অংশ যা আমরা শেষ বক্তৃতায় দেখেছি। যীশু যখন মনোনীত করলেন এবং বারোজন শিষ্যকে পাঠালেন, তখন তারা কী করেছিল? মার্ক ৬:১২ বলে, "এবং তারা প্রস্থান করিয়া এই কথা প্রচার করিলেন যে, লোকেরা মন ফিরাউক (অনুতাপ করুক)।"

এটি নতুন নিয়মের মাধ্যমে অব্যাহত ছিল। পঞ্চশপ্তমির দিনে, প্রেরিত ২:৩৮-এ, আমরা পড়ি; "তখন পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, মন ফিরাও (অনুতাপ কর)। তিনি একই কথা বলেছেন পরবর্তী অধ্যায়ে, প্রেরিত ৩:১৯; ৮:২০-২৩ পদেও পড়ি। আর পৌলের পরিচর্যার ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। উদাহরণস্বরূপ, প্রেরিত ১৭:৩০-৩১; অথবা অধ্যায় ২০:১৮-২১; অধ্যায় ২৬:১৪-২০; এইরূপে আমরা চলতেই থাকব। এটি বাইবেলের শেষ পর্যন্ত সত্য। আপনি শেষ বই, প্রকাশিত বাক্য ২:৪-৫ পদে আসুন, যীশু ইফিষীয় মণ্ডলীকে অনুতপ্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তারপরে, আপনি এশিয়ার অন্যান্য মণ্ডলীদের কাছে তাঁর কথাগুলি পড়লে, অধ্যায় ২ এবং ৩-এ তিনি প্রায়শই অনুতাপের আহ্বানটি পুনরাবৃত্তি করেন।

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বের জন্য অনুতাপের স্থান অপরিহার্য। এটি আমাদের অনুতাপের শিক্ষাতত্ত্বের গুরুত্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই বক্তৃতার বাকি অংশে, আমরা বাইবেল অনুতাপের প্রকৃতি এবং পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে এটির স্থান সম্পর্কে আমাদের কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করব।

তাই, দ্বিতীয়ত, আমরা অনুতাপের বিষয়ে এই সত্যের একটি শিক্ষাতত্ত্বের ব্যাখ্যা বিবেচনা করব। প্রথমত আমরা, অনুতাপের প্রকৃতির সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করব। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ১৫, অনুচ্ছেদ ১ এবং ২, এটি বলে; "জীবনের প্রতি অনুতাপ হল একটি সুসমাচারের অনুগ্রহ, যে মতবাদটি সুসমাচারের প্রতিটি সেবকের দ্বারা প্রচার করা উচিত, সেইসাথে খ্রীষ্টে বিশ্বাসও প্রচার করাটা উচিত..."– অর্থাৎ, অনুতাপের মাধ্যমে–"একজন পাপী, দৃষ্টিশক্তি ও বোধের বাইরে, কেবল বিপদের জন্যই নয়, তার পাপের ঘৃণ্যতা থেকেও পবিত্র প্রকৃতি এবং ধার্মিক নিয়মের পরিপন্থী। ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টের মধ্যে তার অনুগ্রহের আশঙ্কায় যারা অনুতপ্ত,তাই তাঁর পাপের জন্য দুঃখিত এবং ঘৃণা করে,যেন সেগুলি থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরে যায়, উদ্দেশ্য এবং তাঁর আদেশের সমস্ত পথে তাঁর সাথে চলার চেষ্টা করে।" সুতরাং সেখানে আপনি "অনুতাপ" শব্দের অর্থ কী তা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবেন। অনুতাপ নিজ দিক পরিবর্তন করছে। একদিকে,এটি ব্যক্তিগত পাপের মন্দতা দেখে এবং সংবেদন করে এবং দুঃখিত হয়,আর অন্যদিকে, এটি খ্রীষ্টের অনুগ্রহ দেখে এবং এটি পাপ থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরে যায়, তাঁর পথে হাঁটে। এটি কেবল পাপের জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি অবশ্যই অনুগ্রহের একটি আশঙ্কা অন্তর্ভুক্ত করবে যা খ্রীষ্টের মধ্যে পাওয়া যাবে। কেন? কারণ কেউ এমন কিছুর দিকে ফিরবে না যা তারা মনে করে তাদের ধ্বংস করবে। তারা পাপ থেকে এমন কিছুর দিকে ফিরবে না যা তারা মনে করে তাদের ধ্বংস করবে। পাপীর জন্য সতর্কবাণী এবং প্ররোচনা, বা নিকটে আসা উভয়ই আছে। রোমীয় ২:৪ বলে, "অথবা তাঁহার মধুর ভাব ও ধৈর্জ্য ও সহিষ্ণুতারূপ ধর কি হেয়জ্ঞান করিতেছ? ঈশ্বরের মধুর ভাব যে তোমাকে মনপরিবর্ত্তনের দিকে লইয়া যায়, ইহা কি যান না?" ঈশ্বরের কল্যাণের দৃষ্টি অনুতাপের দিকে পরিচালিত করে। অনুতাপ শুধুমাত্র খ্রীষ্টীয় জীবনের শুরুতে অনুভব করা কিছু নয়, যখন আত্মা পরিবর্তিত হয়। অনুতাপ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টীয় জীবনের সমগ্র বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে। বিশ্বাসী দিন দিন, পাপ থেকে, ঈশ্বরের দিকে, তাদের সমস্ত দিন জুড়ে চলতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, অনুতাপ আত্মার সমস্ত শক্তিকে প্রভাবিত করে। তাই আপনি মনের কথা ভাবেন। অনুতাপে, পাপের প্রকৃতি এবং পরিণতি সম্পর্কে সচেতন জ্ঞান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত অপরাধের স্বীকৃতি এবং অসহায়ত্ব এবং সম্পূর্ণ অপবিত্রতা। এটি ইচ্ছাকেও প্রভাবিত করে, যেখানে পাপ থেকে পালানোর এবং ক্ষমা ও শুদ্ধি চাওয়ার স্বভাব রয়েছে। এই উদ্দেশ্যপূর্ণ পরিবর্তন ছাড়া,বাইবেল ভিত্তিক কোন অনুতাপ নেই। আর এটি এমনকি স্নেহকে প্রভাবিত করে। পাপের জন্য অনুভূত্ দুঃখ এবং এটির প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে যিশাইয়ের অভিজ্ঞতায়, যিশাইয় ৬:৫ বলে, "হায় আমি নষ্ট হইলাম, কেননা আমি অশুচি ওষ্ঠাধর মনুষ্য এবং অশুচি ওষ্ঠাধর জাতীর মধ্যে বাস করিতেছি।"

তৃতীয়ত, মানুষের অনুতাপের কাজটি নিজে থেকে তাকে রক্ষা করে না। তাই অনুতাপ এমন কোনো কাজ বা অবদান

নয় যা ঈশ্বরের সামনে কিছু অর্জন করে। অনুতাপ একটি অনুগ্রহ– ঈশ্বর প্রদত্ত একটি উপহার,যেমন আমরা বিশ্বাসের সাথে দেখেছি। যেমন প্রেরিত ১১:১৮ পদে বলা হয়েছে, “তবে ত ঈশ্বর পরজাতিয় লোকদিগকেও জীবনার্থক মনপরিবর্ত্তন দান করিয়াছেন।” আর তাই, আমাদের বিলাপের ভাষায় প্রার্থনা করতে শেখানো হয়, অধ্যায় ৫:২১ পদে, “হে সদাপ্রভু, তোমার প্রতি আমাদিগকে ফিরাও তাহাঁতে আমরা ফিরিব; পুর্ব্বকালের সদৃশ নতুন সময় আমাদিগকে দেও।” তাই অনুতাপ আসলে পরিত্রাণ অর্জন করে না, তবে পরিত্রাণের জন্য এটি একেবারে প্রয়োজনীয়। যীশু বলেছেন, লূক ১৩:৫ পদে, “যদি মন না ফিরাও (অনুতাপ না কর); তোমরা সকলেই তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে।” আমরা হয় অনুতপ্ত নতুবা বিনষ্ট হই। বিশ্বাসের সাথে, অনুতাপ ছাড়া পরিত্রাণ সম্ভব নয়। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ১৫, অনুচ্ছেদ ৩, বলে, “যদিও অনুতাপকে বিশ্রাম দেওয়া যায় না, পাপের জন্য কোন সন্তুষ্টি, বা এর ক্ষমার কোন কারণ হিসাবে, যা খ্রীষ্টে ঈশ্বরের বিনামূল্যে অনুগ্রহের কাজ; তবুও এটা সব পাপীদের জন্য এতটা প্রয়োজনীয় যে কেউ এটা ছাড়া ক্ষমা আশা করতে পারে না।”

সুতরাং চতুর্থত, আসুন কিছু বিবরণ, সুসমাচার অনুতাপের কিছু উপাদান সম্পর্কে চিন্তা করি। এর মধ্যে রয়েছে, প্রথমত, পাপের দৃষ্টি। অপব্যয়ী পুত্রের কথা মনে আছে? লূক ১৫ অধ্যায়ে সে চলে যায় এবং সে দুষ্ট এবং মন্দ পথ অনুসরণ করে। ফিরবার মুহূর্তে কী হয় তা আমাদের বলা হয়েছে। আমরা পড়ি এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে “কিন্তু চেতনা পাইলে।” সে প্রভুর কাছে আসার আগে নিজের কাছে এসেছিল। যখন সে নিজের কাছে এসেছিল, সে দেখেছিল,"আমি পাপ করেছি”– ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, আমার পিতার বিরুদ্ধে এবং আরও অনেক কিছুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি। সে পাপের একটি দৃশ্য দেখেছিল, যা তার পিতার বাড়িতে ফিরে আসার জন্য, দিক পরিবর্তনের জন্য একটি অংশ। আর তাই, অনুতাপ মানে নিজের অন্তরের চেতনাকে চিনতে পারা। আমরা গীতসংহিতা ৩৮:4 পদে এটির গান করি, “কেননা আমার অপরাধসমূহ আমার মস্তকের উপরে উঠিয়াছে, ভারী বোঝার ন্যায় সে সকল আমার শক্তি অপেক্ষা ভারী”– এটি পাপের কথা বলে। আমরা পাপকে একটি অতি বেশি ওজন হিসাবে মনে করি। জন বুনিয়ান তার বই, যাত্রিকের পথ-এ এটি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। সেখানে খ্রিস্টান তার পিঠে এই ভারী বোঝা নিয়ে ধ্বংসের শহর থেকে বেরিয়ে আসছে।

দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র পাপকে দেখা নয়, এখানে পাপের দুঃখও রয়েছে। গীতসংহিতা ৩৮:১৮ বলে, “আমি আপন আপরাধ স্বীকার করিব, আমার পাপের নিমিত্ত খেদ করিব।” আর সেখানে খেদের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি যন্ত্রণাকে বোঝায়– কিছু একটা যন্ত্রণাদায়ক। সখরিয় ১২:১০ পদে বলে, “তাহাতে তাহারা যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, সেই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে।” তাই এখানে দুঃখ আছে– এতে যন্ত্রণা আছে। আর দুঃখের ভক্ষন আসলে হৃদয়কে শক্তিশালী করে– গীতসংহিতা ১০৪:১৫। আমাদের বলা হয়েছে যে “যারা অশ্রুতে বপন করে তারা আনন্দে কাটে”– গীতসংহিতা ১২৬:৫। আচ্ছা, কেন এমন হবে? কেন আনন্দ অশ্রু আনবে? দুঃখ কেন শক্তিশালী হয়? উত্তর হল, কারণ এটি খ্রীষ্টকে মূল্যবান করে তোলে। পাপের জন্য এই দৃষ্টি এবং দুঃখ প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে কতটা অমূল্য, সুন্দর এবং যথেষ্ট ও সন্তুষ্ট করে তা উন্নত করে এবং বড় করে।

তৃতীয় উপাদান হল পাপের স্বীকারোক্তি– ১ যোহন ১:৯, “যদি আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।” তাই স্বীকারোক্তি– এটা কী? কিছু স্বীকার করা অন্যের মতো একই কথা বলা। তাই যখন আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি,তখন আমরা আমাদের পাপের বিষয়ে একই কথা বলি যা ঈশ্বর সেই পাপের সম্পর্কে বলেন। আমরা সেগুলি দেখছি,সেগুলি সংজ্ঞায়িত করছি, সেগুলির কথা বলছি, ঈশ্বর তাদের সম্পর্কে যা দেখেন সেইরূপে এবং এটি অবশ্যই পবিত্র শাস্ত্রে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। পাপের সেই স্বীকারোক্তি আমাদের নিজেদেরকে কিছু করতে এবং ঈশ্বরের কাছে যেতে প্রেরিত করে। স্বীকারোক্তিও নির্দিষ্ট– নির্দিষ্ট পাপের স্বীকারোক্তি। আমরা হিতোপদেশের বইতে পড়ি, “যে তার পাপ ঢেকে রাখে সে সফল হবে না: কিন্তু যে সেগুলি স্বীকার করে এবং ত্যাগ করে সে অনুগ্রহ পাবে।” তাই তাদের লুকানো বা ঢেকে রাখা নয়, বরং উন্মোচন করা এবং তাদের পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। এটি এমন কিছু যা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে, যখন আমরা নিজেদেরকে কিছু করতে উৎসাহিত করি এবং প্রভুর কাছে যাই, তখন আমরা আমাদের পাপের স্বীকারোক্তিতে তাঁকে মহিমান্বিত করি। যিহোশূয় যখন আখনের মুখোমুখি হন, ৭:১৯ পদে, তিনি যা বলেছিলেন তা শুরু করেছিলেন, এই কথা দিয়ে, “যে আমার বৎস, বিনয় করি, তুমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর মহিমা স্বীকার কর।”

চতুর্থত, পাপ লজ্জা বহন করে। যিহিস্কেল ৪৩:১০ বলে, “যেন তাহারা আপন আপন অপরাধের জন্য লজ্জিত হয়।” সুতরাং এর মধ্যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এবং তাঁর বিধানের বিরুদ্ধে পাপের অপরাধকে দেখা– জড়িত রয়েছে; পাপের বিশ্বাসঘাতকতা– প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহেকে প্রকাশ করে। এটা আমাদের অকৃতজ্ঞতার জন্য লজ্জাজনক। এখানেই ঈশ্বর যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের সব কিছু দিয়েছেন এবং আমাদের উপর অনুগ্রহের স্তূপ করেছেন এবং তবুও

আমরা তাঁর দিকে ফিরে না গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে চলেছি। আমরা সম্পূর্ণরূপে অকৃতজ্ঞ, আমরা তাঁর নামে যে অসম্মান এনেছি সে সম্পর্কে চিন্তা করাও লজ্জাজনক। পাপের আমাদেরকে লজ্জিত করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, যখন লোকেরা লজ্জিত বোধ করে না বা করতে অক্ষম হয়, তখন সেটি একটি গুরুতর সমস্যা, তাই নয় কি, তাদের পাপের পরিপ্রেক্ষিতে।

পঞ্চম উপাদান হল পাপের প্রতি ঘৃণা। যিহিস্কেল ৩৬:৩১ পদ আমাদের বলে, "তোমরা... তোমাদের মন্দ আচরণ ও অসৎ কাজের কথা স্মরণ করবে এবং নিজেদের পাপ ও জঘন্য কাজকর্মের জন্য...নিজেদের ঘৃণা করবে।" আমরা সমস্ত পাপকে ঘৃণা করি, এর সমস্ত রূপ এবং এর সমস্ত অভিব্যক্তিতে। কেন? কারণ– আমরা পাপকে ঈশ্বরের বিরোধী-বিরুদ্ধরূপে দেখি। ঈশ্বরের মধ্যে এবং তাঁর প্রকৃতিতে যা পাওয়া যায় তার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই এর প্রতি ঘৃণা আছে। বিশ্বাসীও এটিকে ঘৃণা করে কারণ তারা দেখে যে এর জন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে কত বড় মূল্য দিতে হয়েছে। তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, গৌরবের প্রভু, ঈশ্বরের মেষশাবককে ক্রুশে মরতে হয়েছে। কেন? তিনি পাপের জন্য মরেছেন। পাপ– ঈশ্বরের নির্বাচিত লোকদের পাপ এই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়েছে। সুতরাং আপনি হয় ঈশ্বরকে ভালবাসেন এবং পাপকে ঘৃণা করেন,অথবা আপনি পাপকে ভালবাসেন এবং ঈশ্বরকে ঘৃণা করেন। বাইবেল আমাদের সেখানে মধ্যম স্থল দেয় না। সেই কারণে,বিশ্বাসীদের ক্রমাগত বলা উচিত, "পাপ করার চেয়ে কষ্ট পাওয়া উত্তম।" অবশ্যই, এটি শহীদদের চিন্তাভাবনা ছিল, যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অস্বীকার করেননি। পাপের চেয়ে কষ্ট পাওয়া ভালো।

একটি ষষ্ঠ উপাদান হল যে অনুতাপ ঈশ্বরকেন্দ্রিক। গীতসংহিতা ৫১ মনে রাখবেন। দায়ুদ ব্যভিচার করেছে এবং সে হত্যা করেছে। তবুও, গীতসংহিতা ৫১-এর শুরুর পদে, তিনি বলেছেন, "আমি তোমার বিরুদ্ধে...পাপ করেছি...এবং শুধু তোমারই বিরুদ্ধে...এবং তোমার দৃষ্টিতে এই মন্দ কাজ করেছি।" হ্যাঁ,তিনি বেথশেবা, ঊরিয়া এবং তার পরিবার এবং ইস্রায়েল জাতির বিরুদ্ধে পাপ করেছেন, কিন্তু তার কাছে কী পীড়াদায়ক ছিল? এটি সত্য যে তার পাপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ছিল। ঈশ্বর হলেন একজন যিনি অনুতপ্ত পাপীর সামনে মহান ভাবে দর্শিত হন। এটি হল ঈশ্বরকেন্দ্রিক।

সপ্তমত, অনুতাপের মধ্যে রয়েছে পাপ থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরে যাওয়া। যোয়েল ২:১২ পদে, আমরা পড়ি, "তোমরা এখনই, সম্পূর্ণ মনেপ্রাণে আমার কাছে ফিরে এসো।" পুরাতন নিয়মের হিব্রু শব্দ "ফেরার" জন্য প্রায় যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছ তা হল "অনুতাপ।" এখানে ধারনাটি হল পাপ থেকে ফিরে প্রভুর দিকে ফিরে যাওয়া। হোশেয় ১৪:৮; বাস্তবিক আপনি যদি অনুতাপ বুঝতে চান সেক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে হোশেয় ১৪ একটি সুন্দর অধ্যায়। আপনি এটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ুন। এটিতে বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। কিন্তু এখানে, পাপ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, পদ ৮ বলে, "ইফ্রয়িম বলবে,প্রতিমাগুলি নিয়ে আমি আর কী করবো?" তাই এটি হৃদয় দিয়ে, আমাদের সমস্ত জীবনে, আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপে, তাঁর প্রতি ভালবাসা এবং তাঁর করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে তাঁর প্রতি ফেরা। ভালো এগুলি অনুতাপের সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি উপাদান।

এর পরে, আমরা জাল অনুতাপ সম্বন্ধে বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তা নিয়েও চিন্তা করতে পারি। সুতরাং ২ করিন্থীয় ৭:৮-১১ পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ-আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাপের জন্য জাগতিক দুঃখ এবং অনুতাপের দিকে নিয়ে যাওয়া পাপের জন্য ঈশ্বরীয় দুঃখের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একটি পার্থক্য আছে– পার্থিব দুঃখ বনাম ঈশ্বরীয় দুঃখ। সেই অনুচ্ছেদে, আমাদেরকে অনুতাপের দিকে পরিচালিত করা হয়েছে, এমন ঈশ্বরীয় দুঃখের বেশ কয়েকটি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আপনার নিজের থেকে এটি সাবধানে অধ্যয়ন করা উচিত। কিন্তু আপনি এই সত্যটি বুঝতে পারবেন যে একজন ব্যক্তি পাপ থেকে না সরলে এবং তা থেকে প্রভুর দিকে ফিরে না গেলেও, পাপের জন্য দুঃখ পেতে পারে। এখন এটা সত্য, অবশ্যই, অবিশ্বাসীদের জন্য। এটি সমস্ত মাত্রায় সত্য, এমনকি বিশ্বাসীর জীবনের মধ্যেও– আমরা এর বিরুদ্ধে সতর্ক থাকব।

পাপের জন্য একটি সন্ত্রাসও হতে পারে,হয়তো পাপের জন্য একটি আইনি/বৈধ সন্ত্রাস, হৃদয় পরিবর্তন ছাড়াই। আর তাই, বিবেক, যখন ঈশ্বরের ব্যবস্থার সংস্পর্শে আসে, তখন ভয় ও ভীতি অনুভব করতে পারে। কিন্তু এটি অনুতাপের মতো নয়। এই শব্দগুলো খুবিই মজার, "আমি পাপ করেছি"– বাইবেলে এই শব্দগুলো কে ব্যবহার করেছে? হ্যাঁ এটি ফৌরোণ, সে বলেছিল, "আমি পাপ করেছি;" রাজা শৌল বলেছিলেন, আমি পাপ করেছি; এমনকি প্রভুর সাথে বিশ্বাসঘাতকারী যিহূদাও বলেছিল, "আমি পাপ করেছি।" কিন্তু হৃদয় পরিবর্তন বা অনুতাপ ছাড়া যে সব বলা হয়েছিল। কখনও কখনও এমনকি, মানুষ অনুতাপ ছাড়াই পাপের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে পারে। সুতরাং তারা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ, আপনি জানেন, "আমি এই কাজগুলি করা বন্ধ করতে যাচ্ছি এবং আমি ঈশ্বরের বিধানের পথে হাঁটব।" আর তারা পরিবর্তিত না হয়ে এটি করতে পারে। যিরমিয় ২:২০ পদে, প্রভু বলেছেন, "তুমি বলেছিলে, আমি (দাসত্ব) অপরাধ করব না"– কিন্তু তারপরে এটি তাদের বিষয়ে বলে, "সমস্ত হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে তুমি নট হইয়া ব্যাভিচার করিয়া আসিতেছ।" আর তাই তারা অনুতাপ ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কখনও কখনও এটি স্ব-প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

এই স্থির সঙ্কল্প স্ব-প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। রাজা আহাবের ক্ষেত্রেও তাই। নিজের প্রতি ভালোবাসার জন্যই তিনি মৃদু হেঁটেছেন। আংশিক অনুশোচনার ক্ষেত্রেও একটি নকল বা জালিয়াতি রয়েছে, যেখানে আমরা কিছু পাপ উপায় রেখে দিই। আর যে উপায়ে এটি নিজেকে প্রকাশ করে তা প্রায়শই এক গুচ্ছ পাপ অন্য এক গুচ্ছ পাপের সাথে বিনিময় করে, হয়তো নতুন পাপের জন্য পুরানো পাপ। তাই,একজন ব্যক্তি তার মাতাল হওয়া বন্ধ করতে পারে, কিন্তু তারপরে সে এটিকে অভ্যাসগত মিথ্যা বলার অন্য পাপ বা অন্য কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। এটি অনুতাপ নয়– এটি কেবল আংশিক অনুতাপ।

আপনি লক্ষ্য করবেন যে পার্থিব দুঃখে অন্যান্য অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সাময়িক অনুতাপও হতে পারে। তিনি ছিলেন হেরোদ– তিনি বাপ্তিস্মের প্রচার শুনতে পছন্দ করতেন, কিন্তু আমরা সেখানে যে অভিজ্ঞতা দেখি, তা প্রকৃত অনুতাপের দিকে পরিচালিত করেনি। অথবা এটি অন্যের উপর দোষ চাপাবার মত দেখায়।তাই আমরা পাপ করেছি, কিন্তু আমরা আমাদের পাপের দায় অন্য কাউকে দিয়েছি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বাইবেলের শুরুতে, যেখানে আদম হবাকে দোষারোপ করেছেন এবং হবা সাপকে দোষারোপ করেছেন। অথবা এটি শুধুমাত্র পাপের পরিণতির প্রতিক্রিয়া হতে পারে, পাপের অপরাধবোধ নয়। তাই এই পাপটি যা করেছে তা নিয়ে আমরা দুঃখিত, কিন্তু স্বয়ং পাপের জন্য নয়। কয়িনের ক্ষেত্রে সেটাই সত্য ছিল; এটি রাজা শৌলের ক্ষেত্রেও সত্য ছিল। এটি হৃদয় থেকে না এসে বাহ্যিক হতে পারে। যীশু ফরীশীদের সম্পর্কে সতর্ক করেছেন,যে তারা তাদের মুখ বিকৃত করে– এই ধরনের বাহ্যিক নম্রতা এবং আরও অনেক বিষয় আছে যা সত্যিকারের অনুতাপ ছাড়াই মানুষের মধ্যে থাকে। এটি আত্মকেন্দ্রিকও হতে পারে। আপনি এটি জাদুকর শিমনের সাথে, প্রেরিত ৮ অধ্যায়েও দেখতে পারেন। সুতরাং এগুলি হল নকল/জাল অনুতাপ সম্পর্কে সতর্কতা।

তৃতীয়ত, আমরা এই শিক্ষাটিকে যুক্তিতর্ক দিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে বিবেচনা করতে পারি। প্রথম যে জিনিসটি আমাদের এই সময়ে অনুভব করতে হবে তা হল, অনুতাপের আহ্বানের সম্পূর্ণ অবহেলা। বৃহত্তর মণ্ডলীর মধ্যে, আপনি লোকেদের পুনর্নবীকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং সতেজ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং এটি এবং আরও অন্য কিছুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কথা বলতে শুনবেন। কিন্তু এর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনি অনুতাপের প্রয়োজনের উল্লেখ শুনতে ব্যার্থ হবেন। এখনও,আমরা এই বক্তৃতার শুরু থেকে লক্ষ্য করেছি,এটি বাইবেলের মধ্যে এবং বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচারকাজে, খ্রীষ্ট,প্রেরিতদের ক্ষত্রেও জোর দিয়ে বলা হয়েছে। তাই, এই একটি বৈশিষ্ট্য বা উপাদান হতেই হবে। যেমনটি আমরা ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তিতে দেখেছি, প্রত্যেক সেবককে অনুতাপের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করতে হবে– মানুষকে তাদের পাপ থেকে প্রভুর দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানানোর জন্য।

দ্বিতীয়ত, অনুতাপের অবমূল্যায়ন হতে পারে। এটি বিপরীত ত্রুটি হবে– অনুতাপকে অবমূল্যায়ন করা। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ১৫, অনুচ্ছেদ ৪, বলে, “যেমন এত ছোট কোন পাপ নেই যা শাস্তির যোগ্য নয়;তাই এত বড় কোনো পাপ নেই যে, যারা সত্যিকারের অনুতাপ করে তাদের জন্য তা অভিশাপ বয়ে আনতে পারে।” এটি একটি আশার বার্তা, যেখানে প্রভু বলেছেন,যারা অনুতপ্তভাবে আসে এবং যারা অনুতপ্ত হয়, সুসমাচার অনুতাপের সাথে প্রভুর কাছে আসে, তাদের পাপ যত বড়ই হোক না কেন– এটি প্রেরিত পৌলের মতো হতে পারে, যিনি আক্রমণ করেছিলেন– খ্রীষ্ট এবং তাঁর লোকেদের তাড়না করেছিলেন, মণ্ডলীকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন– যে তার নিজের পাপের সমস্ত বোঝা থাকা সত্ত্বেও, যা এমন একটি বোঝা ছিল যা একটি বিশ্বকে তার ওজনের নীচে চূর্ণ করবে এবং গুঁড়ো করে দেবে, তিনি বিশ্বাস এবং অনুতাপের সহিত এসে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে অনুগ্রহ পেয়েছিলেন। সেই আশা অবশ্যই সুসমাচার ঘোষণার উপর রাখা উচিত।

তৃতীয়ত, আমাদের রোমান ক্যাথলিকদের প্রায়শ্চিত্তের ধর্মানুষ্টানের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তাই তারা “অনুতাপ” শব্দটি নেয়,বাইবেল ভিত্তিক অনুতাপের ধারণাকে মোচড় দেয় এবং বিকৃত করে, আর তারা এটিকে পরিবর্তন করে যাকে তারা প্রায়শ্চিত্তের ধর্মানুষ্টান বলে। আর এই প্রায়শ্চিত্ত, সুসমাচার ইভাঞ্জেলিক্যাল অনুতাপ হওয়ার পরিবর্তে, সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু হয়– যা হল, নিজেকে শারীরিকভাবে কষ্ট দেওয়ার ধারণা, নিজেকে পাপের দুঃখ সম্পর্কে কিছু অনুভব করার চেষ্টা করার উপায় হিসাবে। সেটি হয় বাহ্যিক। এটি হৃদয় থেকে নয়। কিন্তু তদুপরি, তারা প্রায়শ্চিত্তকে এমন কিছু হিসাবে দেখে যা প্রভুর কাছ থেকে তাদের উপার্জন বা যোগ্য পরিত্রাণে অবদান রাখে। তারা মনে করে, এই প্রায়শ্চিত্ত কোনো না কোনোভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করবে। এটি অবশ্যই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ কাজকে হ্রাস করে,যা একাই বাঁচাতে সক্ষম এবং যা প্রভুর অনুগ্রহে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তারা এটাকে কর্মমুখী ধার্মিকতায় পরিণত করে। আর তাই আমাদের সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং শাস্ত্র থেকে এর বিরোধিতা করতে হবে।

চতুর্থত, আমরা এখন নিজেদের জন্য এই শিক্ষা থেকে কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরতে পারি। প্রথমত, আমাদের নির্দিষ্ট পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া উচিত। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অনুচ্ছেদ ৫-এ সত্যিই কিছু সহায়ক শব্দ রয়েছে। এটি বলে, “মানুষের একটি সাধারণ অনুতাপে নিজেদেরকে সন্তুষ্ট করা উচিত নয়, তবে বিশেষ করে তার বিশেষ

পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার চেষ্টা করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য”– বিশেষ করে তার নির্দিষ্ট পাপের অনুতাপ। তাই সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট হওয়ার জন্য এটি হল একটি আহ্বান। প্রভুর সামনে আমাদের অনুতাপের মধ্যে, আমরা যখন ঈশ্বরের বাণীর আলোর অধীনে আমাদের হৃদয় অনুসন্ধান করছি, তখন এই অস্পষ্ট ধারনা থাকা উচিত নয় যে “হ্যাঁ, আমি সাধারণত একজন পাপী ব্যক্তি” এবং প্রভুর সামনে সেটি স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু তাঁর বাক্যের প্রচারের অধীনে এবং তাঁর বাক্যের পাঠের অধীনে, যেমন প্রভু নির্দিষ্ট পাপগুলিকে আলোতে আনছেন, আমরা সেই নির্দিষ্ট পাপগুলিকে প্রভুর কাছে নিয়ে যাব এবং আমাদের সেগুলি স্বীকার করতে হবে, আর আমাদের অনুতাপ করতে হবে এবং সেগুলির কাছ থেকে প্রভুর করুণার উপলব্ধিতে তাঁর দিকে ফিরতে হবে। সুতরাং এটি নির্দিষ্ট পাপ। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমরা যে সমস্ত পাপ করেছি তার জন্য অনুতপ্ত হতে হবে, এটি মানুষের অসম্ভবতা। এমনকি আমাদের অজ্ঞতার পাপ রয়েছে, যা আমরা জানি না। কিন্তু প্রভু যেমন আমাদেরকে আলো দেন, তেমনি আমাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে যা তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। এটি অন্যান্য মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সত্য। আমরা আমাদের পাপের মালিকানা বা দায়িত্ব অবহেলা করতে প্রলুব্ধ হতে পারি। সুতরাং, আপনি একজন ভাইয়ের বিরুদ্ধে পাপ করেছেন এবং আপনি তাদের কাছে যান এবং এইরূপ বলেন, “আমি দুঃখিত।” যা সত্যিই যোগাযোগ সুত্র তৈরি করছে তা হল যা ঘটেছে তা সম্পর্কে আপনি খারাপ অনুভব করছেন। আপনার পক্ষে যাওয়া এবং প্রকৃতপক্ষে পাপের মালিকানা নেওয়া আরও উপযুক্ত হবে– এটি বলা যে, “দেখুন, আমি যখন এটি বলেছিলাম,” বা, “যখন আমি এটি করেছি, তখন আমি ভুল ছিলাম। আমি আপনার বিরুদ্ধে পাপ করেছি এবং আমি প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি, নির্দিষ্ট রূপে; আর আমি আপনার কাছে ক্ষমা যাচঞা করতে এসেছি।” সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে, প্রভুর সাথে সম্পর্কের মধ্যে, এটি অন্যান্য মানুষদের সাথে আমাদের সম্পর্কের অনুতাপের অভিব্যক্তিতেও প্রবাহিত হয়।

দ্বিতীয়ত, সর্বসাধারনের মধ্যে অনুতাপ করার এক জায়গা রয়েছে। আপনি এটি সম্পর্কে ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন, অধ্যায় ১৫, অনুচ্ছেদ ৬-এ পড়তে পারেন। আমি এটি আপনাকে এখানে পড়ে শোনাব না-এটি দীর্ঘ-কিন্তু আপনি নিজের সময়মত এটি পড়ে দেখতে পারেন– জনসাধারণের অনুতাপের স্থানের বিষয়ে। সুতরাং মানুষদের যেমন ব্যক্তিগত পাপ রয়েছে যার জন্য তারা প্রভুর ক্ষমা চায়, উদাহারণস্বরূপ যখন সামগ্রিকভাবে মণ্ডলী পাপে লিপ্ত হয়, বা যখন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি এমন পাপে লিপ্ত হয় যা প্রকাশ্যে অন্যদের কাছে জ্ঞাত,তখন তার উচিত যে অনুতাপ প্রকাশ্যে প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত থাকা। তাই ব্যক্তিগত পাপের অনুতাপ ব্যক্তিগতভাবে এবং সর্বজনীন পাপের অনুতাপ প্রকাশ্যে। যখন এমন একজন ব্যক্তি আসেন যিনি সম্ভবত একটি কলঙ্কজনক এবং গুরুতর পাপ করেছেন যা সম্প্রদায় বা মণ্ডলীর মধ্যে বিস্তৃতভাবে জ্ঞাত, যারা এটি জানেন তাদের সামনে তাকে স্বীকার করতে এবং অনুতপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

তৃতীয়ত, দলগত অনুতাপ আছে। দলগত অনুতাপ, এটি পরিবারকে ইঙ্গিত করতে পারে, এটি মণ্ডলীকে ইঙ্গিত করতে পারে, এটি একটি জাতিকে ইঙ্গিত করতে পারে। যোয়েল ২:১৫ এবং পরের পদগুলি, এটি বলে, “তোমরা সিয়োনে তূরী বাজাও, পবিত্র উপবাস নিরূপণ কর, পর্ব্বদিন ঘোষণা কর; প্রজা লোকদিগকে একত্র কর, পবিত্র সমাজ নিরূপণ কর, প্রচীনগণকে আহ্বান কর, বালকবালিকাদিগকে ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে একত্র কর; – এটি পড়ে আরও বলতে থাকে, “বারান্দার ও বেদির মধ্যস্থানে সদাপ্রভুর প্রচারক যাজকগন রোদন করুক, তাহারা বলুক, হে সদাপ্রভু, আপন প্রজাগণের প্রতি মমতা কর।” সুতরাং ঈশ্বরের লোকেদের জন্য তাদের পাপ স্বীকার করার জায়গা রয়েছে। আধ্যাত্মিক অবনতির সময় এবং মণ্ডলীর একটি উপবাসের দিন রাখতে পারে। আর লোকেরা আলাদাভাবে তাদের বাড়িতে তাদের নিজের আত্মার বিষয়ে কাজ করছে এবং তারা জনসভায়, জনসাধারণের উপাসনায় একত্রিত হয়, আর সেখানে এই বিষয়ে প্রচার করা হয়,সেখানে দলগত প্রার্থনা হয়, যেখানে তাদের দলগত পাপগুলি প্রভুর সন্মুখে স্বীকার করা হয়। এটি বিশ্বের ইতিহাসের মধ্যে সত্য হয়েছে এবং প্রায়শই উজ্জীবিত সময়ের সাথে যুক্ত।

চতুর্থত এবং সবশেষে, লূক ১৫:১০ পদে যীশু বলেছেন, “তদ্রূপ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এক জন পাপী মন ফিরাইলে ঈশ্বরের দূতগণের সাক্ষাতে আনন্দ হয়।” আর আপনি এক মুহুর্তের জন্য এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করুন। সেখানে, সম্ভবত মণ্ডলী সমবেত হয়েছে,মানুষের একটি খুব ছোট দল, হতে পারে এমন দূরবর্তী স্থানে যা পুরুষদের দ্বারা অদেখা এবং অজানা। সেখানে মণ্ডলীর নিস্তব্ধতায়,পরিচারক প্রচার করছেন এবং সেই সমাবেশের নিস্তব্ধতায় ঈশ্বর তাঁর আত্মা দ্বারা সেখানে বসে থাকা একজনের আত্মায় কাজ করেন। আর আত্মার দ্বারা, সে বিশ্বাসে এবং অনুতাপে আনিত হয়, আর সে প্রভুর সামনে হৃদয়ের কান্নার সঙ্গে অনুতপ্ত হয়। মজার বিষয়ে কী জানেন? এটি পরের দিন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হবে না। এটি ইন্টারনেটে বা সংবাদে প্রচারিত হবে না। এটি বিশ্বের অলক্ষ্যে চলে যাবে। আর যীশু এই অনুচ্ছেদে বলেছেন, অপ্রতিরোধ্য শক্তিধর সত্তার এই অগণিত জনসমাগম– স্বর্গে স্বর্গদূতেরা একজন পাপীর অনুতাপের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং আনন্দের উতফুল্ল হয়। যাতে একক পাপীর অনুতাপের উপর প্রশংসার অভিব্যক্তিতে আকাশ আলোকিত হয়।

যীশু আমাদেরকে সেই স্থানটি দিয়েছেন যা আমাদের প্রভাবিত করা উচিত। এটি প্রভাবিত করা উচিত যে আমরা একজন পাপীর অনুতাপকে কীভাবে দেখি। এটা আমাদের নিজেদের জন্য সত্য হতে পারে– ঈশ্বরের সামনে অনুতাপের সহিত আসার যে আনন্দ। এটি সত্য হওয়া উচিত যখন আমরা এটি অন্য ব্যক্তির মধ্যে যে কোনও জায়গায় এবং সর্বত্র দেখি। এটিই বিশ্বে সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সত্যিই উত্তেজনাপূর্ণ। এটি এমন কিছু যা সত্যই উদ্দীপক, ঈশ্বরের লোকেদের জন্য,পুরুষ এবং মহিলা, ছেলে এবং মেয়েদের, অনুতাপের দিকে নিয়ে যাওয়ায়।

উপসংহারে, আমরা লক্ষ করেছি যে মনপরিবর্তন সংরক্ষণের মধ্যে রয়েছে বিশ্বাস এবং অনুতাপ। এই বক্তৃতায়, আমরা দ্বিতীয় উপাদান, যথা, অনুতাপ সম্পর্কে যা বাইবেল শিক্ষা দেয় তার একটি ভূমিকা বিবেচনা করেছি। এখন আমরা এগিয়ে যাব, তাই পরের লেকচারে, আমরা প্রভুর সাহায্যে, ধার্মিক গণিত হওয়ার শিক্ষাতত্ত্ব বিবেচনা করব।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৫– লেকচার ৬

ধার্মিক গণনা হওয়ার শিক্ষা

সখরিয় ৩:১-৫ পদ, আমাদের একটি চমৎকার ছবি প্রদান করে। এখানে আমাদের কাছে যে বৃত্তান্ত রয়েছে তা হল, প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মহাযাজক যিহোশূয় এবং শয়তানকে তাঁকে প্রতিরোধ করার জন্য তাঁর ডান দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শয়তানের প্রতিরোধ সত্যিই আশ্চর্যের বিষয় নয়, কারণ আমরা জানি যে প্রকাশিত বাক্য ১২:১০ পদ বলে, যে সে ভাইদের অভিযুক্তকারী। তারপর আমরা এটি অন্য স্থানেও দেখতে পাই। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা শয়তানকে ইয়োবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে দেখি; অন্যান্য উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যিহোশূয় মাহাযাজককে নোংরা পোশাক পরিহিত হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে,যা তাঁর বহু পাপকে চিত্রিত করেছে, যা অবশ্যই অভিযোগের একটি কারণ প্রদান করে। কিন্তু লক্ষ্য করুন, প্রভু শয়তানকে তিরস্কার করেন এবং যিহোশূয়কে আগুন থেকে রক্ষা করেন যেমন একটি তরবার উঠিয়ে নেওয়া হয়। আর প্রভু কী করেন? প্রভু বলেছেন, ৪ এবং ৫ পদে “ইহার গাত্র হইতে ঐ মলিন বস্ত্র সকল খুলিয়া ফেল। পরে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, দেখ, আমি তোমার অপরাধ তোমা হইতে দূর করিয়া দিয়াছি ও তোমাকে শুভ্র বস্ত্র পরিহিত করিব। তখন আমি কহিলাম, ইহার মস্তকে শুচি পাগড়ি দিতে আজ্ঞা হইক। তখন তাঁহার মস্তকে শুচি পাগড়ি দেওয়া হইল এবং তাঁহাকে বস্ত্র পরিধান করান হইল; আর সদাপ্রভুর দূত নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন।” এখানে, যিহোশূয়ের পাপগুলি ঈশ্বরের দৃষ্টি এবং উপস্থিতির সামনে মুছে ফেলা হয়। এর পরিবর্তে, তিনি পরিষ্কার, সুন্দর পোশাক পরেছেন যা ঈশ্বর নিজেই সরবরাহ করেছেন। সুতরাং এটি যিহোশূয়কে তাঁর পোশাক পরিবর্তন করছে না, বা কোনওভাবে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে না, এটি ঈশ্বর তার জন্য কিছু সরবরাহ করছেন। এটি ন্যায্যতার শিক্ষার একটি খুব প্রাণবন্ত চিত্র প্রদান করে– প্রভু একজন পাপীর কাছে আসছেন এবং আগুন থেকে একটি তরবার হিসাবে তাদের তুলছেন। এটি ঈশ্বরের উদ্যোগ এবং সার্বভৌম অনুগ্রহ, একজন পাপীকে নিজের কাছে তুলে নিতে এবং তারপরে এই প্রাকৃতিক দূষণ এবং অপবিত্রতা– পাপের দাগ যা বিশ্বাসীকে ঢেকে রাখে এবং যা তাকে প্রভুর দৃষ্টিতে নোংরা করে তোলে– প্রভু দূর করেন। তিনি সেই অন্যায়গুলি দূর করেন এবং পরিবর্তে, তিনি নিজেই তাঁর লোকদের সুন্দর পোশাক পরিয়ে দেন, যাতে তারা তাঁর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্যভাবে দাঁড়াতে সক্ষম হয়।

পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে ধার্মিক গণিত হওয়ার শিক্ষাটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ? মার্টিন লুথার, মহান জার্মান সংস্কারক, বলেছিলেন যে শুধুমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হওয়া হল সেই নিবন্ধ যার উপর মণ্ডলী দাঁড়িয়ে থাকে বা পড়ে যায়। এটি সুসমাচারের যুদ্ধক্ষেত্র। এটি লুথারের দিনে ছিল এবং এটি আমাদের নিজেদের দিনেও অব্যাহত রয়েছে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই পঞ্চম মডিউলে বক্তৃতাগুলির এই সিরিজটি পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যয়নের জন্য উৎসর্গীকৃত। উদ্দেশ্য হল বাইবেল কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা যে আত্মা কীভাবে খ্রীষ্টের প্রদত্ত মুক্তিকে বিশ্বাসীর ব্যক্তিগত আত্মার জন্য প্রয়োগ করে। এই বর্তমান বক্তৃতায়, আমরা ধার্মিক গণিত হওয়ার শিক্ষা বিবেচনা করবো। আর আমরা যেমন আমাদের প্যাটার্ন রয়েছে, শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ বিবেচনা করে ধার্মিক গণিত হওয়ার বিষয়ে আমাদের বিবেচনা শুরু করবো।

আমরা রোমীয় ৩:২১-২২ পদে এই শব্দগুলি পড়ি: “কিন্তু এখন ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই ঈশ্বর দেয় ধার্মিকতা প্রকাশিত হয়েছে, আর ব্যবস্থা ও ভাববাদীগণ কর্ত্তিক তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হইতেছে। ঈশ্বর দেয় সেই ধার্মিকতা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদের সকলের প্রতি বর্ত্তে কারণ প্রভেদ নাই।” রোমীয় ১:১৬-১৭ পদে পৌল সুসমাচারের কথা বলেছিলেন “পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি।” তিনি বলেন, “কারণ ঈশ্বর দেয় ধার্মিকতা সুসমাচারে প্রকাশিত হইতেছে, যেমন লেখা আছে, “কিন্তু ধার্মিক বিশ্বাসের দ্বারা বাঁচিবে।” তারপর, পরবর্তী পদ থেকে শুরু করে, ১:১৮ থেকে ৩:২০; যা আমাদের পাঠ্যের ঠিক আগে পদ, তিনি পতিত, পাপী পুরুষদের জন্য দুঃসংবাদ বর্ণনা করেছেন, উভয় ইহুদি এবং পরজাতীয়দের জন্য, তাদের নৈতিক দেউলিয়াত্ব প্রদর্শন করে এবং ব্যক্তিগত ভ্রষ্টতার মাধ্যমে। তিনি ব্যবস্থার আনুগত্যের মাধ্যমে পরিত্রাণ অর্জনে পাপী পুরুষদের অক্ষমতার উপর জোর দেন। তিনি বলেন যে ব্যবস্থার মাধ্যমে, প্রত্যেকের মুখ বন্ধ করা হয় এবং সকলেই ঈশ্বরের সামনে দোষী হয়। আর তারপরে তিনি শেষ করেন, ৩ অধ্যায় ২০ পদে, “যেহেতুক ব্যবস্থার কাজ দ্বারা কোন প্রাণী তাঁহার সাক্ষাতে ধার্মিক গণিত হইবে না, কেননা ব্যবস্থা দ্বারা

পাপের জ্ঞান জন্মে।” এই চিত্রটি বিবর্ণ বা অস্পষ্ট। কিভাবে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ বা ধার্মিক থাকতে পারেন এবং কেউ তাদের পাপের আলোকে পরিত্রাণ পেতে পারে? ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ এবং তাঁর সামনে গ্রহণ করার জন্য মানুষের নিখুঁত ধার্মিকতা প্রয়োজন। অধিকন্তু, প্রভুকে অবশ্যই মানুষের সমস্ত পাপের শাস্তি দিতে হবে। ঠিক আছে যা আমাদের সামনে দ্বিধা স্থাপন করে তা হল, পবিত্র ঈশ্বর, পাপী মানুষ– এই দুটিকে কীভাবে একত্রিত করা যায়?

পৌল তারপরে সুসমাচারের দিকে ফিরে যান, আমাদের পাঠ্য, অধ্যায় ৩:২০ এবং ২১ পদে। আর তিনি রোমীয় ৩:২১ পদ থেকে রোমীয় ৫ অধ্যায় পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হওয়ার শিক্ষাতত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন,আমরা শুরুতে যে শব্দগুলি উদ্ধৃত করেছি, তিনি ব্যবস্থা ব্যতীত ঈশ্বরের ধার্মিকতার কথা বলেন, অর্থাৎ,ব্যবস্থার প্রতি মানুষের নিখুঁত আনুগত্যের রেকর্ড (নথিভুক্ত) ছাড়াই। তিনি আরও বলেছেন, ২৮ পদে, “কেননা আমাদের মীমাংসা এই যে, ব্যবস্থার কার্জ্য ব্যতিরেকে বিশ্বাস দ্বারাই মনুষ্য ধার্মিক গণিত হয়।” সুতরাং,যা প্রয়োজন এবং প্রভু যা প্রদান করেন তা হল একটি ধার্মিকতা যা মানুষের বাইরে পাওয়া যায়,মানুষের মধ্যে নয়। আচ্ছা, তাহলে সেটা কোথায় অবস্থিত? এটি একটি ধার্মিকতা যা যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে সুরক্ষিত। বিশ্বাসীদের জন্য,খ্রীষ্ট হলেন,প্রভু আমাদের ধার্মিকতা। খ্রীষ্ট পাপ ছাড়াই সমস্ত বিষয়ে নিখুঁত সামঞ্জস্যের সাথে ঈশ্বরের ব্যবস্থা মেনেছেন। আর একটি বিকল্প হিসাবে, তিনি নির্বাচিতদের পাপের,ব্যবস্থার ভঙ্গের জন্য সম্পূর্ণ শাস্তি এবং শাস্তি বহন করেছিলেন।

আচ্ছা, কিভাবে পাপীরা খ্রীষ্টের ধার্মিকতা গ্রহণ করে এবং উপকৃত হয়? আমাদের পাঠে পৌল বলেন যে এটা বিশ্বাস দ্বারা হয়। বিশ্বাস খ্রীষ্টকে এবং তিনি যা কিছু করেছেন সেই সমস্তকে উপযুক্ত করে। কারণ এটি বিশ্বাসের দ্বারা এবং কাজ বা মানুষের যোগ্যতা দ্বারা নয়, এটি সমস্ত এবং সম্পূর্ণরূপে অনুগ্রহ। ঈশ্বর অদম্য অনুগ্রহ প্রদান করেন। ২৪ পদে, পৌল বলেছেন, “খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তি দ্বারা, ধার্মিক গণিত হয়।” ঠিক আছে এটি মানুষের পক্ষ থেকে সমস্ত গর্ব দূর করে, যেমনটি আপনি ২৭ পদে দেখতে পাচ্ছেন। সুতরাং খ্রীষ্টের মধ্যে এবং তাঁর মাধ্যমে পরিত্রাণ আমাদের পূর্বের প্রশ্নের উত্তর দেয় কিভাবে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ হতে পারেন, আর কীভাবে মানুষ এখনও পরিত্রাণ পেতে পারে। পদ ২৬-এ, আমরা পড়ি “যেন এক্ষণে যথাকালে আপনি (অর্থাৎ ঈশ্বর) ধার্মিক থাকেন এবং যে কেহ যীশুতে বিশ্বাস করে, তাহাকেও ধার্মিক গণনা করনে।” সুতরাং ধার্মিক গণিত হওয়ার শিক্ষাতত্ত্ব উত্তর প্রদান করে। ঈশ্বরের ন্যায়বিচার খ্রীষ্টের নিখুঁত ধার্মিকতায় স্ব-উন্নত করা হয়, আর বিশ্বাসী খ্রীষ্টের ধার্মিকতার ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত হয়, যা বিশ্বাসী শুধুমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা এবং অনুগ্রহের দ্বারা গ্রহণ করে।

এটি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়,অন্তত একটি প্রাথমিক উপায়ে ধার্মিক গণিত হওয়ার শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে। কিন্তু স্পষ্টতই আমাদের আরও বিশদ রূপ এটি জানতে হবে–এর অর্থ কী এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য স্পষ্ট করতে হবে। আর তাই এই বক্তৃতার বাকি অংশে আমরা অন্বেষণ করবো শাস্ত্র ধার্মিক গণিত হওয়া সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় এবং পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে এর স্থান কিরূপ।

সুতরাং এটি আমাদের নিয়ে আসে, দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিক গণিত হওয়ার একটি শিক্ষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিবেচনা করার জন্য। আমরা “ধার্মিক” শব্দের একটি সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করি। ধার্মিক এমন একটি শব্দ নয় যা লোকেরা বাড়িতে এবং আশেপাশে তাদের সাধারণ বক্তৃতায় ব্যবহার করে, তবে এটি বাইবেলে পাওয়া একটি শিক্ষাতাত্ত্বিক শব্দ এবং আমাদের এটি সংজ্ঞায়িত করতে হবে। আমরা এই বক্তৃতায় পরে ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ-এ আসবো, তবে ওয়েস্টমিনস্টার শর্টার ক্যাটিসিজম, প্রশ্ন ৩৩-এ আমাদের একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা রয়েছে; “ধার্মিক গণিত হওয়া কী?” উত্তর হল, “ধার্মিক গণিত হওয়া হল ঈশ্বরের স্বাধীন অনুগ্রহের একটি কাজ, যেখানে তিনি আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন এবং আমাদেরকে তাঁর দৃষ্টিতে ধার্মিক হিসাবে গ্রহণ করেন, শুধুমাত্র খ্রীষ্টের ধার্মিকতার জন্য যা আমাদের কাছে অভিহিত করা হয়েছে, আর শুধুমাত্র বিশ্বাস দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে।” সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ধার্মিক গণিত হওয়া এই প্রশ্নের উত্তর দেয় যে, “কীভাবে অধার্মিক পাপীদের একজন ন্যায়পরায়ণ এবং পবিত্র ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সঠিক করা যায়?” অধার্মিক পাপীদের সব কিছুর উপরে ধার্মিকতা প্রয়োজন এবং ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাধ্যমে এই ধার্মিকতা সরবরাহ করেন। সুতরাং ধার্মিক গণিত হওয়া একটি আইনি শব্দ যা একটি আইনি লেনদেনকে বর্ণনা করে। এটি ঈশ্বরের এককালীন, আদালত-সম্মন্ধীয় কাজকে নির্দেশ করে, যা একজন ব্যক্তিকে ঈশ্বর এবং তার বিচারের বিচারাসনের সামনে ধার্মিক ঘোষণা করে। সুতরাং এটি এক সময় ঘটেছে কিন্তু সব সময়ের জন্যই প্রযোজ্য। এটি এমন কিছু নয় যা চলমান। ধার্মিক গণিত হওয়া কোন একটি প্রক্রিয়া নয়। সুতরাং এটি এক সময়ের জন্য, তবে এটি সর্বকালের জন্যও। তাই ঈশ্বর একবার ন্যায্যতা আনলে, এটি স্থায়ী হয়। এটা হারানো যাবে না।

আপনি লক্ষ্য করবেন, মানুষকে ধার্মিক করা হয় না। সুতরাং এটি একটি অন্তর্নিহিত ধার্মিকতার উল্লেখ করছে না; এটি তার অভ্যন্তরীণ চরিত্রের পরিবর্তনকে নির্দেশ করছে না, উদাহারণস্বরূপ যেমন আমাদের আছে, পবিত্রকরণে, যা আমরা পরবর্তী লেকচারে বিবেচনা করব। তাকে ধার্মিক ঘোষণা করা হয়। তাই তাকে ধার্মিক ঘোষণা করা হয়েছে; এর

মানে এটা তার মর্যাদা বর্ণনা করছে– ঈশ্বরের সামনে তার আইনি অবস্থা বর্ণনা করে। আচ্ছা তিনি কিভাবে ধার্মিক ঘোষণা করলেন? কারণ স্পষ্টতই, সেই ব্যাক্তি অধার্মিক ছিল। এটা বিশ্বাসীর প্রতি খ্রীষ্টের ধার্মিকতা আরোপিত করার মাধ্যমে। সুতরাং "আরোপিত" শব্দের অর্থ হল "কিছু দেওয়া" বা "কারো অ্যাকাউন্টে জমা করা" বা "কিছু গণনা করা"। আর সুসমাচার বোঝার জন্য এটি অপরিহার্য। খ্রীষ্টের ধার্মিকতা আইনত বিশ্বাসীর অ্যাকাউন্টে জমা হয়, যাতে এটি আইনত তার নিজের হিসাবে দেখা হয়।

আপনি আগের মডিউলের একটি আগের বক্তৃতা থেকে মনে করতে পারেন, বাইবেল তিনটি আরোপণ্ শেখায়। আদমের পাপ তাঁর বংশধরদের প্রতি আরোপিত হয়েছে। তারপরে খ্রীষ্টের উপর মনোনীতদের পাপ আরোপিত হয়েছে। খ্রীষ্ট নিজে পাপী নন,তবে তিনি এটি তার অ্যাকাউন্টে জমা নিয়েছেন, তাই তিনি এর জন্য শাস্তি বহন করতে পারেন। আর তারপরে তৃতীয়ত, খ্রীষ্টের ধার্মিকতা, যা মনোনীতদের উপর আরোপিত করা হয়। "আরোপিত" শব্দটি বেশ কয়েকবার ব্যবহার করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, রোমান ৪-এ। আপনি ধারণাটি অনেক জায়গায় দেখতে পাবেম, যেমন ২ করিন্থীয় ৫:২১, যেখানে যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপ সউরপ করিলেন যেন আমরা তাহাঁতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা সরপ হই।" দেখুন ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ১ এটিকে কীভাবে বলে। এটি বলে, "তিনি স্বাধীনভাবে ধার্মিক গণনা করেন; তাদের মধ্যে ধার্মিকতা প্রবিষ্ট করিয়া নয়,কিন্তু তাদের পাপ ক্ষমা করে এবং তাদের ব্যক্তিত্বদেরকে ধার্মিক হিসাবে গণ্য করার এবং গ্রহণ করার মাধ্যমে: তাদের মধ্যে তৈরি করা বা তাদের দ্বারা করা কোন কিছুর জন্য নয়, শুধুমাত্র খ্রীষ্টের জন্য।"

সুতরাং আসুন এটিকে আরও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হ'ল ধার্মিক গণিত হওয়ার ভিত্তি এবং ধার্মিক গণিত হওয়ার মাধ্যম। আপনি যখন এগুলিকে একত্রিত করেন, বা তাদের বিভ্রান্ত করেন, বা আপনি যদি একে অপরের সাথে প্রতিস্থাপন করেন, তখন আপনি সমস্ত ধরণের গুরুতর ভুলের মধ্যে পড়বেন যা সুসমাচারকে দুর্বল করে। তাই আমাদের ধার্মিক গণিত হওয়ার ভিত্তি এবং মাধ্যমের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। আমরা ভিত্তি দিয়ে শুরু করব–ধার্মিক গণিত হওয়ার ভিত্তি। আর আমরা এটি কী নয় তা বর্ণনা করব এবং তারপরে এটি কী তা বর্ণনা করব।

তাই ধার্মিক গণিত হওয়ার ভিত্তি আমাদের মধ্যে ধার্মিকতা তৈরি করে না। তাই আমরা আগে উল্লেখ করেছি,এটি এমন নয় যে, ঈশ্বর আমাদের তৈরি করছেন বা আমাদের নৈতিক চরিত্রে ধার্মিকতা স্থাপন করছেন। এটিও ভিত্তি নয় যে আমাদের দ্বারা ন্যায়পরায়ণতা উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং এটি ব্যবস্থার প্রতি আমাদের আনুগত্যের প্রচেষ্টা নয় এবং আমাদের মানবিক যোগ্যতা নয়, যেন আমরা ঈশ্বরের সামনে কোনভাবে ন্যায়পরায়ণ হওয়ার ক্ষমতার জন্য কিছু প্রদান করছি। এর সঙ্গে এটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি খ্রীষ্টে আমাদের বিশ্বাসও নয়। ধার্মিক গণিত হওয়ার ভিত্তি হল আমাদের বিশ্বাসও নয়। যদি তা হয়, তাহলে একজন ব্যক্তি খ্রীষ্টের উপর আস্থা রাখার পরিবর্তে নিজ বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করবে। আপনি পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন। এটি বিশ্বাসকে এমন এক জিনিস হিসাবে দেখায় যা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে অবদান রাখে। তাই বিশ্বাস সেই ভিত্তি নয়। আমরা এটি সম্পর্কে এক মুহূর্তের মধ্যে আরো দেখবো। আবার, ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ১ বলে, "বিশ্বাসকে নিজেরাই, বিশ্বাসের কাজ, বা অন্য কোনো ধর্মপ্রচারের আনুগত্যকে তাদের ধার্মিকতা বলে অভিহিত করে না; কিন্তু খ্রীষ্টের আনুগত্য ও সন্তুষ্টিকে তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে, তারা বিশ্বাসের দ্বারা তাঁকে এবং তাঁর ধার্মিকতা গ্রহণ করে এবং তার উপর নির্ভর করে; যে বিশ্বাস তাদের নিজেদের মধ্যে নেই;এটি ঈশ্বরের উপহার।"

তবে আমরা ধার্মিক গণিত হওয়ার ভিত্তি কী নয়, সে সম্পর্কে কথা বলেছি। আচ্ছা, তাহলে এটি কি হলো? সর্ব প্রথম, এটি একটি আপরিচিত ধার্মিকতা। এর অর্থ হল,এটি একটি ধার্মিকতা যা আমাদের বাইরে রয়েছে। এটি আমাদের বাইরে থেকে আসে। আরও নির্দিষ্টভাবে, এটি খ্রীষ্টের ধার্মিকতা– খ্রীষ্টের নিখুঁত ধার্মিকতা এবং ব্যবস্থার সমস্ত দাবির প্রতি তাঁর নিখুঁত আনুগত্যের নথি/লেখ্য। কখন যীশু আইন মান্য করেছিলেন, তিনি তাঁর লোকেদের পক্ষে একটি বিকল্প হিসাবে তা করেছিলেন, যেন মানবতার মধ্যে, ধার্মিকতার একটি নিখুঁত নথি/ প্রমাণ থাকে যা তখন তাঁর লোকেদের অ্যাকাউন্টে জমা হয়। উলঙ্ঘন করা ব্যবস্থার দাবী মেটানোর জন্য, তাঁর লোকেদের জন্য পাপের শাস্তি বহন করার জন্যও তিনি তা করেছিলেন। তাই ধার্মিক গণিত হওয়ার এই ভিত্তি হল খ্রীষ্টের–স্বয়ং ধার্মিকতা। ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ৩ বলে, "খ্রীষ্ট, তাঁর আনুগত্য এবং মৃত্যুর দ্বারা, যারা ধার্মিক গণিত হয়েছে সেই সকলের ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করেছিলেন এবং তাদের পক্ষে তাঁর পিতার ন্যায়বিচারকে যথাযথ,বাস্তব এবং সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি করেছিলেন। তথাপি, যদিও তিনি তাদের জন্য পিতার দ্বারা প্রদত্ত হয়েছিলেন, আর তার আনুগত্য এবং সন্তুষ্টি তাদের পরিবর্তে গৃহীত হয়েছিল এবং উভয়ই স্বাধীনভাবে, তাদের মধ্যে থাকা কোন কিছুর জন্য নয়, তাদের ধার্মিক গণনা শুধুমাত্র বিনামূল্যে অনুগ্রহের জন্য হয়েছিল; যেন পাপীদের ন্যায়বিচারের মধ্যে ঈশ্বরের সঠিক ন্যায়বিচার এবং সমৃদ্ধ অনুগ্রহ উভয়ই মহিমান্বিত হতে পারে।" সুতরাং প্রশ্ন হল, "ধার্মিক গণিত হওয়ার ভিত্তি কী?" এটি হল খ্রীষ্টের ধার্মিকতা।

তারপরে, আমরা ধার্মিক গণিত হওয়ার মাধ্যমটি বিবেচনা করতে পারি এবং মাধ্যমটি হল শুধুমাত্র বিশ্বাস। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ২, বলে "বিশ্বাস, খ্রীষ্ট এবং তাঁর ধার্মিকতাকে গ্রহণ করা এবং আস্থা রাখা, এটি হল ধার্মিক গণিত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম বা উপকরণ।" সুতরাং ধার্মিক গণিত হওয়ার জন্য উপকরণ, প্রথমত, এটি বিশ্বাসের কারণে ধার্মিক গণিত হয়নি, যেমনটি আমরা দেখেছি,কিন্তু এটি হল বিশ্বাসের জন্য প্রদত্ত। আমরা যেমন উল্লেখ করেছি, বিশ্বাস ভিত্তি নয়। বিশ্বাস ধার্মিক গণিত হওয়ার পরিণতিও নয়। এটি এমন কিছু নয় যা ধার্মিক গণিত হওয়ার ফলে আসে। না, এটি প্রথমে আসে। এটা শুধুমাত্র বিশ্বাস দ্বারা আমরা ধার্মিক গণিত হই। তবে এটি কী? বিশ্বাস হল বাহন, এটি একটি উপকরণ বা মাধ্যম, উপায়, যার মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের ধার্মিকতার গুণাবলী লাভ করি। ঈশ্বর অনন্তকাল ধরে আদেশ করেছিলেন যে মনোনীতরা ধার্মিক গণিত হবে। কিন্তু এটি প্রয়োগ করা হয়-তারা প্রকৃতপক্ষে ন্যায়পরায়ণ হয়-সময়ে,যখন তারা বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে। আর তাই বিশ্বাস হল যীশু খ্রীষ্টের গুণাবলীকে গ্রহণ করার উপায়। এটি বিশ্বাস করা, নির্ভর করা, গ্রহণ করা এবং আস্থা রাখা, শুধুমাত্র খ্রীষ্টের উপর এবং তিনি যা করেছেন তার উপর। আমরা বিশ্বাসের উপর আমাদের বক্তৃতায় এটি আরও সম্পূর্ণরূপে দেখেছি।

কিন্তু এটি শুধুমাত্র বিশ্বাস– শুধুমাত্র বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিক গণিত হয়েছে। তার মানে, শুধুমাত্র বিশ্বাস, ব্যবস্থার কাজ ছাড়াই, বা মানবিক যোগ্যতা ছাড়াই, বা আমাদের ভাল কাজগুলি কিছু অবদান রাখে না। বিশ্বাসের ধরণের কারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাস প্রভুর জন্য কিছু অবদান রাখে না। বিশ্বাস হল একটি অনুগ্রহ যার মাধ্যমে আমরা কিছু পাচ্ছি। আমরা কেবল খ্রীষ্টকে এবং খ্রীষ্টের গুণাবলী এবং তিনি যা কিছু সম্পন্ন করেছেন তা গ্রহণ করছি। তাই এটি সুসমাচারের অনুগ্রহ দেখানোর জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত। এটি বিশ্বাস এবং অনুতাপ নয়, বিশ্বাস এবং ভাল কাজ বা বিশ্বাস এবং শুদ্ধিকরণ নয়– এটি শুধুমাত্র বিশ্বাস।

এরপরে, আমাদের ভালো কাজের সাথে ধার্মিক গণিত হওয়ার সম্পর্ক বিবেচনা করা উচিত। ধার্মিক গণিত হওয়া শুধুমাত্র অনুগ্রহের দ্বারা, শুধুমাত্র বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রাপ্ত, শুধুমাত্র খ্রীষ্টের মধ্যস্থতার মাধ্যমে সম্ভব। তাই এটি সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যে অনুগ্রহ দ্বারা প্রাপ্ত। পৌল রোমানদের কাছে তাঁর চিঠিতে, গালাতীয়দের এবং অন্যান্য অনেক জায়গায় এটিকে জোর দিয়ে বলেছেন। এটি কাজের দ্বারা নয়। রোমীয় ৪:৪ পদ বলে, "যে কার্জ করে, তাহার বেতন ত তাহার পক্ষে অনুগ্রহের বিষয় বলিয়া নয়, প্রাপ্য বলিয়া গণিত হয়।" অন্য কথায়, যদি আমরা কাজের উপর নির্ভর করি, তাহলে আমরা এমন কিছুর জন্য অর্থ প্রদান করছি যেটির বিনিময়ে আমরা সেটি দাবী করি। আমরা কিছুই পাইনা। আমরা কিছু অবদান রাখি না। কাজ হল অনুগ্রহের বিপরীত। আর তাই, যখন আপনি এই টুকরোগুলিকে একত্রিত করেন, তখন আপনি বুঝতে পারেন যে এটি ভাল কাজের সাথে মিশ্রিত বিশ্বাস নয় যা পরিত্রাণে পরিণত হয় বরং এটি বিশ্বাস যা ধার্মিক গণিত হওয়ার ফল দেয়, যা ফলস্বরূপ পবিত্রতায় ভাল কাজের ফল বহন করে। তাই শুদ্ধিকরণের ফলপ্রসূতা অবশ্যই প্রয়োজনে,ধার্মিক গণিত হওয়ার বাইরে প্রবাহিত হবে। কিন্তু এটা শুধুমাত্র বিশ্বাস দ্বারা, বিশ্বাস এবং অন্যান্য জিনিসের মিশ্রনের দ্বারা নয়। সুতরাং এটি শুধুমাত্র বিশ্বাস দ্বারা, তবে সেই বিশ্বাস একা থাকে না। ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ২; "বিশ্বাস, এইভাবে খ্রীষ্ট এবং তাঁর ধার্মিকতাকে গ্রহণ করা এবং নির্ভর করে, এই ধার্মিক গণিত হওয়ার একমাত্র উপকরণ; তবুও এটি একা ধার্মিক গণিত হওয়া ব্যক্তির মধ্যে থাকে না, কিন্তু সবসময় অন্যান্য সমস্ত রক্ষাকারী অনুগ্রহের সাথে থাকে এবং এটি কোন মৃত বিশ্বাস নয়, কিন্তু এটি প্রেমের দ্বারা কাজ করে।" আমরা এই বিষয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে শুদ্ধিকরণের উপর আমাদের বক্তৃতায়, আরও সম্পূর্ণরূপে আমরা কথা বলবো।

এর পরে,আমাদের কাছে ধার্মিক গণিত হওয়ার নৈতিক প্রেরণা রয়েছে। এখানে সমস্যা হল রোমান ক্যাথলিক এবং অন্যরা বলবে, "বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হওয়ার এই শিক্ষার পরিণামস্বরূপ উদারতা উৎপন্ন করে। যদি লোকেরা কেবল বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হয়, তাদের যা করতে হয় তা ছাড়াই, তবে তারা অনুভব করবে যে ভালো কাজগুলি মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং তাই, তারা তাদের ইচ্ছামতো জীবনযাপন করতে পারে এবং তারা যা চায় তাই করতে পারে। এর ফলে নৈতিক অবক্ষয় ঘটবে।" এটি একটা মিথ্যা অভিযোগ। বাইবেল কী বলে? বাইবেল একেবারে বিপরীত কথা বলে। এটি বলে, যারা ধার্মিক গণিত হয়েছে তাদের কাছে সেই সব ধরণের জিনিস আছে যা তা থেকে প্রবাহিত হয়। আপনি রোমীয় ৫:১ এবং পরবর্তি পদের দিকে তাকান, এটি বলে, "অতএব বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হওয়াতে"– এবং তারপরে এটি তার পরিপ্রেক্ষিতে আসা জিনিসগুলিকে তালিকাভুক্ত করে– ঈশ্বরের সাথে আমাদের শান্তি আছে, এই অনুগ্রহে প্রবেশ করতে যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আশায় আনন্দ করুন, ক্লেশে গৌরব করুন এবং আরও অনেক কিছু।

রোমান ক্যাথলিকরা বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি করাতে যা হারাচ্ছে, তা বিশ্বাসীর উপর বিষয়গতভাবে যে প্রভাব ফেলেছে তা বোঝা যাচ্ছে। যখন বিশ্বাসী সুসমাচারে সন্মুখিন হয় এবং খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে এবং বুঝতে পারে যে সমস্ত কিছু প্রভুর দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে, তারা নোংরা, দূষিত পাপী, যারা নরকের যোগ্য, যে ঈশ্বর

অনুগ্রহের সাথে কাজের মাধ্যমে তাঁর সামনে গ্রহণযোগ্যতার একটি উপায় প্রদান করেছেন, তা হল যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে,যা তাদের অবাধে দেওয়া হয় এবং বিশ্বাসের দ্বারা গৃহীত হয়, বিশ্বাসীদের যে প্রতিক্রিয়া হয়, যে প্রভাব সৃষ্টি করে তা হল প্রেম– অপ্রতিরোধ্য কৃতজ্ঞতা! কী অদ্ভূদ ঈশ্বর! এবং কী মহান এক ত্রাণকর্তা! অনুগ্রহের কী অপূর্ব ঐশ্বর্য যে তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়! আর এর ফলে কৃতজ্ঞতা আসে এবং তার জন্য একটি তীব্র ভালবাসা উত্থিত হয়। আর সেগুলি হল প্রেরণা– শক্তিশালী প্রেরণা, যেগুলি তারপরে তাঁর মহিমান্বিত হওয়ার এবং তাঁর উপাসনা করার এবং তাঁকে খুশি করার এবং তাঁর সেবা করার এবং তাঁর আনুগত্য করার এবং তাঁকে অনুসরণ করার এবং আরও অনেক কিছু করার জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষাকে উস্কে দেয়। কৃতজ্ঞতা এবং ভালবাসার এই প্রেরণাগুলি রোমান ক্যাথলিকরা যে দাসত্বের আনুগত্যের উপর আমাদের নির্ভর করতে বলে তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। "আমাকে কিছু করতে হবে, যেন ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য পর্যাপ্ত ভাল কাজ করা যায় এবং তাঁর সামনে গৃহীত হয়।" না, কৃতজ্ঞতা এবং ভালবাসা বিশ্বাসীর আত্মায় অনেক বেশি শক্তিশালী।

ভাল এটি আমাদের নিয়ে আসে, তৃতীয়ত, এই শিক্ষাতিকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বিবেচনা করার জন্য এবং আমাদের রোমান ক্যাথলিকবাদের সাথে কিছু সমস্যা সমাধান করতে হবে,কারণ সংস্কারের সময়, বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হওয়ার শিক্ষাটি গুরুতর সংঘাতের প্রেক্ষাপটে পরিণত হয়েছিল। আপনি লক্ষ্য করবেন, এই বক্তৃতায় আমরা যা অন্তর্ভুক্ত করেছি তাতে, রোম এবং বাইবেলের,সুসমাচারের সত্য– প্রোটেস্ট্যান্টিজমের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। রোম বলে যে ধার্মিক গণিত হওয়া একটি প্রবিষ্ট অনুগ্রহ। তাই ঈশ্বর আসেন এবং তিনি আত্মার মধ্যে অনুগ্রহ ঢেলে দেন এবং এটিই তাদের পুরো (sacerdotalism) ধর্মবাদের সিস্টেমের পিছনে রয়েছে। তাদের সাতটি ধর্মানুষ্ঠান আছে, আর তাই হয় কী, যে লোকেরা আসে এবং তারা দলগত মূর্তিপূজায় অংশ নেয় এবং তারা বিশ্বাস করে যে গণ গ্রহণের মাধ্যমে, তারা প্রকৃতপক্ষে শারীরিকভাবে যীশুর দেহ এবং রক্ত খাচ্ছে এবং এটি তাদের আত্মায় অনুগ্রহ সঞ্চার করে। আর একই বিষয় তপস্যা/প্রায়শ্চিত্ত এবং পবিত্র অনুলেপন এই সকলের মধ্যেই সত্য। এর বিপরীতে, বাইবেল শিক্ষা দেয়, যেমনটি আমরা ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ১-এ দেখেছি যে এটিকে আরোপিত ধার্মিকতা–আরোপিত অনুগ্রহ বলে অভিহিত করা হয়, সঞ্চারিত অনুগ্রহ নয়। সুতরাং সেই পার্থক্যটি হল আমাদের কাছে সুসমাচার আছে নাকি আমরা সুসমাচার ত্যাগ করেছি। এই কারণেই লুথার বলেছিলেন, এই নিবন্ধের উপর মণ্ডলী দাঁড়ায় বা পড়ে যায়।

অধিকন্তু, রোমান ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করে যে বাপ্তিষ্ম হল ধার্মিক গণিত হওয়ার মাধ্যম, ঈশ্বর বাপ্তিষ্মে আসল পাপ ধুয়ে দেন এবং তারপরে প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। তাই চলমান পাপের মোকাবিলা করতে হবে আত্মায় চলমান প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে। এটা কী করে? বাপ্তিষ্ম এবং প্রায়শ্চিত্ত এবং অন্যান্য জিনিসগুলি শুধুমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হওয়ার শিক্ষাকে কেড়ে নেয়, আর এটি কাজগুলির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, যাতে আমরা যা করি তা দ্বারা আমরা ধার্মিক গণিত হতে পারি– বাপ্তিষ্ম, প্রায়শ্চিত্ত, গণ গ্রহণ, মিলন ইত্যাদি। সুতরাং এটি আসলে সুসমাচারকে অবমূল্যায়ন করছে। এটি সেই জিনিস যা পৌল তাঁর পত্রগুলিতে জুডাইজারদের সাথে মুখোমুখি হয়ে আমাদের বলেছেন, যারা নিজেদের মধ্যে কিছু যোগ্যতার উপর নির্ভর করতে সক্ষম হতে চেয়েছিল।

এই আপাত স্ববিরোধিতা কে নিয়ে আমরা কী করব? কারণ একদিকে, গালাতীয় ২:১৬ পদে, পৌল নিজেই লিখেছেন এবং তিনি অনেকে পুস্তকের মধ্যে একই কথা বলেছেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৫– লেকচার ৭

দত্তকপুত্র সংক্রান্ত শিক্ষা

কল্পনা করুন একটি দরিদ্র, দারিদ্র্যপীড়িত ছেলে, একটি বড় শহরের আবর্জনার স্তূপে বাস করে। তাকে দিনের পর দিন নিজেকে সামলাতে হয়, খাওয়ার জন্য বর্জিতাংশ খুঁজে বের করার জন্য আবর্জনা বাছাই করতে হয়, তার শরীরে কিছু ছেঁড়া কাপড় ছাড়া কিছুই নেই। তার কোনো আশ্রয় নেই, কোনো সম্পদ নেই, কোনো সুরক্ষা নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কোনো আশা নেই। সর্বোপরি, তাকে একজন বিপজ্জনক অপরাধীর দাসত্বের সেবায় বাধ্য করা হয়ে, যে তাকে তার পক্ষে মিথ্যা বলতে এবং চুরি করতে শেখায়, কিন্তু তবুও যে তাকে তার কাজের জন্য কিছুই দেয় না। ছেলেটি ভালোবাসার কিছুই জানে না। তারপরে একজন ভদ্রলোক আসে যিনি লক্ষ্য করেন এবং ছেলেটির প্রতি আগ্রহী হন। সেই আগ্রহ তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার এবং তাকে তার নিজের পরিবারে দত্তক নেওয়ার সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায়। ব্যবস্থা সুরক্ষিত করার জন্য আইনি নথিগুলি সম্পন্ন করা হয়। শীঘ্রই ছেলেটি আবিষ্কার করে যে এটি কোন সাধারণ মানুষ নয়। তিনি রাজ্যের রাজা এবং তাই, একটি দুর্দান্ত গাড়ি ছেলেটিকে তার নতুন বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে। সে রাজার বিশাল দরজা পেরিয়ে, প্রাসাদে ভেরতে যায় এবং মেঝেতে মার্বেল, সোনা এবং এমন সমস্ত জিনিস রয়েছে যা সে আগে কখনও দেখেনি। তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিস্তীর্ণ ঘরে যা হবে তার শোবার ঘর। তার আদেশের অপেক্ষায় বেশ কিছু চাকর নিয়োগ করা হয়েছে। আর তাই সে স্নান করে, বৈভবশালী পোশাক পরে এবং তার সাথে আসা সমস্ত আরাম পেয়েছে। তারপর তাকে খাবারের বড় ভবনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে একটি টেবিলে একটি আসন দেওয়া হয় যেটি প্রচুর পরিমাণে খাবারের সাথে পরিপূর্ণ রয়েছে। চাকরেরা তাকে ব্যাখ্যা করে যে তার একটি নতুন নাম রয়েছে এবং পরিবারের রাজপুত্র হিসাবে তার একটি নতুন মর্যাদা রয়েছে। এখন থেকে, তার সুরক্ষা থাকবে, তার ব্যবস্থা থাকবে, তার ব্যক্তিগত চাকর থাকবে এবং একজন রাজপুত্র হিসাবে, তার ভবিষ্যতের উত্তরাধিকার থাকবে। কিন্তু সর্বোপরি, সে রাজার অবাধ ভালবাসা পাবেন, তার পিতা হিসাবে, তার কাছে এবং তার সিংহাসনে সীমাহীন প্রবেশাধিকার সহ সেই সমস্ত স্নেহ এবং কোমল যত্ন পাবেন যা সে কল্পনা করতে পারে।

ভাল আশ্চর্যজনক শোনাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এটা সত্য হতে খুব কঠিন মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা আসলে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের আধ্যাত্মিক দত্তক প্রদানের তুলনায় অনেক কম। তাঁর লোকেরা পাপের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। তারা পাপের দারিদ্রের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জীবন যাপন করছে। তারা আসলে শয়তানের সন্তান, অত্যাচারীদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। তাদের সেই পাপপূর্ণ মর্যাদার সাথে আসা সমস্ত অবক্ষয় রয়েছে। ঈশ্বর আসেন এবং সার্বভৌমভাবে তাঁর অনুগ্রহে উদ্যোগ নেন এবং তিনি একজন পাপীকে তাঁর পরিবারে গ্রহণ করেন এবং তাদের পরিবারের সদস্য এবং জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে তাদের নতুন মর্যাদার বিশেষাধিকার প্রদান করেন। একটি নতুন নাম, সুরক্ষা এবং বিধান প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে যা ঘটবে তা একটি চিরন্তন উত্তরাধিকারের প্রতিশ্রুতি দেয়। সর্বোপরি, বিশ্বাসীর পিতার কাছে এবং তাঁর সিংহাসনে এবং স্বর্গীয় পিতার সান্নিধ্যে সমস্ত কোমল স্নেহের সীমাহীন প্রবেশাধিকার রয়েছে।

ভাল এটি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়, অন্তত একটি সরাসরি উপায়ে, দত্তক নেওয়ার এই মতবাদের সাথে। শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই পঞ্চম মডিউলের বক্তৃতাগুলির সিরিজটি পরিত্রাণের শিক্ষার অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত। উদ্দেশ্য হল বাইবেল কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা যে আত্মা কীভাবে খ্রীষ্টের মুক্তিকে বিশ্বাসীর ব্যক্তিগত আত্মার জন্য প্রয়োগ করে। তাই এই বর্তমান বক্তৃতায়, আমরা দত্তক গ্রহণের শিক্ষা বিবেচনা করব। আমরা প্রথমত, এই মতবাদের বিষয়ে আমাদের বিবেচনার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ শুরু করবো।

আমরা পড়ি, ১ যোহন ৩:১-৩ পদে, "দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আখ্যাত হই; আর আমরা তাহাই বটে। এই জন্য জগৎ আমাদিগকে জানে না, কারণ সে তাঁহাকে জানে নাই। প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান এবং কি হইব, তাহা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা জানি, তিনি যখন

প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাঁহার সমরুপ হইব; কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁহাকে তেমনি দেখিতে পাইব। আর তাঁহার উপরে এই প্রত্যাশা যে কাহারও আছে, সে আপনাকে বিশুদ্ধ করে, যেমন তিনি বিশুদ্ধ।"

এই অনুচ্ছেদ সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করুন। এটি "দেখ" শব্দ দিয়ে শুরু হয়। তাই এখানে প্রেরিত যোহন বলছেন, "দেখ! এই দেখো!"– বিস্ময়ের ভাষা। "আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন যে পিতা তাঁর বিশ্বাসী লোকদের প্রতি যে ভালবাসা দিয়েছেন? আপনি যদি এটি দেখেন তবে আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে এটি সত্যিই কত বিস্ময়কর।" কেন? "কারণ আমাদের বলা হয়েছে," তিনি বলেন, "ঈশ্বরের পুত্র।" এইদিকে ঈশ্বর-তিনি চিরন্তন। তিনি পবিত্রতার অগম্য জ্যোতিতে বাস করেন। আর বিপরীতে, আমরা ধূলিকণা মাত্র,শুধু সৃষ্ট প্রাণী। না, এটা এর চেয়েও অনেক খারাপ। আমরা পাপীষ্ট ধুলো যারা ঘৃণা ও বিদ্রোহ করেছি,আর তাঁকে অসম্মান করেছি। এটা একটা আশ্চর্যজনক অভিমান বা অনুকম্পা হবে, এমনকি ঈশ্বরের জন্য যদি তিনি আমাদের তাঁর দাস বানান। কিন্তু তিনি তার চেয়েও অনেক বেশি করেছেন। তিনি আমাদের দত্তক নেন এবং তিনি বিশ্বাসীদেরকে তাঁর নিজের পরিবারের কক্ষপথে অবিলম্বে নিয়ে আসেন,যারা এত অযোগ্য তাদের উপর পুত্রত্বের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। আর তাই, যোহন বলেছেন, "ঈশ্বর কী আশ্চর্যজনকভাবে প্রেম দেখিয়েছেন– দত্তক পুত্র নেওয়ার প্রেম।"

আপনি এটাও লক্ষ্য করবেন যে পাপী জগৎ এটা দেখতে পায় না। তারা এসব বাস্তবতা জানে না। তারা বিশ্বাসীদের দেখতে পায়, কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে কে তা জানে না– তারা হল জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান এবং ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য। তারা স্বয়ং ঈশ্বরকে জানে না এবং তাই,তারা সত্যই তাঁর সন্তানদের জানতে বা বুঝতে পারে না। লক্ষ্য করুন যে দত্তক নেওয়ার এই বিশেষাধিকারটি একটি বর্তমান বাস্তবতা। আমাদের এখন ঈশ্বরের সন্তান বলা হয়। বিশ্বাসীরা এখানেই এবং এই মুহূর্তেই– ঈশ্বরের পুত্র বা কন্যা। এটি একটি সম্পূর্ণ সত্য এবং একটি অপরিবর্তনীয় অবস্থা। যখন আত্মা খ্রীষ্টে বিশ্বাস রক্ষা করতে আসে, তখন তারা সেই মুহুর্তে দত্তক হয় এবং চিরকাল পুত্র থাকে। আপনি আরও লক্ষ্য করবেন যে দত্তক পুত্র হিসাবে তাদের অবস্থা তাদের অভ্যন্তরীণ চরিত্র থেকে আলাদা। যাইহোক, দত্তক পুত্র হিসাবে, ঈশ্বর তাদের পারিবারিক অবস্থায় রূপান্তরিত করার কাজ চালিয়ে যান। শুদ্ধিকরণ, যা আমরা পরবর্তী বক্তৃতায় বিবেচনা করব যা দত্তকপুত্রতা থেকে প্রবাহিত হয়। পবিত্র আত্মার পরিচর্যার মাধ্যমে বিশ্বাসীকে তাদের বড় দাদা যীশু খ্রীষ্টের অনুরূপ করা হয়। কিন্তু সে কাজ এই পৃথিবীতে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেরা বিষয়টি শেষের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। শেষ দিনে,বিশ্বাসীকে নিখুঁত পাপহীনভাবে খ্রীষ্টের প্রতিরূপের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হবে। তারা তাঁকে দেখতে পাবে,যেমন যোহন বলেছেন, তারা তাঁকে দেখতে পাবে যেমন তিনি আছে এবং দেখতে তাঁকে তার মতো করা হবে। এই বিশেষাধিকার ভবিষ্যতে ঈশ্বরের দত্তক সন্তানের জন্য অপেক্ষা করছে জেনে, এটি অনুগ্রহ এবং খ্রীষ্টীয় পরিপক্কতা বৃদ্ধির জন্য তাদের বর্তমান সাধনাকে ত্বরান্বিত করে।

ভাল এটি আমাদেরকে দত্তক নেওয়ার শিক্ষার কিছু সুবিধার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের বিষয়টি আরও বিশদে বুঝতে হবে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য স্পষ্ট করতে হবে। তাই,এই বক্তৃতার বাকি অংশে, আমরা পরিত্রাণের শিক্ষার মধ্যে দত্তক নেওয়ার স্থান সম্পর্কে বাইবেল আমাদের কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করব।

তাই, দ্বিতীয়ত, আমরা দত্তক নেওয়ার একটি শিক্ষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিবেচনা করব। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ,অধ্যায় ১২ দত্তক নেওয়ার শিক্ষার প্রতি নিবেদিত। এটি বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তার একটি সহায়ক ওভারভিউ প্রদান করে। এখানে এটি যা বলে; "যারা ধার্মিক গণিত হয়েছে, ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্র, যীশু খ্রীষ্টের জন্য, দত্তক গ্রহণের অনুগ্রহের অংশীদার করেছেন, যার দ্বারা, তারা গণিত হয়েছে এবং ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার স্বাধীনতা উপভোগ করছে এবং তাঁর নাম তাদের উপর চিত্রিত করা হয়েছে, তারা দত্তক পুত্রতার আত্মা গ্রহণ করেছে, সাহসের সাথে অনুগ্রহের সিংহাসনে প্রবেশাধিকার পেয়েছে এবং তারা বলতে সক্ষম-আব্বা, পিতা, করুণাময়, সুরক্ষিত, সরবরাহ প্রদানকারী এবং তাঁর দ্বারা শাস্তি পায় যেমন পিতার দ্বারা, তবুও কখনও ত্যাগ করবেন না, কিন্তু মুক্তির দিন পর্যন্ত মুদ্রাঙ্কিত করা হয়েছে এবং চিরস্থায়ী পরিত্রাণের উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারী হবেন।" ঠিক আছে, এটি আমাদের শিক্ষার একটি সহায়ক ওভারভিউ (পরিক্রমা) প্রদান করে।

এর পরে আসুন ঈশতাত্ত্বিক প্রসঙ্গটি বিবেচনা করা যাক। তাহলে আমরা পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে যা শিখেছি সেই সবের মধ্যে দত্তক পুত্রতা কীভাবে সম্পর্কিত। ঠিক আছে,আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দত্তক গ্রহণ, ধার্মিক গণিত হওয়া এটি এককালীন গবেষণার কাজ। সুতরাং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া নয়। এটি ঈশ্বরের পুত্র হওয়ার পথে মুক্তির কাজ। তাই,এতে বিশ্বাসীর আইনগত অবস্থার পরিবর্তন জড়িত,যাতে যারা স্বভাবতই শয়তানের সন্তান, তারা জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান হয়ে ওঠে। এখন চিন্তা করুন কিভাবে এটি অন্যান্য উপাদানের সাথে সম্পর্কিত। আমরা পূর্ববর্তী কোর্সে পূর্বনির্ধারণ সম্পর্কে শিখেছি। সেখানে,নিজের জন্য একজন লোককে বেছে নেওয়ার জন্য ঈশ্বরের সার্বভৌম এবং অনুগ্রহের নির্বাচনের উদ্দেশ্য ছিল পাপী দাসদের দত্তক নেওয়া এবং তাদের বাঁচিয়ে তাঁর পরিবারে আনা। ইফিষীয় ১:৫ পদ বলে, "তিনি

আমাদিগকে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার জন্য দত্তক পুত্রতার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতে নিরূপণও করিয়াছিলেন।” আমরা গালাতীয় ৪:৪ অনুরূপ কিছু দেখতে। তাই পূর্বনির্ধারণে একজন মানুষকে বাঁচানোর জন্য ঈশ্বরের প্রেমময় পছন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিল– তাদেরকে দত্তক অবস্থায় নিয়ে আসার তার অভিপ্রায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আমরা ধার্মিক গণিত হওয়ার সাথে দত্তক গ্রহণের কথাও ভাবতে পারি। ঐতিহাসিকভাবে, কিছু ঈশতত্ত্ববিদরা ধার্মিক গণিত হওয়ার শিরোনামে দত্তক গ্রহণ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু আমরা যেমন ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ-এ দেখতে পাই, এটা আসলে দত্তক এবং ন্যায্যতাকে আলাদা করা সহায়ক। কেমন করে? ঠিক আছে, ধার্মিক গণিত হওয়া আমাদের ধার্মিক হিসাবে গৃহীত হওয়ার সাথে সম্পর্কিত, খ্রীষ্টের আরোপিত ধার্মিকতার দ্বারা এবং এর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশের অনুমতি পায়। যাইহোক দত্তক নেওয়া আমাদের পুত্র রূপে গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত, যার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের পরিবারে অনুমোদিত। তাই এগুলি ভিন্ন। ধার্মিক গণিত হওয়া ভিন্ন, তবে এটি অবশ্যই দত্তক নেওয়া থেকে আলাদা করা যায় না। আপনি একটি ছাড়া অন্যটির কথা চিন্তা করতে পারেন না। এই দুটিই একসাথে আসে। পুনর্জীবনের সাথে দত্তক নেওয়ার সম্পর্কের বিষয়েও চিন্তা করুন, যা আমরা একটি পূর্ববর্তী বক্তৃতায় আলোচনা করেছি। যোহন **১:১২-১৩** পদে বলা হয়েছে, “কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন। তাহারা রক্ত হইতে নয়, মাংসের ইচ্ছা হইতে নয় মানুষের ইচ্ছা হইতেও নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইহতে জাত।” তাই পুনর্জীবনের পূর্বে দত্তক গ্রহণের বিষয়টি রয়েছে। আমরা জীবিত হয়েছি এবং তারপর গৃহীত হয়েছি। সুতরাং পুনর্জীবিত হওয়া হল দত্তক নেওয়ার পূর্বশর্ত। পুনর্জীবিত হওয়ার বিষয়টি নতুন জন্মের সাথে জড়িত, যেখানে দত্তক নেওয়ার সাথে পুত্র হওয়া জড়িত। পুনর্জীবিত হওয়া আমাদের একটি নতুন প্রকৃতি দেয়, দত্তক নেওয়া আমাদের একটি নতুন নাম দেয়। তাই নতুন জন্ম আমাদের ঈশ্বরের দ্বারা দত্তক গ্রহনের অধিকারের জন্য সক্ষম করে।

তারপরে শুদ্ধিকরণের সাথে দত্তক গ্রহণের সম্পর্ক রয়েছে, যা আমরা একটু আগে স্পর্শ করেছি। দত্তক গ্রহণ হল ঈশ্বরের পরিবারে প্রবেশ। শুদ্ধিকরণ হল পরিবারের একটি অংশের মতো বেড়ে উঠতে দেখার প্রক্রিয়া– আমাদের বড় ভাই খ্রীষ্টের মতো। দত্তক নেওয়া একটি এককালীন কাজ,শুদ্ধিকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া।

ভাল এই সব ঈশতাত্ত্বিক বিষয় দত্তক গ্রহণের প্রসঙ্গ স্পষ্ট করতে সাহায্য করে। এরপরে আমাদের দত্তক নেওয়ার সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করতে হবে। এটি সত্যই আমাদের এই শিক্ষার গভীরে নিয়ে যায়। শুরুতে মনে রাখবেন,যোহন বলেছেন, “দেখুন, পিতা আমাদেরকে কী ধরনের ভালবাসা দিয়েছেন।” এখানে,আমরা দত্তক নেওয়ার সুযোগ-সুবিধার বিস্ময়কে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে চাই। আমি উল্লেখ করব যে বেশ কিছু বিষয় আছে।

প্রথমটি হল দত্তক নেওয়ার সময়, আমাদের উপর ঈশ্বরের নাম ধার্জ্য করা হয়। যিরমিয় ভাববাদী, অধ্যায় ১৪ এবং তার ৯ পদ বলেছেন, “তথাপি হে সদাপ্রভু, তুমি আমাদের মধ্যবর্ত্তী, আর আমাদের উপরে তোমার নাম কীর্ত্তীত (আমরা তোমার নামের পরিচয় বহন করি); আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না।” আপনি এই ভাষাটি বাইবেলের অন্য স্থানেও দেখতে পাবেন, এই সত্য যে আমরা “আমাদের উপরে তোমার নাম কীর্ত্তীত (আমরা তোমার নামের পরিচয় বহন করি)” – ঈশ্বরের নাম। এমনকি বাইবেলের শেষে, প্রকাশিত বাক্য **৩:১২** পদে, এটি কীভাবে স্বর্গে বিশ্বাসীকে একটি নতুন নাম দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে কথা বলে। সুতরাং এটি দত্তক নেওয়ার একটি দিক– ঈশ্বর আমাদের উপর তাঁর নাম রাখেন। ঠিক যেমন একটি শিশু যখন একটি মানব পরিবারে দত্তক নেওয়া হয়,তখন তাদের পদবী বা পরিবারের নাম দেওয়া হয়। তাই এটা প্রভুর সঙ্গে একই রকম।

এর পরে, আমরা সাহসের সঙ্গে তাঁর সিংহাসনে সমানে প্রবেশ করি। যদিও তিনি একজন মহান রাজা, রাজাদের রাজা, গৌরবের ঈশ্বর এবং তবুও, দত্তক পুত্র এবং কন্যা হিসাবে, আমরা সাহসের সঙ্গে সেই সিংহাসনে সামনে আসতে পারি। ইব্রিয় **৪:১৬** পদ বলে, “অতএব আইস, আমরা সাহসপূর্ব্বক অনুগ্রহ সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই, যেন দয়া লাভ করি এবং সময়ের উপযোগী উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই।” ইফিষীয় **৩:১২** পদ বলে আমাদের অনুরূপ কিছু বলে। তাই আপনি নিজেকে এই প্রাসাদে একটি ছোট রাজকুমার মনে করতে পারেন। অন্যান্য লোকেরা, তারা কেবল সিংহাসনের ঘরে এসে রাজার সাথে যখন খুশি কথা বলতে পারে না,তবে রাজার ছেলে পারে। বিশ্বাসীদের সঙ্গে এটি একই রকম।

তৃতীয়ত, দত্তক গ্রহণে, বিশ্বাসী “আব্বা, পিতা” বলে ডাকতে সক্ষম হয়। রোমীয় **৮:১৫** বলে, “কিন্তু তোমরা দত্তকপুত্রতার আত্মা পাইয়াছ, যে আত্মাতে আমরা আব্বা, পিতা বলিয়া ডাকিয়া উঠি।” গালাতীয় **৪:৬** পদ বলে, “আর তোমরা পুত্র, এই কারণ ঈশ্বর আপন পুত্রের আত্মাকে আপনার নিকট হইতে আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করিলেন; ইনি “আব্বা, পিতা।” আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে দেখব।

দত্তক নেওয়ার আরেকটি সুবিধা হল যে বিশ্বাসীকে করুণা করা হয় এবং সুরক্ষিত করা হয় এবং স্বর্গীয় পিতার দ্বারা

সমস্ত বিষয় সরবরাহ করা হয়। আমরা গীতসংহিতা ১০৩:১৩-১৪ পদে এই বিষয়ে গান করি; "পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করেন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে, তাহাদের প্রতি তিনি তেমনি করুণা করেন। কারণ তিনিই আমাদের গঠন জানেন; আমরা যে ধূলিমাত্র, ইহা তাঁহার স্মরণে আছে।" আপনারও সুরক্ষা আছে, হিতোপদেশ ১৪:২৬; "সদাপ্রভুর ভয় দৃঢ় বিশ্বাসভূমি; তাঁহার সন্তানগণ আশ্রয় স্থান পাইবে।" অথবা আপনি মথি ৬-এ পার্বত্য উপদেশে যীশুর কথাগুলি মনে করুন, যেখানে তিনি আমাদের সাময়িক চাহিদার কথা বলছেন যেমন তিনি বলেছেন আপনি কী খাবেন এবং আপনি কী পরবেন তা নিয়ে আপনার চিন্তা করার দরকার নেই। আপনি জানেন, বিধর্মীরা বা অন্যজাতিরা সেই জিনিসগুলি খোঁজে, কিন্তু আপনার স্বর্গীয় পিতা জানেন আপনার কী প্রয়োজন এবং তিনি এই জিনিসগুলি সরবরাহ করবেন, যেমন তিনি মাঠের লিলি এবং চড়ুই পাখিদের জন্য করেন। আর তাই তোমার পিতা জোগাবেন।

দত্তক নেওয়ার আরেকটি বিশেষত্ব হল যে আমরা তাঁর দ্বারা শাসিত বা শৃঙ্খলাবদ্ধ। ইব্রিয় ১২ অধ্যায় ৫ ও নিম্নলিখিত পদে আমরা এই সম্পর্কে পড়ি, "আর তোমরা সেই আশ্বাসবাক্য ভুলিয়া গিয়াছ, যাহা পুত্র বলিয়া তোমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে, "হে আমার পুত্র, প্রভুর শাসন তুচ্ছ করিও না, তাঁহার দ্বারা অনুযুক্ত হইলে ক্লান্ত হইও না।" কেননা প্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাঁকেই শাসন করেন, যে কোন পুত্রকে গ্রহণ করেন, তাকেই প্রহার করেন।" এইভাবে এটি ১১ পদ পর্যন্ত যায় এবং বলে, "কোন শাসনই আপাততঃ আনন্দের বিষয় বোধ হয় না, কিন্তু দুঃখের বিষয় বোধ হয়; তথাপি তদ্দ্বারা যাহাদের অভ্যাস জন্মিয়াছে, তাহা পড়ে তাহাদিগকে ধার্মিকতার শান্তিযুক্ত ফল প্রদান করে।" শৃঙ্খলা মজাদার নয়, তবে এটি এক বিশেষাধিকার। আর ইব্রিয় ১২ তে,তিনি বলেছেন যে এক পুত্র এবং অবৈধ কারো মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আপনি এমন একটি শিশুকে শাসন করবেন না যে আপনার কাছে নয় কিন্তু রাস্তায় থাকে। তারা আপনার ছেলে বা মেয়ে নয়, কিন্তু আপনি আপনার নিজের বাড়িতে শিশুদের শাসন করেন। তাই এটা হল যে জগতের কাছে প্রভুর শাসনের কোন লাভ নেই,কারণ তারা তাঁর পুত্র ও কন্যা নয়। যেখানে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের এত ভালোবাসেন যে তিনি তাদের প্রশিক্ষণ দিতে চলেছেন, তিনি তাদের শায়েস্তা করতে চলেছেন, যাতে তারা ধার্মিকতার শান্তিময় ফল প্রদানের জন্য সেই প্রশিক্ষণের অধীনে আনিত হয়। শাসন একটি বিশেষাধিকার।

আরেকটি বিশেষত্ব হল যে আমরা কখনই তাঁর দ্বারা পরিত্যাগ হওয়ার অভিজ্ঞতা করি না-বিলাপ ৩:৩১। পরিবর্তে, বিশ্বাসী শেষ দিন পর্যন্ত প্রভুর দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করা হয়-উদাহরণস্বরূপ, ইফিষীয় ৪:৩০। আরেকটি বিশেষত্ব হল যে তিনি প্রদান করেন তাঁর সন্তানদের জন্য একটি চিরন্তন উত্তরাধিকার। তাই রোমীয় ৮:১৭ বলে, "আর যখন সন্তান, তখন দায়াদ, ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীষ্টের সহদায়াদ– যদি বাস্তবিক আমরা তাঁহার সহিত দুঃখভোগ করি, যেন তাঁহার সহিত প্রতাপানবিত হই।" গালাতীয় ৪:৭ পদে আমরা দেখি, দত্তক নেওয়াকে উত্তরাধিকারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। আপনি নতুন নিয়মের বিভিন্ন জায়গায় এই উত্তরাধিকার সম্পর্কে পড়বেন; ১ পিতর ১:৪, এটিকে বলা হয়েছে "অক্ষয় ও বিমল ও অজর দায়াধিকারের নিমিত্ত দিয়াছেন; সেই দয়াধিকার স্বর্গে তোমাদের নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে।" বাবা-মা যেমন তাদের সন্তানদের জন্য কিছু রেখে যান,তারা মারা গেলে তাদের জন্য কিছু উইল করেন,আমাদের স্বর্গীয় পিতা,যিনি সবকিছুর মালিক, তিনি স্বর্গে একটি চিরন্তন উত্তরাধিকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা কেড়ে নেওয়া যাবে না।

সেগুলি হল কিছু বিশেষাধিকার– সবগুলি নয়, তবে দত্তক নেওয়ার কিছু প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধা আছে এবং এটি আমাদেরকে এর বিস্ময়তা দেখায়।

এর পরে, আমাদের দত্তক নেওয়ার আত্মার বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত। এখানে দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে যা এটিকে বের করে আনে– দত্তক নেওয়ার আত্মা। আমরা আগে তাদের ইঙ্গিত করেছি। রোমীয় ৮:১৪-১৬ বলে, "কেননা যতলোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র। বস্তুতঃ তোমরা দাসত্বের আত্মা পাও নাই যে, আবার ভয় করিবে; কিন্তু দত্তকপুত্রতার আত্মা পাইয়াছ, যে আত্মাতে আমরা আব্বা, পিতা, বলিয়া ডাকিয়া উঠি। আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান।" গালাতীয় ৪:৫ এবং ৬ অনুরূপ কথা বলে, "যেন তিনি মূল্য দিয়া ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে মুক্ত করেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব প্রাপ্ত হই। আর তোমরা পুত্র, এই কারণ ঈশ্বর আপন পুত্রের আত্মাকে আপনার নিকট হইতে আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করিলেন; ইনি "আব্বা, পিতা" বলিয়া ডাকেন।" সুতরাং লক্ষ্য করুন, দত্তক নেওয়ার আত্মা, আমরা এখান থেকে কিছু জিনিস শিখতে পারি। প্রথমত, এটি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বাইরে চলে যায়, যা উদ্দেশ্যমূলক– এটি এর বাইরেও চলে যায়– এই সত্যগুলোর প্রতি পবিত্র আত্মার সাক্ষী আছে। এটি বিষয়গত জিনিস। আর এর মধ্যে ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে একটি আস্থা ও স্নেহ সৃষ্টি করা। এর মধ্যে অবশ্য যৌথ সাক্ষ্যও রয়েছে– ঈশ্বরের আত্মার সঙ্গে আমাদের আত্মার যৌথ সাক্ষী যে আমরা তাঁর সন্তান। ঈশ্বর অনুগ্রহের সাথে বিশ্বাসীর হৃদয়কে তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য এবং নিশ্চিত করেছেন যে তিনি তাদের পিতা। এটি হল দত্তক গ্রহণের আত্মা।

তৃতীয়ত, আমাদের এই শিক্ষাটিকে বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং আমরা এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য

করব। এটিই ঈশ্বরের তথাকথিত সর্বজনীন পিতৃত্ব। সুতরাং দত্তক গ্রহণ স্পষ্টতই সন্তানদের সাথে পিতার সম্পর্ক অনুমান করে। বাইবেল ঐশ্বরিক পিতৃত্ব সম্বন্ধে যা শিক্ষা দেয় তার মাধ্যমে চিন্তা করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের পিতৃত্বের মধ্যে ভিন্ন ধারণা রয়েছে। সমস্যা এখানেই– বিশ্ব এবং অনেক উদার ঈশতাত্ত্বিক, অবিশ্বাসী বাইবেল পণ্ডিতরা কীভাবে ঈশ্বর মানবতার পিতা, আমরা সকলেই তাঁর সন্তান, সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের সন্তান ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলবে। এটি ভুল এবং কেন এটি ভুল তা বোধগম্যতা আমাদের সাহায্য করবে আর আমরা কিছু পার্থক্য করার মাধ্যমে এটি করতে পারি। সত্যিই তিনটি দিক আছে বা পিতৃত্বের প্রকার আছে, ঐশ্বরিক পিতৃত্ব।

প্রথমটি হলেন ত্রিত্ববাদী পিতা, তাই ঈশ্বরের প্রথম ব্যক্তি চিরন্তন পিতা। আপনার পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা আছে। আমরা ঈশ্বরের মতবাদের বক্তৃতাগুলিতে এটিকে আলোচনা করেছি। এটি একটি চিরন্তন অবস্থান যা ত্রিত্বের প্রথম ব্যক্তি একাই ধারণ করেন, ঈশ্বরের আন্তঃ-ত্রিত্ববাদী সম্পর্কের মধ্যে– এক ঈশ্বর তিন ব্যক্তি-পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মায় বিরাজমান। পুত্র এবং আত্মার অনন্ত পিতা আছে। এটি ত্রিত্ববাদী পিতা।

কিন্তু তারপর দ্বিতীয়ত, আমাদের আছে যাকে সৃষ্টিকর্তা পিতা বলা হয়। তাই শাস্ত্র কয়েকটি স্থানে ঈশ্বরকে পিতা হিসেবে উল্লেখ করে তার ক্ষমতার স্রষ্টা এবং বিশ্বের ধারক হিসেবে। সেই ক্ষেত্রে, তাঁকে সৃষ্টির প্রবর্তক হিসাবে বলা হয়েছে। তিনিই স্রষ্টা, যিনি তাঁর শক্তির বাণী দ্বারা সমস্ত কিছুকে অস্তিত্বে এনেছেন। তিনিই আদি। আর তাই সেই অর্থে তিনি পিতা। কিন্তু উদার ঈশতাত্ত্বিকরা এই সংক্ষিপ্ত উদাহরণগুলি ব্যবহার করেছেন, যা সৃষ্টির সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ককে নির্দেশ করে এবং সেগুলিকে মোচড় দিয়ে বিকৃত করেছেন এবং দত্তক গ্রহণের মুক্তির অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাই তারা পরিত্রাণের শিক্ষার এই দিকটিকে মুছে ফেলেছেন এবং এটিকে প্রসারিত করে প্রত্যেককে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি বাইবেলের একটি সত্যকে ধ্বংস করে।

একটি তৃতীয় দিক আছে এবং এই বক্তৃতায় আমরা এটি নিয়ে আলোচনা করছি, তা হল ঈশ্বর হলেন দত্তক গ্রহণ রূপে একজন পিতা। ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণমূলক কাজের মাধ্যমে তাঁর মনোনীতদেরকে তাঁর পুত্র ও কন্যা বানিয়েছেন। এটি তাদেরকে বাকি জগতের থেকে আলাদা করেছে। তাদেরকে নিজের ঘরে আনা হয়েছে। এটি তাঁর সৃষ্টির কাজ এবং তাঁর সংরক্ষণের কাজের অধীনে যা নির্দেশিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ এবং অনেক বেশি মূল্যবান। এটি পরিত্রাণের একটি কাজ যা ঈশ্বরের লোকেদের জন্য।

চতুর্থত, খ্রীষ্টীয় অভিজ্ঞতায় দত্তক নেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে চিন্তা করে আমরা এখন নিজেদের কাছে কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ চিত্রিত করতে পারি। এখানে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিষয় বলে দেওয়া যাক। প্রথমত, যেমনটি আমরা শুরুতে দেখেছি,দত্তক নেওয়া কল্পনাকে উসকে দেয়, এর আশ্চর্যজনক সংবেদন এবং ভালবাসার গভীরতার খাতিরে। এই শিক্ষার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া বিস্ময়কর হওয়া উচিত, কারণ এটি অনুগ্রহরকারি বিশেষাধিকারের শিখর এবং মুক্তির লক্ষ্য, যেমনটি আমরা দেখেছি এবং এর সাথে আগত বিস্ময়কর বিষয়গুলি আমাদের অনুভবও করা উচিত।

এটি আমাদের উপর আরেকটি প্রভাব ফেলে। ইংরেজ পিউরিটান, জন ওয়েন লিখেছেন, "যদি একজন পিতার ভালবাসা একটি সন্তানকে তার মধ্যে আনন্দিত না করে, তাহলে কী তাকে আনন্দিত করবে।" এটি একটি ভাল প্রশ্ন– একটি অনুসন্ধানকারী প্রশ্ন। যখন আমরা এই শিক্ষার শক্তির অধীনে আসি, আমরা এই শিক্ষার উপর স্নেহের সাথে ধ্যান করি,আমরা যখন এর সম্পদ অন্বেষণ করতে শুরু করি,তখন পিতার ভালবাসা আমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়। আর প্রতিক্রিয়া হল যে এটি আমাদের তাঁকে ভালবাসার কারণ হওয়া উচিত। আমরা তাঁকে ভালোবাসি কারণ তিনি প্রথমে আমাদের ভালোবাসেছেন। এটা আমাদের তাঁর মধ্যে আনন্দ করতে সাহায্য করবে। এটি আমাদের সর্বান্তকরণে তাঁর প্রতি নিবেদিত হওয়া উচিত এবং আমাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে তাঁকে মহিমান্বিত করার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত। তিনি আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার শীর্ষ।

কিন্তু এর আরেকটি ব্যবহারিক প্রভাব রয়েছে। ১ পিতর ৫:৭ পদে, আমাদের বলা হয়েছে,"তোমাদের সমস্ত ভাবনার ভার তাঁহার উপর ফেলিয়া দেও; কেননা তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন।" সুতরাং আপনি যখন বিশ্বাস করতে শুরু করেন এবং দেখতে পান, আর এই সত্যে আত্মবিশ্বাসী হন যে ঈশ্বর আপনার যত্ন নেন যেমন একজন পিতা তার সন্তানদের যত্ন নেন বরং তার চেয়ে অনেক বেশি– একজন স্বর্গীয় পিতা তাঁর দত্তক নেওয়া সন্তানদের জন্য তেমনি করেন, যেমন আমরা প্ররোচিত হই ঈশ্বরের কোমলতা এবং মনোযোগ, স্নেহ এবং যত্নের গভীরতা, এটি আমাদের অনুপ্রাণিত করে তখন আমাদের সমস্ত যত্ন, আমাদের সমস্ত উদ্বেগ,আমাদের বোঝাগুলিকে তাঁর উপর নিক্ষেপ করতে। যাতে আমরা এই সমস্ত সংগ্রাম এবং এই সমস্ত উদ্বেগ এবং এই সমস্ত দুঃখের সাথে ছোট শিশু হিসাবে আসি এবং আমরা সেগুলি স্বর্গীয় পিতার কাছে নিয়ে আসি যিনি যত্নশীল এবং আমরা সেগুলি তাঁর কাছে সমর্পণ করি। আমরা সেগুলি আমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে তাঁর উপর দিই। এটি দত্তক নেওয়ার একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ।

আরেকটি ব্যবহারিক প্রয়োগ হল শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞ প্রতিক্রিয়াশীলতা। কেউ শাসন পছন্দ করে না। এটা

যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু যখন প্রভু তাঁর বাক্যে, প্রচারের অধীনে, তাঁর বিধানে আমাদের শাসন করেন, এমনকি মণ্ডলীর নিন্দার ক্ষেত্রেও, তখন এক কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত। কারণ, আপনি যদি কখনও প্রভুর দ্বারা শাসিত না হন, ইব্রিয় ১২ আমাদেরকে বলে যে আপনি পুত্র নন। প্রভু যাকে ভালবাসেন তাকে শাস্তি দেন। তাই আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে প্রভু আমাদের যথেষ্ট ভালবাসেন যে আমাদের বিপথগামী হতে দেন না, আমাদের দূরে যেতে দেন না, বরং আমাদের ফিরিয়ে আনেন এবং আমাদের প্রশিক্ষত করেন এবং আমাদের শিক্ষা দেন এবং আমাদের সংশোধন করেন এবং নির্দেশ দেন যেন আমরা আলো,জীবন এবং সত্যের পথে থাকি। এর জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমাদের এর জন্য প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া উচিত। আমাদের প্রভুর শাসনের অধীনে আসা উচিত এবং উপকৃত হওয়া উচিত এবং এটি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত–এটির দ্বারা প্রশিক্ষিত হওয়া।

সবশেষে, ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে দত্তক গ্রহণের চিন্তা আমাদের উপাসনা, প্রার্থনা এবং জীবনের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে ইন্ধন জোগায়। কী বিষয় আমাদের কষ্ট দিতে পারে? আমি যদি মহান রাজার সন্তান হই তাহলে আমাদের কে বা কী আঘাত করতে পারে? আমি যদি রাজার প্রাসাদের মধ্যে থাকি? তিনি আমাদের রক্ষা করেন, তিনি আমাদের জন্য জোগান দেন, তিনিই আমাদের প্রতি স্নেহ দেখান। এটা আমাদের উপাসনাকে ইন্ধন দেয়। এটি আমাদের চারপাশের কঠিন বিষয়গুলি সম্পর্কেও জীবনের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করে। দত্তক শিক্ষার বিস্ময়তা এবং গৌরবতা।

ঠিক আছে, এই বক্তৃতায়, আমরা দত্তক নেওয়ার বিষয়ে বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তার একটি ভূমিকা বিবেচনা করেছি। আমরা লক্ষ করেছি যে দত্তক গ্রহণ তাদের কাছে বিস্ময়কর বিশেষাধিকার প্রদান করে যারা পরিত্রাণ লাভ করে এবং জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান হয়ে ওঠে। প্রশ্ন থেকে যায়, কীভাবে শিশুরা আধ্যাত্মিক পরিপক্কতায় বেড়ে ওঠে? ঠিক আছে, পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা প্রভুর সাহায্যে পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বের অধীনে এই বিষয়ে বিবেচনা করব।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৫– লেকচার ৮

শুদ্ধকরণ সংক্রান্ত শিক্ষা

একটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অনেক কিছু মিল থাকে। তাদের একই শিকড় বা উৎস রয়েছে– আমরা বলতে পারি তারা একই পারিবারিক গাছ। একসঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতাও শেয়ার করেছেন তারা। তবে আরও নির্দিষ্টভাবে, আমরা একই পরিবারের সদস্যদের তাদের ভাগ করা নামের দ্বারা চিহ্নিত করি, যা তাদের অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের থেকে আলাদা করে। এখন সেই সব জিনিস আপনি কাগজে দেখতে পারেন। আমরা একজন ব্যক্তির পারিবারিক গাছ অধ্যয়ন করতে পারি বা নামের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পারি। কিন্তু আরও কিছু আছে যা একটি পরিবারকে আলাদা করে– এমন কিছু যা আপনি আসলে দেখতে পাবেন। আচ্ছা, তবে সেটি কী? তাদের একটি ভাগ করা শারীরিক সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং আপনি যখন তাদের দিকে তাকান, আপনি পরিবারের সাদৃশ্য দেখতে পাবেন। লোকেরা কখনও কখনও বলবে, “আপনি দেখতে আপনার মায়ের মতো” বা “আমি আপনার মধ্যে আপনার ঠাকুরদাকে দেখতে পাচ্ছি” একটি নির্দিষ্ট মুখের অভিব্যক্তিতে। কখনও কখনও এটি দূর থেকেও দেখা যায়, একজন ব্যক্তির ভঙ্গিতে– (যেভাবে তারা হাঁটে) এবং আকৃতিতে।

পরিত্রাণের প্রভাব ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে একই রকম প্রভাব বহন করে। হ্যাঁ, তাদের একই আধ্যাত্মিক বংশ রয়েছে। যারা খ্রীষ্টে আছে তারা খ্রীষ্টের সাথে উত্তরাধিকারী এবং আব্রাহামের বংশ থেকে এসেছে। আপনি ইহুদি বা বিধর্মী তা কোন ব্যাপার না, ইতিহাসে আমাদের একটি ভাগ আছে। আর হ্যাঁ, ঈশ্বরের প্রতিটি সন্তানকে একটি নতুন নাম দেওয়া হয়েছে– তারা ঈশ্বরের নাম বহন করে। এইগুলি এবং অন্যান্য অনেক উপাদান, ঈশ্বরের পরিবার বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বর সুসমাচারের মাধ্যমে তার প্রতিটি সন্তানের মধ্যে পারিবারিক উপমা পুনঃনির্মিত করার জন্য কাজ করেন। তিনি বিশ্বাসীদের পরিবর্তন করার জন্য তাঁর আত্মা পাঠান, যাতে তারা আরও বেশি করে তাদের বড় দাদা, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মতো হয়ে ওঠে। পারিবারিক সাদৃশ্যে ভাগ হয়ে আসার এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয়, শুদ্ধিকরণ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই পঞ্চম মডিউলের বক্তৃতাগুলির এই সিরিজটি পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বের প্রতি নিবেদিত। এর উদ্দেশ্য হল বাইবেল কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা যে আত্মা কীভাবে খ্রীষ্টের শুদ্ধিকরণ বিশ্বাসীর আত্মার জন্য প্রয়োগ করে। এই বর্তমান বক্তৃতায়, আমরা পবিত্রকরণের মতবাদ বিবেচনা করব। তাই, সর্বপ্রথম, আমরা শুদ্ধিকরণের শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাকে উন্মুক্ত করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ বিবেচনা করব।

আমরা ২ করিন্থীয় ৩:১৮ পদে পড়ি, “কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সে মুর্ত্তিতে স্বরুপান্তরীকৃত হইতেছি।” এখানে কয়েকটি মুষ্টিমেয় বিষয় লক্ষ্য করুন। প্রথমত, পৌল একটি “অনাবৃত মুখ” সম্বন্ধে কথা বলেন, যা একটি আবৃত মুখ বা আবৃত মুখের বিপরীতে। আপনি যদি পূর্ববর্তী পদগুলি দেখেন, তিনি তাদের সম্পর্কে কথা বলছেন যাদের হৃদয় এবং মুখের উপর “ঢাকা” রয়েছে। সুতরাং সেটি অবিশ্বাসকে ইঙ্গিত করে। অবিশ্বাস একটি পর্দার মতো যা পাপীদের আধ্যাত্মিকভাবে দেখতে বাধা দেয়। তাদের মন অন্ধ, যেমন পদ ১৪ বলে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিশ্বাসী সেই পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। তারা ঈশ্বরের দ্বারা দৃশ্যমান। ঈশ্বর তাদের পুনরুত্থিত করেন এবং ঈশ্বর যা প্রকাশ করেছেন তা দেখতে এবং বুঝতে তাদের বিশ্বাস দেন।

বিশ্বাসী ঠিক কী দেখে? অনুচ্ছেদটি আমাদের বলে যে তারা “প্রভুর মহিমা” দেখছে। তাই ঈশ্বরের মহিমা হল, যেমন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মুখে দেখা যায়, যেমন আমরা তাকাই খ্রীষ্ট সম্পর্কে তাঁর অবতারে, ইন্মানুয়েল হিসাবে– আমাদের সহিত ঈশ্বর, সমস্ত কাজে এবং শিক্ষা যা তিনি আমাদের সুসমাচারে দেন, কিন্তু বিশেষ করে মুক্তির মহান কাজগুলিতে–

তাঁর অপমানে এবং ক্রুশে মৃত্যুবরনে এবং তাঁর সমাধিতে এবং তাঁর পুনরুত্থান এবং আরোহণ। সে সবের মধ্যেই আমরা ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাই। আমরা ঈশ্বর, তিনি কে তা সম্পর্কে কিছু শিখি। পরের অধ্যায়ে, ২ করিন্থীয় ৪:৬ বলে; "কারণ যে ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, অন্ধকারের মধ্য হইতে দীপ্তি প্রকাশিত হইবে,' তিনিই আমাদের হৃদয়ে প্রকাশ করিলেন, যেন যীশু খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে ঈশ্বরের গৌরবের জ্ঞান দীপ্তি প্রকাশ পায়।" তাই তারা যা দেখেন তা ঈশ্বরের মহিমা।

পরবর্তী প্রশ্ন হল, তারা এটি কোথায় দেখতে পায়? অনুচ্ছেদটি বলে, "একটি দর্পের মতো দেখা"– অথবা এটি বলা যেতে পারে, "আয়নার মতো দেখা।" তাই তারা এই আয়নায় ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পায়। আয়না হল শাস্ত্র। আবার, আপনি যদি পূর্ববর্তী পদগুলি দেখেন, এটি পুরাতন নিয়মের গৌরব এবং নতুন চুক্তি এবং নতুন নিয়মের যুগের মহিমা এবং আরও অনেক কিছুর কথা বলছে। তাই এটি শাস্ত্রের এই আয়না। মনে রাখবেন যে রোমীয় ১০ আমাদের বলে যে বিশ্বাস শ্রবণ দ্বারা আসে এবং শ্রবণ ঈশ্বরের বাক্য হইতে হয়। তাই বিশ্বাসী ঈশ্বরের মহিমা দেখে, যেমনটি শাস্ত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এটি বাক্য থেকে আলাদা নয়, কিন্তু বাক্যের মাধ্যমেই এই পরিবর্তন – যা বর্ণনা করা হবে। যীশু বলেছেন, যোহন ১৭:১৭ তে, "তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র (শুদ্ধ) কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ।"

আচ্ছা এই দৃষ্টিশক্তি কী প্রভাব ফেলে? আমাদের বলা হয়েছে, তারা "একই মূর্তিতে গৌরব থেকে গৌরবে পরিবর্তিত হয়।" অর্থাৎ তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে– যে মহিমা তারা দেখছে। তারা আরও বেশি করে তাঁর মতো গড়ে উঠছে। আপনি লক্ষ্য করবেন এটি একটি প্রক্রিয়া– "গৌরব থেকে গৌরব পর্যন্ত।" এক মাত্রা থেকে অন্য মাত্রাতে, তারা পুনঃসৃষ্টি, পুনঃআকৃতি, খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হচ্ছে। এটি একটি বর্ণনা যা আমরা ঈশতাত্ত্বিক পরিভাষায় বলি, পবিত্রকরণ বা শুদ্ধিকরণ। তাই শাস্ত্রে ঈশ্বরের মহিমা দেখার প্রভাব খ্রীষ্টের প্রতিমায় রূপান্তরিত হওয়া।

শেষ অবধি, আপনি লক্ষ্য করবেন যে এটি এমন কিছু নয় যা বিশ্বাসী নিজেরাই করে। তারা নিজেরা এটা করতে পারে না। সেই অধ্যায়ের ৫ পদ বলে, "আমরা যে আপনারাই কিছুর মীমাংসা করিতে নিজ গুণে উপযুক্ত তাহা নয়, কিন্তু আমাদের উপযোগিতা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন।" কে এই পরিবর্তন নিয়ে আসে? পদ ১৮ আবার দেখুন– ঈশ্বর এটি করেন। এখানে বলা হয়েছে, "এমনকি প্রভুর আত্মার দ্বারা।" তাই এটি পবিত্র আত্মার কাজ। পবিত্র আত্মা তাঁর লোকেদের পবিত্র করার জন্য, কাচ, আয়না-এর মাধ্যমে এবং এর সাথে এবং বাক্যের মাধ্যমে কাজ করে। তাই আত্মা, যিনি শাস্ত্রকে অনুপ্রাণিত করেছেন, সেই শাস্ত্রতে খ্রীষ্টকে প্রকাশ করেছেন এবং এই প্রক্রিয়ায় মধ্যে তিনি বিশ্বাসীকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে পরিবর্তন করেন।

ভাল এটি আমাদের আত্মার শুদ্ধিকরণের ঈশ্বরের কাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। আমরা এখানে কয়েকটি সুত্র দেখতে পাচ্ছি যা একসাথে বোনা হচ্ছে– এই শিক্ষার কিছু উপাদান। আমাদের বিষয়টি আরও বিশদে তুলে ধরতে হবে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য স্পষ্ট করতে হবে। তাই এই বক্তৃতার বাকি অংশে, আমরা পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে শুদ্ধিকরণের স্থান সম্পর্কে শাস্ত্র আমাদের কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করব।

দ্বিতীয়ত এটি আমাদের নিয়ে আসে,শুদ্ধিকরণের একটি শিক্ষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিবেচনা করার জন্য। তাই আমরা প্রথমত, ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ১৩, অনুচ্ছেদ ১-এ ফিরে যাই, যা পবিত্রকরণের প্রকৃতি সম্পর্কে বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। অনুচ্ছেদ ১ বলে; "যারা ক্রিয়াশীল রূপে আহূত এবং পুনর্জীবিত হয়,তাদের মধ্যে একটি নতুন হৃদয় এবং একটি নতুন আত্মা তৈরি হয়, তারা আরও শুদ্ধিকৃত হয়, প্রকৃতপক্ষে এবং ব্যক্তিগতভাবে, খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের গুণের মাধ্যমে, তাঁর বাক্য এবং আত্মার মধ্যেমে। তারা পাপের সমগ্র দেহের আধিপত্য ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তাদের লালসা ক্রমশ দুর্বল এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং তারা আরও দ্রুত এবং সমস্ত সংরক্ষণের অনুগ্রহে শক্তিশালী হয়েছে,প্রকৃত শুদ্ধিকরণের অনুশীলনে, যা ছাড়া কেউ প্রভুকে দেখতে পাবে না।" এটি বেশ দীর্ঘ– এটি বর্ণনা সহ, কিন্তু এটি সহায়ক কারণ এটি আমাদেরকে বেশ কিছু বিষয় প্রদান করে যা বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয়।

ইংরেজি শব্দ "শুদ্ধিকরণ" বা ক্রিয়াপদ "পবিত্র/শুদ্ধ করা" পবিত্রতার সাথে সম্পর্কিত একটি মূল শব্দ থেকে এসেছে। আর তাই এটি আলাদা করা বা পবিত্র হওয়ার ধারণা অন্তর্ভুক্ত করে এবং এটি শুদ্ধ হওয়ার ধারণাও অন্তর্ভুক্ত করে। তাই এটিই পবিত্রতা। এটি হচ্ছে পবিত্র করার কাজ বা পবিত্রীকরণ। এটি ঈশ্বরের আত্মার একটি কাজ যা একজন বিশ্বাসীর জীবনের মধ্যে ঘটে, যেখানে তারা আরও বেশি করে পাপের জন্য মারা যাচ্ছে এবং খ্রীষ্টীয় পরিপক্কতায়, খ্রীষ্টের অনুরূপ, তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে ভাল কাজ করতে সক্ষম করে। তাই, আপনি এটিকে ঈশ্বর ভয়শীলতার বৃদ্ধি হিসাবে ভাবতে পারেন এবং ঈশ্বর ভয়শীলতায় বৃদ্ধি আসলে ঈশ্বর– সাদৃশ্যে বৃদ্ধি। শুদ্ধিকরণ একেই বলা হয়।

আসুন ঈশতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে চিন্তা করা যাক। আমরা পবিত্রকরণের এই শিক্ষাটি গ্রহণ করি– আমরা পরিত্রাণের শিক্ষা সম্পর্কে যা শিখেছি তার মধ্যে এটি কীভাবে স্থান পায়? প্রথমত, খ্রীষ্টের সঙ্গে একীভূত হওয়ার কথা ভাবুন। শুদ্ধিকরণ এবং পরিত্রাণের এই সুবিধাটি খ্রীষ্টের সাথে একীভূত হওয়ার মাধ্যমে আসে। সত্যিই, রোমীয় অধ্যায় ৬

এর উপর আলোচনা করে– খ্রীষ্টের সঙ্গে একীভূত এবং পবিত্রকরণের মধ্যে সংযোগ। তাই ৬ পদে বলা হয়েছে, "আমরা ত ইহা জানি যে, আমাদের পুরাতন মনুষ্য তাঁহার সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছে, যে পাপদেহ শক্তিহীন হয়, যাহাতে আমরা পাপের দাস আর না থাকি।" আর তাই, আত্মার দ্বারা খ্রীষ্টের সাথে একীভূত হওয়ার গুণে, খ্রীষ্ট সত্তা এবং তিনি যা কিছু সম্পন্ন করেছেন তা বিশ্বাসীর জন্য প্রয়োগ করা হয়। খ্রীষ্টের মৃত্যুর দ্বারা, আমরা পাপ থেকে মুক্তি পাই। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান এবং তাঁর পুনরুত্থান শক্তি দ্বারা আমাদের জীবনের নতুনত্বে নিয়ে আসা হয়েছে।

পূর্বনির্ধারণের সাথে কথা মাথায় রেখে সেই পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করুন। ঈশ্বরের সার্বভৌম এবং অনুগ্রহের মনোনয়ন শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসীদেরকে তাঁর নিজের মত করে পুনঃসৃষ্টি করার উদ্দেশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। রোমীয় ৮:২৯, "কারণ তিনি যাহাদিগকে পূর্ব্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্ব্বে নিরূপণও করিলেন; যেন ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হন।" শুদ্ধিকরণের শেষ পর্যন্ত পূর্বনির্ধারিত।

পুনর্জীবিত হওয়ার পরিপেক্ষিতে এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন। শুদ্ধিকরণ পুনর্জীবিত হওয়াকে অনুসরণ এবং সেখান থেকে প্রবাহিতও হয়। ঈশ্বর, তাঁর লোকেদের মধ্যে একটি নতুন হৃদয় এবং আত্মা তৈরি করেন, তারপর বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে রূপান্তরিত করেন। আপনি এটি ১ করিন্থীয় ৬:১১ পদে দেখতে পাবেন। অতএব, অবিশ্বাসী ধার্মিকতায় বৃদ্ধিতে অক্ষম। সে নতুন করে জন্ম নেয়নি; সে পুনরুত্থিত হয়নি। তাদের প্রথমে নতুন করে জন্ম নিতে হবে। জীবনে নৈতিক পরিবর্তনের যে কোনো এবং সমস্ত প্রচেষ্টা প্রথমে আত্মা দ্বারা নিবিষ্ট না হয়ে অসম্ভব, কারণ শুদ্ধিকরণ ঈশ্বরের আত্মার একটি কাজ। আপনার যদি আত্মা না থাকে তবে আপনি পবিত্র হতে পারবেন না।

আপনি ধার্মিক গণিত হওয়া এবং শুদ্ধিকরণের মধ্যে সম্পর্কের কথাও ভাবতে পারেন। ধার্মিকতা ঈশ্বরের অনুগ্রহের একটি এককালীন, গম্ভীর কাজ। শুদ্ধিকরণ বিশ্বাসীর জীবনে একটি চলমান প্রক্রিয়া। আপনি ওয়েস্টমিনস্টার শর্টার ক্যাচিজমে সংজ্ঞায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করবেন। এটি বলে যে "ধার্মিক গণিত হওয়া হল ঈশ্বরের বিনামূল্যে অনুগ্রহের একটি কাজ; তারপর আপনি পরবর্তী প্রশ্নে যান, "শুদ্ধিকরণ হল ঈশ্বরের বিনামূল্যে অনুগ্রহের কাজ। সুতরাং ধার্মিক গণিত হওয়া একটি কাজ, শুদ্ধিকরণ একটি কাজ, একটি চলমান বিষয়। ধার্মিক গণিত হওয়া হল ঈশ্বরের সামনে বিশ্বাসীর মর্যাদায় একটি আইনি পরিবর্তন,যা তাকে প্রভুর সামনে গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রবেশাধিকার প্রদান করে। যেখানে শুদ্ধিকরণ বিশ্বাসীর অভ্যন্তরীণ জীবন এবং চরিত্রের মধ্যে একটি পুনঃসৃজনশীল কাজ। এটি কেবল তাকে আইনগতভাবে পরিবর্তন করে না,এটি আসলে পরিবর্তন করছে সে কে– তার সম্পূর্ণ ব্যাক্তিত্বকে, তার আচরণ ইত্যাদিকে।

আমরা শুদ্ধিকরণের সাথে গৌরবান্বিত হওয়ার সম্পর্কও ভাবতে পারি। গৌরবান্বিত হওয়া শেষ দিনের চূড়ান্তে মুক্তির সমাপ্তি বোঝায়। শুধুমাত্র তখনই বিশ্বাসী পাপের অবশিষ্টাংশ রহিত, আত্মায় এবং পুনরুত্থিত দেহে অনন্তকালের জন্য থাকবে। কিন্তু এই জীবনে গৌরবান্বিত হওয়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যদিও বৃদ্ধি, বিকাশ এবং পাপের প্রতি প্রতিক্ষনে মৃত্যুরবণ রয়েছে, পাপ কখনই সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয় না। বিশ্বাসী সারাজীবন পাপের সাথে লড়াই করে, সারাজীবন, চিরস্থায়ী যুদ্ধে, পাপ স্বীকার করতে হয়, পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়, আর নতুন আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করে। আপনি পৌলকে রোমীয় ৭:১৪ ও পরের পদগুলিতে এটি বর্ণনা করতে দেখবেন।

এই সবই শুদ্ধিকরণের ঈশতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করে। কিন্তু এর পরে আমাদের শুদ্ধিকরণের প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। আপনি প্রথম যে বিষয়টি লক্ষ্য করা হবে তা অতি প্রয়োজনীয়তা – শুদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয়তা। ইব্রিয় ১২:১৪ পদে বলা হয়েছে, "সকলের সহিত শান্তির অনুধাবন কর এবং যাহা ব্যাতিরেকে কেহই রভুর দর্শন পাইবে না, সেই পবিত্রতার অনুধাবন কর; সাবধান হইয়া দেখ, পাছে কেহ ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয়।" পরিত্রাণের জন্য পবিত্রতা অপরিহার্য। প্রকৃত পরিত্রাণের বিশ্বাস কখনো নিস্ফল হতে পারে না,কখনো নিস্ফল বিশ্বাস হতে পারে না। সুসমাচার দ্বারা, আত্মার পরিত্রাণ জন্য যখনই ঈশ্বর কাজ করেন, সেখানে তাঁর কাজের প্রমাণ থাকবে। এর ফল হবে তাদের চরিত্রের পরিবর্তন। এর অর্থ হল ইব্রিয় ১২:১৪ পদের উপর ভিত্তি করে বলতে হয় যে, পবিত্রতা হীনতা-স্বর্গ হীনতার সমান। তাদের জীবনে পবিত্রতার প্রমাণ না থাকলে কেউ স্বর্গে যাবে না।

আমাদের আরও লক্ষ করা দরকার যে এটি হল,শুদ্ধিকরণ যা হল আত্মার অতিপ্রাকৃত কাজ। আমরা ২ করিন্থীয় ৩:১৮ এর শুরুতে দেখেছি "এমনকি প্রভুর আত্মার দ্বারা।" প্রভু এক, আত্মা তিনি যিনি এই পরিবর্তন আনছেন। মানুষ নিজেকে শুদ্ধিকৃত করতে পারে না। তিনি নিজে এই কাজ করতে পারেন না। এটা এমন নয় যে আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে ধার্মিক গণিত হয়েছেন এবং তারপরে আপনাকে একটি আইনি শ্রমের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে আপনি আপনার নিজের শক্তিতে,নৈতিক সংস্কার আনার চেষ্টা করছেন। না, বাইবেল একেবারে বিপরীত কথা বলে। ২ করিন্থীয় ৪:৭ পদে আমাদের বলা হয়েছে, "কিন্তু এই ধন মৃন্ময় পাত্রে করিয়া আমরা ধারণ করিতেছি, যেন পরাক্রমের উতকর্ষ ঈশ্বরের হয়, আমাদের হইতে নয়।" তাই এটি আত্মার কাজ যা বিশ্বাসীকে শুদ্ধিকৃত করে।

আর এটা শুরু হয় অভ্যন্তরীণ মানুষের মধ্যে। এটি সেখানে শুরু হয় এবং এটি বিশ্বাসীর পুরো জীবন এবং আচরণের মধ্য দিয়ে কাজ করে। সুতরাং তারা ভিতরে থেকে রূপান্তরিত হয়। এটি তারা যেভাবে চিন্তা করে, অনুভব করে এবং কথা বলে এবং তারা যা করে, ইত্যাদিকে প্রভাবিত করবে। আমরা শুদ্ধিকরণের কথা ভাবতে পারি, মুদ্রার দুটি দিক রয়েছে। একদিকে, আমরা যাকে বলি মর্টিফিকেশন (ক্ষোভ) এবং অন্যদিকে আমাদের আছে যাকে বলা হয় ভিভিফিকেশন (প্রাণবন্ততা)। সুতরাং আপনি যদি মনে করেন ক্ষোভ– এটি আসলে বাইবেলের একটি শব্দ। “ক্ষোভ” শব্দের অর্থ, হত্যা করা বা মৃত্যু। তাই, এটি পাপ সম্পর্কে কথা বলে – পাপের মৃত্যু– রোমীয় ৮:১৩ “কারণ যদি মাংসের বশে জীবন যাপন কর, তবে তোমরা নিশ্চয় মরিবে, কিন্তু যদি আত্মাতে দেহের ক্রিয়া সকল মৃত্যুসাৎ কর, তবে জীবিত থাকিবে।” আপনি গালাতীয় ৫:২৪ এবং কলসীয় ৩:৫ পদ অন্যান্য অনেক জায়গায় একই জিনিস দেখতে পাবেন। তাই মর্টিফিকেশন হচ্ছে পাপের প্রতি মৃত, আত্মাকে বিশ্বাসীর মধ্যে পাপকে হত্যা করতে দেখা। আমি যেমন বলেছি, এর ফলে আমাদের আচরণে পরিবর্তন আসবে। এর ফলে পুরনো অভ্যাসের পরিবর্তন হবে। সুতরাং, পাপপূর্ণ চিন্তা, পাপপূর্ণ শব্দ, পাপপূর্ণ কাজগুলি যা পূর্বে বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিল, সেগুলি ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে শুরু করবে– তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। তারা খ্রীষ্টের মতো আরও চিন্তা করতে শুরু করবে এবং আরও সদয়ভাবে কথা বলবে, আর ঈশ্বরের ইচ্ছার আনুগত্য হয়ে বাধ্য হবে। এটি পরিপক্কতা– এটি পবিত্রতায় বেড়ে ওঠা।

অন্য দিকটি হল প্রাণবন্ততা এবং এটি “জীবন” শব্দ থেকে এসেছে। সুতরাং এটি পুনর্নবীকরণ বা জীবনের নতুনত্ব সম্পর্কে কথা বলে। আবার, রোমীয় ৬:৪ বলে, “অতএব আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিষ্ম দ্বারা তাঁহার সাহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি; যেন খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের নূতনতায় চলি।” আপনি একই জিনিস কলসীয় ২:১২ এবং ৩:১ এবং পরবর্তি পদের দেখতে পাবেন। সুতরাং এটি কেবল পাপের কাছে মরার কাজ নয়,বরং ধার্মিকতার জন্য বেঁচে থাকা-খ্রীষ্টের প্রতিরূপের জন্য বেঁচে থাকা। এটি পবিত্র আত্মার ফলের মধ্যে দেখা যাবে। গালাতীয় ৫-এ, পৌল শরীর এবং শরীরের কাজ এবং তার ফলের সঙ্গে– পবিত্র আত্মা এবং আত্মার কাজ ও আত্মার ফলের এক বৈপরীত্যটি চিত্রিত করছেন। যেহেতু আত্মা বিশ্বাসীকে পবিত্র করার কাজ করছে, তাদের মধ্যে এমন ফল জন্মাবে। গালাতীয় ৫ থেকে প্রায় আমরা এটি পড়ি। এটি প্রাণবন্ত করার কাজ, প্রভুর বিশ্বাসীর আত্মায় নতুনত্ব আনে।

আমাদের অনুগ্রহের উপায়গুলির সাথে শুদ্ধিকরণের সম্পর্ক সম্পর্কেও চিন্তা করা উচিত। যখন আমরা বলি “অনুগ্রহের উপায়”, তখন আমরা ঈশ্বরের নিযুক্ত যন্ত্র বা বাহন সম্পর্কে কথা বলি, যার মাধ্যমে তিনি অনুগ্রহের মাধ্যম হিসেবে অনুগ্রহের যোগাযোগ করেন– যেমন, বাক্য, ধর্মানুষ্ঠান এবং প্রার্থনা। তাই শুদ্ধিকরণের এই কাজটি বাক্য এবং আত্মা দ্বারা সঞ্চালিত হয়। তাই আত্মা বাক্যের মাধ্যমে কাজ করছে– তারা একসাথে কাজ করে। আপনার শুদ্ধিকরণ আত্মা ছাড়া বাক্যের দ্বারা হবে না এবং আপনার কাছে আত্মার কাজটি বাক্য থেকে পৃথক করে হবে না। মনে রাখবেন, যীশু প্রার্থনা করেছিলেন, “তাদেরকে তোমার সত্য দ্বারা (শুদ্ধ) পবিত্র কর, তোমার বাক্য সত্য।” তাই এখানে একটি সংযোগ আছে। ১ পিতর ১:২২ পদে “তোমরা সত্যের আজ্ঞাবহতায় অকল্পিত ভ্রাতৃপ্রেমের নিমিত্ত আপন আপন প্রানকে বিশুদ্ধ করিয়াছ বলিয়া অন্তকরণে পরস্পর একাগ্র ভাবে প্রেম করে।” তাই, যখন আমরা ভাবি যে অবিশ্বাসীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছে, তখন আমরা জানি যে প্রভু বাক্যের প্রচারকে ব্যবহার করেন, যাতে মানুষের আত্মায় একটি পরিত্রাণকারী পরিবর্তন আনা যায়-তাদের মনপরিবর্তন হয়। বিশ্বাসীর সাথে এটি চলতেই থাকে। যখন তারা বাক্যের কাছে বসে, ঈশ্বর সেই বাক্য ব্যবহার করেন তাদের গঠন করতে এবং তাদের রূপ দিতে, তাদেরকে খ্রীষ্টের সাদৃশ্যের ছাঁচে ঢালতে, তাদের নির্দেশ দিতে এবং তাদের পবিত্রতায় চলতে সক্ষম করতে। এটা লিখিত বাক্যের ক্ষত্রেও সত্য। এটা ধর্মানুষ্টানের মধ্যে দৃশ্যমান বাক্যের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। সুতরাং আপনি মনে করুন, উদাহরণস্বরূপ,যে প্রভুরভোজ– প্রভুরভোজ হল আধ্যাত্মিক পুষ্টি সম্পর্কিত। প্রভু এই ধর্মানুষ্ঠানে আসেন, খ্রীষ্ট আত্মার মাধ্যমে আসেন এবং ঈশ্বরের লোকেদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করেন, খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের দ্বারা তাদের খাবার খাওয়াতে সক্ষম করেন, তাদের অনুগ্রহে বেড়ে উঠতে, পাপের কাছে মরতে এবং খ্রীষ্টের ধার্মিকতার কাছে বাঁচতে সক্ষম করেন এবং তাই বিশ্বাসীকে পবিত্র করার ক্ষেত্রেও প্রভুর ভোজের একটি প্রভাব রয়েছে। অবশ্যই, আমাদের প্রার্থনা এখানে আছে। আমরা সেই একমাত্র যিনি আমাদের এই আশীর্বাদ দিতে পারেন তার কাছ থেকে চাই। আমাদের তাঁর কাছে চিৎকার করতে হবে এবং প্রার্থনায় আত্মার অনুশীলন হল একটি উপায় যার মাধ্যমে আমরা প্রভুকে তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলিতে ধরে রাখি এবং সেগুলি আমাদের জন্য প্রয়োগ করা হয়। আমরা স্বর্গ থেকে এর মাধ্যমে ঈশ্বর প্রদত্ত অনুগ্রহ নিয়ে আসি। সুতরাং শুদ্ধিকরণ এবং অনুগ্রহের উপায়গুলির মধ্যে একটি সংযোগ রয়েছে।

তৃতীয়ত, আমাদের এই মতবাদটিকে যুক্তি তর্ক দিয়ে বিবেচনা করতে হবে,তাই আমাদের এই মতবাদের সাথে মাঝে মাঝে উদ্ভূত কিছু ত্রুটির উত্তর দিতে হবে। প্রথমত, এমন কিছু লোক আছে যারা যীশুকে প্রভু হিসেবে না রেখে

ত্রাণকর্তা হিসেবে রাখার কথা বলে। সুতরাং,আপনি প্রার্থনা করতে পারেন এবং প্রভুর কাছে আপনার পাপ ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করতে পারেন এবং তারপরে আপনি যেভাবে জীবনযাপন করেছেন সেভাবে জীবনযাপন চালিয়ে যেতে পারেন,খ্রীষ্টকে আপনার জীবনের প্রভু হিসাবে না মেনে, আপনার উপর তাঁকে প্রভুত্ব অনুশীলন করতে দেন। এই ধারণাটিকে বাইবেলবিহীন হিসাবে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা দরকার। প্রথমত, এটা খ্রীষ্টকে বিভক্ত করা হবে। আপনি যীশুকে দুই ভাগে ছিঁড়ে ফেলতে পারেন না এবং বলতে পারেন, আমি তাঁকে ত্রাণকর্তা হিসাবে পাব এবং তাঁকে প্রভু হিসাবে পাব না–এটি ভয়ানক। তদ্ব্যতীত, আপনি খ্রীষ্টকে তাঁর প্রদত্ত সুবিধা থেকে বিভক্ত করতে পারবেন না। তাই আপনি বলতে পারবেন না, ঠিক আছে, আমি পাপের ক্ষমা এবং নরক থেকে পরিত্রাণ নেব–এটাই তাঁর প্রদত্ত উপকারিতা– কিন্তু খ্রীষ্টকে আমার উপর রাজত্ব করতে দেবে না। না, এই জিনিসগুলি একসঙ্গে গমন করে। যারা তাঁর কাছে ত্রাণকর্তা হিসেবে আসে তারা তাঁর কাছে প্রভু হিসেবেও আসে। আপনি সবসময় যেভাবে জীবনযাপন করছিলেন সেভাবে আপনি জীবনযাপন করতে পারবেন না। যেখানে একজন ব্যক্তির জীবনে কোন ফল নেই, এটি প্রমাণ করে যে সেই প্রতি মধ্যে পরিত্রাণের বিশ্বাস নেই। একটি পরিবর্তন হতে হবে যা নিজেকে প্রকাশ করে।

দ্বিতীয়ত, এমন কিছু লোক আছে যারা মানুষকে, বিশ্বাসীকে, নিষ্ক্রিয় শুদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় বলে মনে করে। সুতরাং আপনি হয়ত এরূপ কথা শুনতে পাবেন, "যেতে দাও এবং ঈশ্বর করুন।" সুতরাং, যে উপায়ে আমরা শুদ্ধিকৃত হয়েছি তা হল প্রভুর উপর নির্ভর করে,কোনভাবে পথ থেকে বেরিয়ে আসা এবং যতটা সম্ভব নিষ্ক্রিয় থেকে,যাতে প্রভু তাঁর কাজ করতে পারেন। বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তা নয়। মানুষ শুদ্ধিকরণে সক্রিয়। আপনি ফিলিপীয় ২:১২-১৩ এর মত জায়গায় ঈশ্বরের কাজ এবং বিশ্বাসীর কাজকে একত্রিত হতে দেখেন; "অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্ব্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেইরুপ নয় বরং এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে," এবার শুনুন-"সভয়ে সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর।" তাই এখানে, তিনি বলছেন বিশ্বাসীকে কিছু করার জন্য সক্রিয় হতে হবে; "ভয় এবং সকম্পে নিজের পরিত্রাণের কাজ করুন।" কিন্তু এটি এগিয়ে যায়; "কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের মধ্যে ইচ্ছা ও কার্জ্য উভয়ের সাধনকারী।" তাই বিশ্বাসী শুদ্ধিকরণের অনুধাবনে সক্রিয় থাকে, এই সত্যটি সম্পর্কে সচেতন যে এটি স্বয়ং ঈশ্বর, আত্মার দ্বারা, বিশ্বাসীর মধ্যে করছেন, নিযুক্ত উপায়ে,যে এই বিষয়গুলি সম্পন্ন হয়। তাই এই কারণেই মানুষের নিষ্ক্রিয় হওয়ার এই ভুল ধারণাটি আমরা শাস্ত্রে যা দেখি। শাস্ত্র বিশ্বাসীর জীবনকে একটি যুদ্ধ হিসাবে বর্ণনা করে। যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ নিষ্ক্রিয় নয়। তোমার লড়াই করার ভাষা, কুস্তি, লড়াই করার এবং দেখার ভাষা আছে। তাই এটি বিশ্বাসী জীবনের ভাষা এবং পবিত্রকরণের কাজ। আর তাই মানুষ এতে নিষ্ক্রিয় নয়।

আমাদের এটাও স্বীকার করতে হবে যে পরিপূর্ণতাবাদ বলে কিছু নেই। কিছু লোক বলবে, "আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনার শুদ্ধিকরনে, আপনি এমন জায়গায় পৌঁছাতে পারেন যেখানে আপনি আর পাপ করবেন না। আপনি পরিপূর্ণতার একটি অবস্থায় পৌঁছেছেন।" বাইবেল এই শিক্ষা দেয় না। আমরা পরিপূর্ণতার দিকে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি,কিন্তু আমরা এই জীবনে এটি পৌঁছাতে পারি না। এটি শুধুমাত্র মৃত্যুর সময় এবং শেষ পর্যন্ত শেষ দিনে ঘটে। যখন বাইবেল বলে, "তোমরা নিখুঁত হও"– যেমন পর্বতের উপদেশে–"তোমরা নিখুঁত হও, যেমন স্বর্গে আপনার পিতা নিখুঁত," তখন "নিখুঁত"-এর মানে "সম্পূর্ণ;" এর অর্থ "পরিপক্ক।" আমরা সেই নিখুঁত পরিপূর্ণতার দিকে প্রয়াস করছি এবং এটি বৃদ্ধি এবং পরিপক্কতার একটি পরিমাপ প্রতিফলিত করে। আপনি বলুন, "আচ্ছা, যাজক, ১ যোহন ৩:৯ পদ সম্পর্কে আপনি কি বলবেন?" কারণ আমরা সেখানে পড়ি, "যে কেউ ঈশ্বর থেকে জাত সে পাপ করে না।" ঠিক আছে,এর উত্তর হল– গ্রীক ভাষায়, এটি আসলে আরও বেশি, এটি আক্ষরিক অর্থে, "যে কেউ ঈশ্বর থেকে জন্মগ্রহণ করে সে ক্রমাগত পাপ করে না" বা, "পাপ চালিয়ে যায় না।" যাতে ক্রিয়ার কাল হচ্ছে অবিরত পাপে থাকার এই ধারণা। হ্যাঁ, যারা পুনরুত্থিত হয়েছে তারা আগের মতো চলতে থাকবে না। তারা নিছক পাপের পথে চলতে থাকবে না। আমরা জানি প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এটিই কেননা যোহন নিজের বিরোধী কথা বলতে পারেন না। এর আগে, তিনি বলেছিলেন, ১ যোহন ১:৮ এবং ১০ পদে; "আমরা যদি বলি যে, আমাদের পাপ নাই, তবে আপনারা আপনাদিগকে ভুলাই এবং সত্য আমাদের অন্তরে নাই। যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্কিমতা হইতে শুচি করিবেন। যদি আমরা বলি যে, পাপ করি নাই, তবে তাঁহাকে মিথ্যাবাদি করি এবং তাঁহার বাক্য আমাদের অন্তরে নাই।" তিনি বিশ্বাসীর সাথে কথা বলছেন– "আমরা নিজেদেরকে প্রতারণা করি, এবং সত্য আমাদের মধ্যে নেই।" ১০ পদে তিনি যা বলেছেন তার অর্থ হল এই পৃথিবীতে পাপহীন পরিপূর্ণতার একটি অবস্থায় পৌঁছানোর ধারণাটি বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় না।

সবশেষে এবং সংক্ষেপে, আমরা এখন খ্রীষ্টীয় অভিজ্ঞতায় শুদ্ধিকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে নিজেদের কাছে কিছু বাস্তব প্রয়োগ তুলে ধরতে পারি। যোহন ১৫:৪ পদে যীশুর কথা মনে আছে? "আমাতে থাকো আর আমি তোমাতে থাকি।

দ্রাক্ষালতার মধ্যে না থাকলে শাখা যেমন নিজে থেকে ফল দিতে পারে না; তেমনি তোমরাও আমার মধ্যে না থাকলে কিছুই করতে পারবে না।" এটি নির্ভরতার উপর জোর দেয়। বিশ্বাসী, এই কাজ এবং শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়ায়, সম্পূর্ণরূপে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর নির্ভরশীল, সম্পূর্ণরূপে পবিত্র আত্মার পরিচর্যার উপর নির্ভরশীল। এর মানে আমাদের খ্রীষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রয়োজন– আমাদের তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রয়োজন। আমাদের তাঁর কাছে থাকা দরকার এবং তাঁর প্রতি দৃষ্টি কেন্দ্রিভুত করা প্রয়োজন, তাঁর মহিমা অবলোকন করা প্রয়োজন, যেমন একটি কাচের মধ্যে দেখা হয়। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যস্থতার মাধ্যমে আকৃষ্ট হতে হবে, তাঁর রসদ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে, তাঁকে দেখতে এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হবে। আমরা নির্ভরশীলতায় চলি।

তবে আমাদের আশাও আছে। ফিলিপীয় ১:৬ পদ বলে, "ইহাতেই আমরা প্রত্যয় এই যে, তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কার্জ্য আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের দিন পর্যন্ত তাহা সিদ্ধ করিবেন।" তাই আমরা নিরুৎসাহিত হতে পারি। আমরা পাপের সঙ্গেই এই যুদ্ধে আছি এবং আমরা দেখছি পাপ আসছে এবং আমাদের মধ্যে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা অতি ধীর গতিতে মারা যাচ্ছে,এমন বিষয় যার সঙ্গে আমরা সংগ্রাম করে যাচ্ছি, আর আমরা এতে নিরুৎসাহিত হতে পারি। প্রভু আমাদের এখানে আশা দেন। তিনি বলেন, দেখুন, আপনি আত্মবিশ্বাসী হতে পারেন। প্রভুর সঙ্গে তিনি যে ভাল কাজটি শুরু করেছেন, তিনি এটিকে পূর্ণতায় নিয়ে আনবেন– তিনি "যীশু খ্রীষ্টের দিন পর্যন্ত এটি সম্পাদন করবেন।" আমরা আশা করতে পারি যে, একটি দিন আসছে, শুধুমাত্র এই পৃথিবীতেই নয়, যেখানে আমরা ক্রমাগত খ্রীষ্টের মতো হয়ে উঠব, কিন্তু শেষ দিনে, যখন আমরা পাপমুক্ত থাকব এবং চিরকাল প্রভুর সাথে থাকবো।

আর সেই আশায় উপায় এবং উপকরণের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আরও জোরদার করতে হবে। যদি আত্মা অনুগ্রহের মাধ্যমে কাজ করে, তাহলে আমাদের সেই উপায়গুলির ব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত পরিশ্রমী হতে হবে। এটি অতি সত্য, যে আমাদের ব্যক্তিগত পদচারণায়– বাইবেল পাঠ, প্রার্থনা, ধ্যান এবং শাস্ত্র মুখস্থ করা একান্ত প্রয়োজন। আর পারিবারিক ক্ষেত্রে এটি সত্য যে পারিবারিক উপাসনা বজায় রাখা, বাক্যে মনোনিবেশ করা, ঈশ্বরের গীত গাওয়া এবং আরও অনেক কিছু করা, সেইসঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে উপাসনার অগ্রাধিকার দেওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রভু আমাদের প্রচারের নিয়ম দিয়েছেন, অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবে। তাই, আমাদের বিষয়গুলি অগ্রাধিকার দিয়ে সাজাতে হবে। এটি ঈশ্বরের লোকেদের ধার্মিকতা গঠনের মূল শক্তি– যে জনসাধারণের উপাসনায় অংশ নেওয়া, প্রভুর দিনে দুবার,সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে, তা যাই হোক না কেন– ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা, ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করা, মুখস্থ করা, এটির উপর ধ্যান করা, গীতসংহিতা থেকে গীত গাওয়া, প্রার্থনা করা, ধর্মানুষ্ঠান এবং এসবই করা। অনুগ্রহ বৃদ্ধির জন্য প্রভুর উপর নির্ভর করে, আমাদের সেগুলি ব্যবহার করার জন্য সত্যিই পরিশ্রমী হতে হবে।

অবশেষে, পরিত্রাণের শেষ কী? পরিত্রাণের শেষ, যেমন আমরা বারবার দেখেছি, তা হল ঈশ্বরের মহিমা। "মানুষের প্রধান পরিসমাপ্তি হল ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা এবং তাঁকে চিরকাল উপভোগ করা।" আর ঈশ্বর সর্বাধিক মহিমান্বিত হন যখন বিশ্বাসীদের জীবনে তাঁর মহিমা উৎপন্ন হয় এবং দেখা যায়। যোহন ১৫:৮-এর সেই অনুচ্ছেদে যীশু যা বলেছেন; "ইহাতেই আমার পিতা মহিমান্বিত হন যে, তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান্ হও; আর তোমরা আমার শিষ্য হইবে।" পরিত্রাণের অন্তিম পরিণতি হল ঈশ্বরের মহিমা। আর অনুগ্রহে এই বৃদ্ধির ফলপ্রসূতা এবং খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে রূপান্তর হল ঈশ্বরের নিজের গৌরব সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত উপায়।

ঠিক আছে, এই বক্তৃতায়, আমরা শুদ্ধিকরণ সম্পর্কে বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তার একটি ভূমিকা বিবেচনা করেছি। আমরা লক্ষ করেছি যে ঈশ্বর তাঁর আত্মার অনুগ্রহে তাঁর সন্তানদের আধ্যাত্মিক পরিপক্কতায় বেড়ে ওঠেন। এটি প্রশ্ন উত্থাপন করে, কিভাবে এই বৃদ্ধি খ্রীষ্টীয় জীবনে ভাল কাজের ফলের সাথে সম্পর্কিত? পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা প্রভুর সাহায্যে ভাল কাজের শিক্ষা সম্পর্কে বিবেচনা করব।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৫– লেকচার ৯

উত্তম/ভালো কাজ সংক্রান্ত শিক্ষা

আপনি কিভাবে বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছের মধ্যে পার্থক্য করবেন? এটি একটি চমৎকার সহজ প্রশ্ন। আপনি গাছের দিকে তাকান, দেখুন ডালে কেমন ফল হচ্ছে। হয় কলা, বা আম, বা পেঁপে, বা অন্য কোনো ফল। তাহলে, আপনি কীভাবে নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনি যখন একটি ফলের গাছ লাগান, আপনি অবশেষে আপনার পছন্দের ফলটি পাবেন– উদাহরণস্বরূপ, আম? উত্তর হল যে আপনি নিশ্চিত হতে হবে যে আপনার সঠিক ধরণের শিকড় রয়েছে। আপনি পেঁপের শিকড় সহ একটি ছোট গাছ লাগাবেন এবং আশা করবেন না যে তাতে আম হবে। মূলই ফল নির্ধারণ করে। যীশু মথি ৭:১৬ থেকে ২০ পদের মধ্যে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা তাদের ফল দ্বারা তাদের চিনবে। মানুষ কি কাঁটাগাছের আঙ্গুর বা কাঁটা গাছের ডুমুর সংগ্রহ করে? তাই প্রত্যেকটি ভাল গাছ ভাল ফল দেয়; কিন্তু একটি মন্দ বৃক্ষ মন্দ ফল দেয়...তাই তাদের ফলের দ্বারা তোমরা তাদের চিনবে।" যারা অবিশ্বাসের মন্দ হৃদয়ের অধিকারী তারা অবাধ্যতার জন্য মন্দ ফল নিয়ে আসবে কিন্তু যেখানে বিশ্বাসের সঙ্গে যারা খ্রীষ্টে মূল স্থাপন করে, তারা পবিত্র আত্মার দ্বারা পবিত্রতাঁর জন্য ভাল ফল আনবে। আপনি মূল এবং সংশ্লিষ্ট ফলের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন না। মানুষের কাজ, ভালো হোক বা মন্দ, প্রমাণ বহন করে যে তারা কোথায় রোপিত।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই পঞ্চম মডিউলে বক্তৃতাগুলির এই সিরিজটি পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যয়নের জন্য উৎসর্গীকৃত। উদ্দেশ্য হল বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা যে কিভাবে আত্মা খ্রীষ্টের মুক্তিকে প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য প্রয়োগ করে। পূর্ববর্তী বক্তৃতার উপর ভিত্তি করে, যা শুদ্ধিকরণকে সম্বোধন করেছিল, আমরা এই বর্তমান বক্তৃতায় ভাল কাজের শিক্ষা বিবেচনা করব। প্রথমত, আমরা ভাল কাজের শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের আলোচনা শুরু করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ বিবেচনা করব।

আমরা পড়ি, ইফিষীয় ২:৮-১০ পদে, "কেননা অনুগ্রহেই বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান; তাহা কর্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে। কারণ আমরা তাঁহারই রচয়ান, খ্রীষ্ট যীশুতে বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট; সেগুলি ঈশ্বর পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।" পৌল ব্যাখ্যা করেছেন যে ভাল কাজগুলি কোথা থেকে উৎপত্তি এবং কোথায় সেগুলি জড়িত নয়। তিনি বলেন, বিশ্বাসী অনুগ্রহে রক্ষা পায়। অনুগ্রহ হল ঈশ্বর আমাদেরকে তা দেন যা আমরা পাবার যোগ্য নই। এটা এমন নয় যে আমরা তাঁকে কিছু দিই। তাই তিনি বলেন, "বিশ্বাস...ঈশ্বরের দান।" আপনি হয়ত আগের বক্তৃতা থেকে মনে করতে পারেন যে ঈশ্বর খ্রীষ্টে যা প্রদান করেন বিশ্বাস তা গ্রহণ করে। এই কারণেই তিনি বলেছেন পরিত্রাণ "আপনার নিজের নয়," এবং "কাজের দ্বারা নয়।" আমরা ঈশ্বরের পরিত্রাণজনক অনুগ্রহের বিনিময়ে কিছু আনয়ন এবং অবদান রেখে পরিত্রাণ উপার্জন, অর্থ প্রদান বা যোগ্যতা দ্বারা অর্জন করিনি। বিশ্বাসী শুধুমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হয়, খ্রীষ্টের আরোপিত ধার্মিকতা গ্রহণ করে এবং এর মাধ্যমে আমাদের ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রবেশাধিকার প্রদান করে। মানুষের এমন কিছুই নেই যাতে সে গর্ব করতে পারে। যেহেতু সবকিছু ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, তাই সমস্ত গৌরব একমাত্র ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বাসী ভালো কাজ উৎপাদনে অক্ষম। আমরা পূর্ববর্তী একটি মডিউলে এটি দেখেছি যে, স্বাভাবিক মানুষ, তার পাপপূর্ণ ভ্রষ্টতায় মৃত, অন্ধ এবং অজ্ঞ। তার সামর্থ্য নেই ভালো কিছু করার। যেমন পৌল বলেছেন, রোমীয় ৩:১২ পদে; "সৎকর্ম (ভালো কাজ) করে এমন কেউ নেই, এক জনও নেই।" সুতরাং এটি ভাল কাজের মাধ্যমে মানুষের পরিত্রাণ অর্জনের সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেয়।

কিন্তু আমাদেরকেও প্রশ্ন করতে হবে, তার মানে কি ভালো কাজের কোনো স্থান নেই? না, মোটেও এমন নয়। পৌল

ইফিষীয় ২ অধ্যায়ের এই পদগুলিতে বলতে চাইছেন যে, যারা বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ পায় তারা ঈশ্বরের কারিগর। ঈশ্বর তাদের সাথে, তাদের মাধ্যমে এবং তাদের মধ্যে কিছু করেন। তাঁর পরিত্রাণজনক অনুগ্রহের মাধ্যমে, তিনি তাদের জীবিত করেন যারা পাপে মৃত ছিল– যেমন আপনি পদ ১-এ দেখতে পাচ্ছেন– এবং এই অনুগ্রহের দ্বারা, তাদের ভালো কাজের ফল বহন করতে সক্ষম করেন।

এটি শুধুমাত্র খ্রীষ্টে থাকার মাধ্যমেই ঘটতে পারে, যেমন পৌল বলেছেন– যীশু খ্রীষ্টের সাথে পরিত্রাণজনক একতায় নিয়ে আসেন। যারা খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত হয়েছে তারা ভাল কাজের জন্য তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে৷ তাদের জন্য ঈশ্বরের নকশা হল তাঁর মহিমার জন্য ভাল কাজের ফল বহন করা। তিনি কেবল তাদের সক্ষমই করেন না, তিনি আগেও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আমাদের ভাল কাজে চলতে হবে। ঈশ্বরের পরিত্রাণের পরিকল্পনা এবং আরও বিশেষভাবে শুদ্ধিকরণের কাজ, এই উদ্দেশ্যটি অন্তর্ভুক্ত করে–ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, তাঁর লোকেদের মধ্যে খ্রীষ্টের সদৃশের ভাল কাজগুলি তৈরি করা। তাই, ভাল কাজ, খ্রীষ্টের জীবনে একটি অপরিহার্য প্রয়োজন। আপনি একটি গাণিতিক সূত্র পরিপ্রেক্ষিতে ভাল কাজ চিন্তা করতে পারেন। এটি বিশ্বাস এবং ভাল কাজের যুগ্মতায় পরিত্রাণ লাভ নয়, বরং, এটি বিশ্বাস এবং তার সঙ্গে পরিত্রাণ যুক্ত করুন যার ফল হবে ভাল কাজ, বা পরিত্রাণ ভাল কাজের অনুষঙ্গী।

এটি আমাদের ভালো কাজের শিক্ষার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের আরও বিষয়টি বিশদে দেখতে হবে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য স্পষ্ট করতে হবে। সুতরাং, এই বক্তৃতার বাকি অংশে আমরা পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে ভাল কাজের স্থান সম্পর্কে শাস্ত্র আমাদের কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করব।

দ্বিতীয়ত, এটি আমাদের আনয়ন করে ভাল কাজের একটি শাস্ত্রীয় শিক্ষা ব্যাখ্যা বিবেচনা করতে। এই মতবাদের ব্যাখ্যার অধীনে অর্ধ ডজন বা তার বেশি পয়েন্ট থাকবে। প্রথমত, শুদ্ধিকরণে আমাদের ভালো কাজের গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। সুতরাং আপনার লক্ষ্য করা উচিত যে ভাল কাজের অধ্যায়টি পুরো ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথের সবচেয়ে দীর্ঘতম অধ্যায়গুলির মধ্যে একটি, যা এই মতবাদের গুরুত্ব প্রদর্শন করে। পৌল নিজেই তীত ৩:৮ এবং ১৪ পদের উভয়ের গুরুত্বকে আরও জোরদার করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন, "এই কথা বিশ্বসনীয়; আর আমার বাসনা এই যে, এই সকল বিষয়ে তুমি নিশ্চয়তায় কথা বল; যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহারা যেন সত্যকার্জে ব্যাপ্রিত হইবার চিন্তা করে। এই সকল বিষয় মনুষ্যদের পক্ষে উত্তম ও সুফলদায়ক।" আর তারপরের পদে ১৪ পদে তিনি আরও বলেছেন, "আর আমাদের লোকেরা প্রয়োজনীয় উপকারার্থে সত্যকার্জে ব্যাপ্রতি হইতে অভ্যাস করুক, যেন ফলহীন হইয়া না পরে।" তাই আমরা এটি গুরুত্বপূর্ণ দেখতে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের একটি সংজ্ঞা প্রয়োজন। "ভাল কাজ" বলতে আমরা কী বুঝি? ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অধ্যায় ১৬ অনুচ্ছেদ ১, আমাদেরকে এই বলে সাহায্য করে যে, "ভাল কাজগুলি কেবল সেইগুলি যেমনটি ঈশ্বর তাঁর পবিত্র বাক্যে আদেশ করেছেন এবং এমন নয় যে, তাঁর আদেশ ছাড়াই, মানুষ অন্ধ উদ্যোগের জন্য তৈরি করে বা ভালো উদ্দেশ্যের কোনো ভান করে।" তাই আমাদের অবশ্যই ভাল কাজের সুযোগকে সীমিত রাখতে হবে যা ঈশ্বর শুধুমাত্র বাইবেলেই নির্দেশ করেছেন। বাক্যের সঙ্গে কিছু যুক্ত করে বা বিয়োগ করে, একজন ব্যক্তি যাকে ঈশ্বরীয় ধারণা বলে মনে করে তার দ্বারা সেগুলি সংজ্ঞায়িত করা হয় না। আপনি জানেন, মানুষ পবিত্রতার নিজস্ব নিয়ম তৈরি করতে পারে। আমাদের ঈশ্বর যা আদেশ করেছেন তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। কিংবা মানুষের ভালো কাজের ভিত্তি শুধুমাত্র ভালো উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে নয়। সুতরাং শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির মাধ্যম ভাল হওয়ার কারণে, কোন কিছুকে একটি ভাল কাজ হিসাবে গণ্য করা যায় না, যদি এটি শাস্ত্র থেকে উদ্ভূত না হয়। যিশাইয় ৮:২০ পদের কথা মনে রাখবেন; "ব্যবস্থার কাছে ও সাক্ষ্যের কাছে [অন্বেষণ কর]; ইহার অনুরূপ কথা যদি তাহারা না বলে, তবে তাহাদের পক্ষে অরুণোদয় নাই।" এই ভালো কাজের মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ অনুগ্রহ– প্রেম, আনন্দ, শান্তি এবং পাপের জন্য দুঃখ– এবং বাহ্যিক কর্ম– ঈশ্বরের আদেশের বাস্তবিক আনুগত্য এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেবা। সুতরাং এটি হল সংজ্ঞা– ভালো কাজের পরিধি।

তৃতীয়ত, আমাদের বিশ্বাসের সম্পর্ক ও তার ফল বিবেচনা করতে হবে। ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ১৬ অনুচ্ছেদ ২, বলে, "এই ভাল কাজগুলি, ঈশ্বরের আদেশের আনুগত্য, একটি সত্য এবং জীবন্ত বিশ্বাসের ফল এবং প্রমাণ।" তাই ফল খ্রীষ্টে পরিত্রাণরুপী বিশ্বাস থেকে প্রবাহিত। তার মানে হল, সত্যিকারের বিশ্বাস ছাড়া সত্যিকারের ভালো কাজ হতে পারে না। কিন্তু এর মানে এটাও যে যেখানে একটি জীবন্ত বিশ্বাস আছে, সেখানে ফল অনুসরণ করবেই। অন্য কথায়, যদি একজন ব্যক্তির জীবনে কোন ফল না থাকে, তাহলে কোন বিশ্বাস নেই। আমরা ইব্রিয় ১২:১৪ পদে পড়ি, "সকলের সহিত শান্তির অনুধাবন কর এবং যাহা ব্যাতিরেকে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না, সেই পবিত্রতার অনুধাবন কর; সাবধান হইয়া দেখ, পাছে কেহ ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয়।" ভালো কাজ প্রয়োজন। ইব্রিয় ১২ বলেছে, "যদি পবিত্রতা না থাকে তবে স্বর্গ থাকবে না।" কেন? কারণ পবিত্রতার ফল না থাকলে পরিত্রাণরুপী বিশ্বাসের

শিকড় নেই।

চতুর্থত, ভালো কাজ করার ক্ষমতা স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। আমরা ইফিষীয় ২-এ দেখেছি যে বিশ্বাসী হল "ঈশ্বরের কারুকার্য্য/ কারিগর।" আবার, ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ১৬ অনুচ্ছেদ ৩ বলে, "তাদের ভাল কাজ করার ক্ষমতা তাদের নিজেদের নয়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টের আত্মা থেকে।" যোহন ১৫:৪ এবং ৫ পদে যীশু বলছেন, "আমাতে থাক, আর আমি তোমাদিগতে থাকি, শাখা যেমন আপনা হইতে ফল উতপন্ন করিতে পারে না, দ্রাক্ষালতায় না থাকিলে পারে না, তদ্রূপ আমাতে না থাকিলে তোমরাও পার না। আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা; যে আমাতে থাকে এবং যাহাতে আমি থাকি, সেই ব্যাক্তি প্রচুর ফলে ফলবান্ হয়; কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না।" তাই বিশ্বাসী সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টের উপর নির্ভরশীল। ভাল কাজ সহ সমস্ত আধ্যাত্মিক ফল, পবিত্র আত্মার পরিচর্যা থেকে আসে। গালাতীয় ৫ মনে রাখবেন, যা আত্মার কিছু ফল তালিকাভুক্ত করে– আত্মা এই ফলগুলি তৈরি করেন।

আচ্ছা, এর মানে কি এই যে বিশ্বাসী ভালো কাজের সাধনায় নিষ্ক্রিয়? উত্তর হল, না। বাইবেল শিক্ষা দেয় না যে আমরা "যেতে দাও এবং ঈশ্বরের হাঁতে ছেড়ে দাও।" বরং, আমরা প্রভুর উপর নির্ভর করে ভাল কাজের জন্য অধ্যবসায়ী সাধনা করতে হবে। তাই বিশ্বাস আনুগত্য এবং অনুগ্রহ বৃদ্ধির জন্য খ্রীষ্টের মধ্যে থেকে রসদ গ্রহণ করে। উদাহারণ স্বরূপ, ঈশ্বর তাঁর বাক্যে আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, আমাদের বিশ্বাসকে নির্দেশিত এবং শক্তিশালী করার জন্য। তাই বিশ্বাস প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে খ্রীষ্টকে ধরে রাখে এবং তাঁর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে বাধ্যতা অনুসরণ করে।

সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন, "আমার অনুগ্রহ তোমার জন্য যথেষ্ট; কেননা আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধি পায়"– ২ করিন্থীয় ১২:৯। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, "আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দেবেন না; বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করিয়া দেবেন, যেন তোমরা সহ্য করিতে পার।"– ১ করিন্থীয় ১০:১৩। বিশ্বাসীরা এই প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ আস্থার সাথে, বিশ্বাসে সাড়া দেয়। আমরা বলতে পারি, "তোমার অনুগ্রহ যথেষ্ট। তোমার শক্তি দুর্বলতায় পরিপূর্ণ হয়। তুমি বিশ্বস্ত। তুমি আমাকে প্রলোভন থেকে বাঁচতে সক্ষম করবে।" প্রভুর শক্তিতে, বিশ্বাসী প্রলোভন প্রতিরোধ করে, তার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে এবং আত্মবিশ্বাসী, যে ঈশ্বর নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করবেন।

পঞ্চমত, এমনকি বিশ্বাসীর সর্বোত্তম ভাল কাজও কম হয়– ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্তব্য থেকে অনেক কম। সেগুলির মধ্যে কোনটিই ঈশ্বরের পরিত্রাণরুপী অনুগ্রহের মধ্যে কিছু যুক্ত করতে পারে না। লূক ১৭:১০ পদে যীশুর কথাগুলি মনে করুন; "সেই প্রকারে সমস্ত আজ্ঞা পালন করিলে পর তোমারাও বলিও আমার অনুপযোগী দাস, যাহা করিতে বাধ্য ছিলাম, তাহাই করিলাম।" এমনকি আমাদের সর্বোত্তম আনুগত্য পাপের দ্বারা কলঙ্কিত এবং শুদ্ধ ও পরিষ্কৃত করার জন্য খ্রীষ্টের রক্তের প্রয়োজন।

ষষ্ঠত, এর মানে কি বিশ্বাসীর ভালো কাজগুলো শেষ পর্যন্ত মূল্যহীন, কারণ সেগুলো পাপের সাথে কলঙ্কিত? না, এটা থেকে অনেক দূরে। কেন? কারণ তাদের ব্যক্তিদের খ্রীষ্টে গৃহীত হওয়া এবং তাদের ভাল কাজগুলি খ্রীষ্টে গৃহীত হওয়ার মধ্যে একটি সংযোগ রয়েছে। ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ১৬ অনুচ্ছেদ ৬, বলে: "যদিও, বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়, তাদের ভাল কাজগুলিও তাঁর মধ্যে গৃহীত হয়; যেন তারা এই জীবনে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে দোষের অযোগ্য এবং অসংশোধনযোগ্য নয়, কিন্তু তিনি, তাঁর পুত্রের মধ্যে তাদের দিকে তাকিয়ে, অনেক দুর্বলতা এবং অসম্পূর্ণতা সহ, যদিও আন্তরিক তা গ্রহণ করতে এবং পুরস্কৃত করতে সন্তুষ্ট হন।" তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বাসের ফল স্বরূপ ভালো কাজ– সত্যই ভাল, খ্রীষ্টের মাধ্যমে এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে। ঈশ্বর যা আন্তরিক তা গ্রহণ করেন এবং পুরস্কৃত করেন। অপূর্ণতা সত্ত্বেও এটি আন্তরিক বিশ্বাস। এটি সত্যিই আশ্চর্যজনক, কারণ এর মানে হল যে অনুগ্রহ অনুগ্রহের সাথে পুরস্কৃত হয়। ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের তাঁকে খুশি করতে সক্ষম করেন এবং তারপর তিনি তাদের এর জন্য পুরস্কৃত করেন।

আপনি লক্ষ্য করবেন যে নতুন নিয়মে ঈশ্বরের জন্য স্বর্গীয় পুরষ্কার সম্পর্কে অনেক কিছু বলা আছে মানুষ এবং পুরষ্কারের প্রত্যাশা আনুগত্য অনুসরণ করার অনেকগুলি সঠিক প্রেরণার মধ্যে একটি। আসলে, বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে পুরষ্কারটি কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই যত বেশি ভাল কাজ বা ফল, তত বেশি পুরস্কার। নরক ও স্বর্গ উভয় স্থানেই সকল মানুষ সমান নয়। নরকের শাস্তি বিভিন্ন মাত্রার শাস্তি রয়েছে– সবাই সুনির্দিষ্টভাবে সমান হবে না। একইভাবে, স্বর্গে, প্রাপ্ত পুরস্কারের দিক থেকে সবাই সমান হবে না। জোনাথন এডওয়ার্ডসের এটি চিত্রিত করার খুব গ্রাফিক উপায় ছিল। জোনাথন এডওয়ার্ডস ১৭০০ দশকের একজন ধার্মিক সেবক ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "স্বর্গে, প্রতিটি বিশ্বাসীকে একটি পানপাত্রের মতো চিত্রিত করুন।" তিনি বলেছেন, "স্বর্গে, প্রতিটি পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ হবে এবং উপচে পড়বে।" প্রত্যেক বিশ্বাসী আনন্দ ও আশীর্বাদে পরিপূর্ণ হবে এবং এতে উপচে পড়বে। "কিন্তু," তিনি বললেন, "বিভিন্ন আকারের কাপ থাকবে।" তিনি পুরষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে পার্থক্যগুলি বর্ণনা করছেন যা ঈশ্বরের

লোকেদের ফলপ্রসূতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

সপ্তম, শেষ বা লক্ষ্য বা ভাল কাজের পরিণতি হল ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা, যা অবশ্যই মানুষের প্রধান পরিণতি। একজন বিশ্বাসীর যত বেশি আধ্যাত্মিক ফলপ্রসূতা থাকে, সে তত বেশি ঈশ্বরকে মহিমা প্রদান করে। যোহন ১৫:৮ পদে যীশু বলেছেন, "ইহাতেই আমার পিতা মহিমান্বিত হন যে, তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হও; আর তোমরা আমার শিষ্য হইবে।" এই কারণেই ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য ভাল কাজের আদেশ দেন। তিনি তাঁর নিজের নামের মহান গৌরব সংগ্রহ করতে চান। যখন তাঁর লোকেদের আরও বেশি করে খ্রীষ্টের মতো করা হয়, তখন তারা আরও বেশি করে খ্রীষ্টের মহিমা প্রকাশ করে। ধার্মিকতা, সর্বোপরি, ঈশ্বর-সদৃশ। তাই তিনি তাঁর নিজের প্রশংসার জন্য করুণার পাত্রে তাঁর মহিমা প্রদর্শন করেন।

তৃতীয়ত, আমাদের এই শিক্ষাতত্ত্ব বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করতে হবে। আমরা দুই পাশেই খাদে পড়ে যেতে পারি। ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাসেম্বলি– ধার্মিক পুরুষ যারা ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি লিখেছেন– তাদেরকে দুটি চরম দিকের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। একদিকে, আইনবাদ ছিল– এই ধারণা যে আমরা ধার্মিকগণিত হওয়ার কাজ দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি (আমরা এটি পূর্ববর্তী বক্তৃতায় আলোচনা করেছি)। কিন্তু অন্য দিকে, অন্য দিকের খাদ হল যাকে বলা হয় অ্যান্টিনোমিয়ানিজম। সেই ত্রুটি শিখিয়েছিল যে শুদ্ধিকরণে ভাল কাজের কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং, আমরা যেমন শিখেছি, বাইবেল এই উভয় ভুলকেই প্রত্যাখ্যান করে। তাদের উভয়ের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। একদিকে, আমাদের আছে আইনবাদ– বিশ্বাসের সঙ্গে– কাজ বা অন্য কোন কিছু যুক্ত করা। ধার্মিক গণিত হওয়ার সঙ্গে কাজের যোগ– সুসমাচারকে ধ্বংস করে। পরিবর্তে পরিত্রাণ হল ঈশ্বর নিজে আমাদের কাছে আসছেন এবং আমরা তাঁর দ্বারা গৃহীত হই, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব ও কাজের মধ্যে, মানুষ একটি অবদান রাখে এবং আংশিকভাবে, সে যে পরিত্রাণ উপভোগ করে তার জন্য কৃতিত্ব নেয়। এটি ভয়ানক বিষয়। এটি বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তার বিরুদ্ধে। তাই, ধার্মিক গণিত হওয়ার সঙ্গে কাজ যোগ করার ত্রুটিটি গুরুতর। কিন্তু অন্য দিকে, পবিত্রকরণে ভালো কাজের কোনো প্রয়োজন নেই এই ধারণা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ পবিত্রকরণে বিশ্বাসের ফল এবং ভাল কাজের বাদ দেওয়া সুসমাচারকেও ধ্বংস করে। কেউ কেউ জোর দিয়ে বলেন যে একজন ব্যক্তি পাপের ক্ষমার জন্য খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে পারে এবং তারপরে পাপে বসবাস চালিয়ে যেতে পারে, নিজের খুশিমত, ব্যক্তিগত কোন পবিত্রতার কোন চিন্তা ছাড়াই। যেমনটি আমরা দেখেছি, যদি কোন ফল না থাকে তবে বিশ্বাসের কোন মূল নেই। এটি খ্রীষ্টের পরিত্রাণের কাজের নকশাকে দুর্বল করবে। রোমীয় ৮:২৯ পদ মনে রাখবেন, "কারণ তিনি যাহাদিগকে পুর্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্ব্বে নিরূপণও করিলেন।" ঈশ্বরের সুসমাচার আনার উদ্দেশ্য হল একটি নরক–যোগ্য, পাপী এবং দূষিত লোককে গ্রহণ করা এবং তাকে বাঁচানো এবং মুক্ত করা, যাতে তিনি তাকে নিজের পুত্রের মতো করে পুনরায় তৈরি করতে পারেন, যার ফলে তার মহিমা প্রকাশিত হয়। এটি সুসমাচারকে দুর্বল করে। সুতরাং আমাদের উভয় দিকের এই দুটি খাদের সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার, উভয়ই ত্রুটিপূর্ন।

চতুর্থত, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরতে পারি। প্রথমত, আমরা অনুপ্রেরণা সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি– শুদ্ধিকরণে ভাল কাজ করার অনুপ্রেরণা। মহান অনুপ্রেরণাগুলির মধ্যে একটি হল অনুগ্রহের করুণার জন্য ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা। সুতরাং বিশ্বাসী, যারা কিছুই করেনি, কিছুই অর্জন করেনি, কিন্তু তাদের আত্মার পরিত্রাণ ঈশ্বরের অনুগ্রহে অবাধে পেয়েছে; তারা ঈশ্বর যা অনুগ্রহ করেছেন তার প্রতি এবং খ্রীষ্টের প্রতি এবং নিজেকে নত করার জন্য এবং প্রস্তাব করার ইচ্ছার দিকে– নিজেকে পাপের জন্য বলিদান হিসাবে, ঈশ্বরের নির্বাচিত লোকদের জায়গায় এক বিকল্প হিসাবে দাঁড়ানোর জন্য এবং ঈশ্বরের ক্রোধ সহ্য করতে এবং ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারকে সন্তুষ্ট করতে এবং খ্রীষ্ট যা কিছু সম্পন্ন করেছেন তার দিকে তাকায়। প্রভু তাদের অবাধে যা কিছু দিয়েছেন তার জন্য বিশ্বাসীর হৃদয় গভীর কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে ফুলে ওঠে। এটি প্রভুর প্রতি ভালবাসাকে তীব্র করে তোলে। এটি সেই ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা যা প্রেরণার মধ্যে সর্ব্বোচ যা আমাদের তাঁকে খুশি করতে এবং তাঁকে মহিমান্বিত করতে আকাঙ্ক্ষা করতে প্ররোচিত করে। আমরা জানি যে তিনি আমাদের প্রচুর ফল প্রদান করার মাধ্যমে এবং ভাল কাজগুলির মাধ্যমে তিনি মহিমান্বিত হচ্ছেন এবং তাই বিশ্বাসী এটি সম্পর্কে যেন সচেষ্ট হয়। আমরা প্রভুর উপর নির্ভর করি যাতে আমরা এই ভাল কাজগুলি অনুসরণ করার জন্য তাঁর গৌরব করতে সক্ষম হই। পরিত্রাণরুপী জ্ঞানের সারমর্ম যা প্রায়শই ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথের সাথে মুদ্রিত একটি নথি, এটি বলে; "আইনের আনুগত্য অবশ্যই প্রেম থেকে প্রবাহিত হতে হবে এবং প্রেম একটি বিশুদ্ধ হৃদয় থেকে এবং বিশুদ্ধ হৃদয় একটি ভাল বিবেক থেকে এবং একটি ভাল বিবেক– একটি আন্তরিক বিশ্বাস থেকে প্রবাহিত হয়। এটি, তিনি একমাত্র ভাল কাজের মাধ্যম তৈরি করেছেন।" যীশু বলেছেন, তুমি যদি আমাকে ভালোবাস তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন কর।

দ্বিতীয়ত, আমরা খুব সংক্ষেপে ভালো কাজের কিছু উপকারিতা সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি। ভাল কাজ এক বিষয়

করে তা হল তারা বিশ্বাসীর নিশ্চয়তাকে শক্তিশালী করে। তারা তাদের আত্মার মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজ এবং পরিচর্যা দেখতে পায় এবং ফলপ্রসূতা নিয়ে আসে এবং তখন ভাল কাজগুলি জন্ম নেই;এটি একটি উপাদান– একমাত্র নয়, কিন্তু একটি উপাদা – যা তাদের নিশ্চয়তাকে আরও শক্তিশালী এবং গভীর করে যে তারা অনুগ্রহের একটি পরিষরে অবস্থান করছে। এরূপ নিশ্চয়তা যে তাদের সত্য উদ্ধারকারী বিশ্বাস আছে এবং তাই তাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা এবং তাদের পরিত্রাণের বিষয়ে তারা প্রত্যয়ী।

আরেকটি সুবিধা হল যে ভাল কাজগুলি বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের পেশাকে শোভিত করে। তাই তারা শোভিত হয়, তারা তাদের জীবনে এবং তাদের আত্মায় ঈশ্বরের হস্তকর্ম প্রদর্শন করে। আরেকটি জিনিস, আরেকটি সুবিধা হল যে এটি অন্যদেরকে গড়ে তোলে, তাই অন্যান্য মানুষ, অন্যান্য বিশ্বাসীরা তাদের নিজেদের বিশ্বাসে এবং তাদের নিজেদের পবিত্রতার সাধনায়, তাদের ভাল কাজের মাধ্যমে এবং খ্রীষ্ট ও তাদের প্রতি আমাদের সেবার মাধ্যমে এবং পবিত্রতার জীবনে গড়ে ওঠে এবং শক্তিশালী হয়।

অধিকন্তু, অবিশ্বাসীদের সাক্ষী হওয়ার সুবিধা রয়েছে। যীশু এই কথা বলেন, “তারা তোমাদের ভালো কাজগুলো দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার মহিমা করিবে।” তাই এটি যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের একটি সাক্ষ্য, যা সুসমাচার প্রচারের সাথে থাকে। আর আমরা যেমন উল্লেখ করেছি, ভালো কাজের ক্ষেত্রে সবথেকে বড় সুবিধা হল এটি ঈশ্বরের গৌরব করে।

তৃতীয়ত, খ্রীষ্টের উপর নির্ভরতায় বিশ্বাস অনুশীলন করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবহার করতে হবে। আমি যা বলতে চাইছি, আপনি যখন বাইবেলের মাধ্যমে পড়ছেন, আপনার উচিত ঈশ্বরের দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলোকে ভেঙে ফেলা এবং বিশ্বাসের দ্বারা, সেই প্রতিশ্রুতিগুলোকে ধরে রাখা, সেগুলিকে বিশ্বাস করা, বিশ্বাস করা এবং আপনার আত্মার ভার সেগুলির উপর দেওয়া। সেগুলির উপর এবং এর মাধ্যমে আপনার বিশ্বাসকে ত্বরান্বিত করা, তারপর প্রভুর শক্তিতে এগিয়ে যাওয়া, তাঁর উপর নির্ভর করে, তাঁর মহিমা অন্বেষণ করা। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, আপনি ভাববাদীদের বইগুলি পড়ছেন এবং আপনি হোশেয়র বইয়ে এসেছেন, আর আপনি শেষ অধ্যায়ে এসেছেন, অধ্যায় ১৪:৫ পদে, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন; “আমি ইস্রায়েলের পক্ষে শিশিরের ন্যায় হইব; সে শোশন পুষ্পের ন্যায় ফুটিবে, আর লিবানোনের ন্যায় মূল বাঁধিবে।” বিশ্বাস আমাদের আত্মার ভার ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির নিশ্চিততার উপর রাখে, এটি বলে, “প্রভু, আপনি আমার কাছে শিশিরের মতো হবেন। আমি এতে আত্মবিশ্বাসী।” তিনি আমাদের জল দেবেন এবং আমাদের সতেজ করবেন এবং আমাদের শক্তিশালী করবেন। “এবং তুমিই সেই ব্যক্তি যিনি আমাকে ফলপ্রসূ করে গড়ে তুলবেন।” তারপর প্রভুর উপর ভরসা করে যে তিনি প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করবেন, আমরা তাঁর উপর নির্ভর করে, পবিত্রতায় এবং সুসমাচারের ফলপ্রসূতায়, ভাল কাজের উৎপাদনে, তাঁর মহিমার জন্য উদ্যোগী হই। তাই, পবিত্রকরণের কাজে আমাদের আত্মাকে অনুশীলন করতে হবে এবং ভাল কাজের ফল নিয়ে আসতে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

উপসংহারে, এই বক্তৃতায়, বাইবেল আমাদের ভালো কাজ সম্পর্কে যা শিক্ষা দেয় তার একটি ভূমিকা বিবেচনা করেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ভাল কাজগুলিকে যৌক্তিকতা থেকে বাদ দেওয়া হলেও, তারা পবিত্রকরণে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয় ফল হিসাবে কাজ করে। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জীবনে উৎপাদিত তাঁর আত্মার প্রচুর ফলের মাধ্যমে নিজেকে মহিমান্বিত করেন। কিন্তু বিশ্বাসীর মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাজ কি বিশ্বাসীর জীবনের পুরো সময় ধরে চলতে থাকে? ঠিক আছে, পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা প্রভুর সাহায্যে সেই প্রশ্নটি বিবেচনা করব, সংরক্ষণের শিক্ষা সম্পর্কে বিবেচনা করব।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৫– লেকচার ১০

সাধুগণের সংরক্ষণ সংক্রান্ত শিক্ষা

প্রেরিত পৌল তাঁর পত্রে বেশ কিছু ভিন্ন স্থানে বিশ্বাসীকে একজন দৌড়বাজের সাথে এবং বিশ্বাসীর জীবনকে একটি দৌড়ের সাথে তুলনা করেছেন। এটি একটি সাহায্যকারী উদাহারণ। কিন্তু বিশ্বাসী কী ধরনের দৌড় দৌড়ায়? উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি, একজন ব্যক্তি স্বল্প দূরত্বের পূর্ণবেগে দৌড়াতে এবং দীর্ঘ দূরত্বের ম্যারাথন উভয়ই দৌড়াতে পারে। একটি পূর্ণবেগে দৌড়ানোর জন্য শক্তি এবং শক্তির অল্প বিস্ফোরণ প্রয়োজন, তবে শারীরিক পরিশ্রম দ্রুত শেষ হয়ে যায়। বিপরীতে, একটি ম্যারাথনে দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী সহনশীলতা জড়িত। দৌড়বাজকে অবশ্যই মাইলের পর মাইল, বিভিন্ন ভূখণ্ডে, খাড়া পাহাড়ে এবং সমতল প্রসারিত জায়গায় মাইলের পর মাইল এগিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত সে ফিনিশ লাইন অতিক্রম করে।

এটা মোটামুটি সুস্পষ্ট হওয়া উচিত যে বিশ্বাসীর জীবন পূর্ণবেগে দৌড়ানোর চেয়ে ম্যারাথনের মতো এক দৌড়। এটি খ্রীষ্টে একজন বিশ্বাসীর সমগ্র জীবন জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে, এর সাথে জড়িত রয়েছে সমস্ত উত্থান–পতন। অন্য কথায়, এটি শেষ পর্যন্ত অধ্যবসায় জড়িত। পৌল যখন তাঁর নিজের জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছেন, তখন তিনি ২ তিমথি ৪:৭-৮ পদে লিখেছিলেন, “আমি উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ করিয়াছি, নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়িয়াছি, বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছি। এখন অবধি আমার নিমিত্ত ধার্মিকতার মুকুট তোলা রহিয়াছে; প্রভু, সেই ধর্মময় বিচারকর্ত্তা, সেই দিন আমাকে তাহা দিবেন; কেবল আমাকে নয় বরং যত লোক তাঁহার প্রকাশপ্রাপ্তি ভাল বাসিয়াছে, সেই সকলকেও দিবেন।” বিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাসে অটল থাকার জন্য বলা হয় এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে তাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হবে।

শৃঙ্খলাগত ঈশতত্ত্বের এই পঞ্চম মডিউলে বক্তৃতাগুলির এই সিরিজটি পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যয়নের জন্য উৎসর্গীকৃত। উদ্দেশ্য হল বাইবেল কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা যে আত্মা কীভাবে খ্রীষ্টের মুক্তিকে বিশ্বাসীর আত্মার জন্য প্রয়োগ করে। তাই এই বর্তমান বক্তৃতায়, আমরা সংরক্ষণ সংক্রান্ত শিক্ষা বিবেচনা করব। প্রথমত, আমরা সংরক্ষণের শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাকে শুরু করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ বিবেচনা করে শুরু করব।

আমরা পড়বো, যোহন ১০:২৭-২৮ পদে প্রভু যীশু এই কথাগুলি বলেছেন, “আমার মেষরা আমার রব শুনে, আর আমি তাহাদিগকে জানি এবং তাহারা আমার পশ্চাদগমন করে; আর আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিই, তাহারা কখনও বিনষ্ট হইবে না এবং কেহই আমার হস্ত হইতে তাহাদিগকে কারিয়া লইবে না।” এই অনুচ্ছেদে, আমরা শিখি যে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত মনোনীতদেরকে অনুগ্রহ ও পরিত্রাণের অবস্থায় সংরক্ষণ করেন;তাদের তাঁর শক্তি দ্বারা ধরে রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের নিজেদের সংরক্ষণ করতে সক্ষম করেন। আমরা দেখতে পাই যে বিশ্বাসীর সংরক্ষণে ঈশ্বরের ঐশ্বরিক নির্বাচনে, তাদের পাপের জন্য খ্রীষ্টের নিশ্চিত প্রায়শ্চিত্তে এবং তাদের পালক হিসাবে খ্রীষ্টের চলমান শক্তিতে সুরক্ষিত। লক্ষ্য করুন, প্রথমত, যোহনের সুসমাচার ১০ অধ্যায়ে, যীশু নিজেকে ভাল পালক হিসাবে প্রকাশ করেছেন। একটি মেষপালকের চিত্রটি পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের একটি পরিচিত ছবি ছিল। উদাহরণস্বরূপ, আমরা গান করি, গীতসংহিতা ২৩ ও তার ১ পদে “সদাপ্রভু আমার পালক আমার অভাব হইবে না।” যা তারপর বর্ণনা করে যে কীভাবে তিনি তাঁর লোকদের সবুজ চরানি ভূমিতে এবং স্থির জলের পাশে নিয়ে যান। ঈশ্বরের এই বিষয়বস্তুটি, তাঁর লোকেদের মেষপালক হিসাবে সমগ্র পুরাতন নিয়মের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ২৭ পদে আমরা শিখি যে খ্রীষ্টের মেষরা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। তাই তাদের আধ্যাত্মিক কান

দেওয়া হয়েছে যেগুলো প্রকৃত মেষপালকের কণ্ঠস্বর বুঝতে পারে এবং তারা মনোযোগ সহকারে তাঁকে অনুসরণ করে সাড়া দেয়।

আমরা এটি দেখতে পাই যখন ঈশ্বরের নির্বাচিত লোকেরা সুসমাচারের কাছে আসে। তারা স্বীকার করে, আলিঙ্গন করে এবং পরিত্রাণের সুসংবাদে বিশ্বাস করে। যারা পরিত্রাণ পেয়েছে, তারা খ্রীষ্টের কাছে আসে, খ্রীষ্টের বাধ্য হয় এবং খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে, যেখানেই তিনি তাদের তাঁর বাক্য শিক্ষায় পরিচালনা দেন।

তৃতীয়ত, তদ্ব্যতীত, আমাদের বলা হয়েছে যে যীশু তাঁর মেষদের জানেন এবং তিনি বলেছেন যে তিনি তাঁর মেষদের অনন্ত জীবন দেন। তিনি এটি কিভাবে করেন? এর আগে, ১৫ পদে আমরা পড়ি যীশু এই কথা বলেন, "মেষদিগের জন্য আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি।" এটি তাঁকে বোঝায় যে তিনি নিজেকে একটি প্রতিস্থাপনমূলক বলি হিসেবে উৎসর্গ করছেন এবং তাঁর নির্বাচিত লোকদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। তাই উত্তম মেষপালক তাঁর সমস্ত মেষের জন্য পূর্ণ পরিত্রাণ প্রদান করেন।

চতুর্থত, সেই চিরন্তন পরিত্রাণ, সেই চিরন্তন জীবন অপরিবর্তনীয়–এটি চিরস্থায়ী; এটি নিরাপদ। পদ ২৮ বলে, "এবং আমি তাদের অনন্ত জীবন প্রদান করি এবং তারা কখনও বিনষ্ট হবে না, আমার হাত থেকে কেউ তাদের কেড়ে নেবে না।" অন্য কথায়, খ্রীষ্ট যা করেন তা বাতিল করা যায় না। তাঁর মেষেরা কখনও ধ্বংস হবে না। তারা কখনই ধ্বংস হতে পারে না। বেশ, সেটি কেন? কারণ কেউ খ্রীষ্টের মেষকে তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। পরের পদটিতে, তিনি এই বলে নিশ্চিত করেছেন যে কেউ তাদের পিতার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না এবং তিনি এবং পিতা এক। খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের ঐশ্বরিক শক্তি দিয়ে রাখেন। কিছুই এবং কেউই ঈশ্বরের ক্ষমতার সাথে মিল বা উচ্ছেদ করতে পারে না। তাই ঈশ্বরের লোকেদের চিরন্তন পরিত্রাণ এবং তাদের সুরক্ষার নিশ্চয়তা এবং সংরক্ষণ ঈশ্বর নিজেই করেন।

এটি আমাদের সংরক্ষণ সংক্রান্ত শিক্ষার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের বিষয়টি আরও বিশদে দেখতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলি স্পষ্ট করতে হবে। তাই এই বক্তৃতার বাকি অংশে, আমরা পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে সংরক্ষণের স্থান সম্পর্কে শাস্ত্র কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করব। তাই, দ্বিতীয়ত, আমাদের ভাষণ বা বক্তৃতার দ্বিতীয় প্রধান শিরোনাম, আমরা সংরক্ষণের একটি শাস্ত্রীয় শিক্ষা ব্যাখ্যা করব।

বেশ কিছু বিষয় লক্ষ্য করুন। প্রথমত, সাধুদের সংরক্ষণ এই সত্যকে নির্দেশ করে যে যারা সত্যিকার অর্থে সংরক্ষিত এবং অনুগ্রহের অবস্থায় রয়েছে, তারা জীবনের শেষ অবধি সেই অবস্থায় থাকবে এবং ভবিষ্যতের গৌরবে অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবে। এটি ঈশ্বরের শক্তির কারণে নিশ্চিত, যিনি তাদের মধ্যে যা শুরু করেছেন তা তিনি সম্পূর্ণ করবেন। সুতরাং আপনি যদি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথের দিকে তাকান, অধ্যায় ১৭ অনুচ্ছেদ ১, এতে বলা হয়েছে, "যাদের ঈশ্বর তাঁর প্রিয়তে গ্রহণ করেছেন, কার্যকরভাবে আহ্বান করেছেন এবং তাঁর আত্মার দ্বারা পবিত্র করেছেন, তারা পুরোপুরি বা শেষ পর্যন্ত অনুগ্রহের সেই অবস্থান থেকে সরে যেতে পারে না। তবে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে এবং চিরকাল রক্ষা পাবে।"

দ্বিতীয়ত, সংরক্ষণকে সংজ্ঞায়িত করার পরে, আমাদের বুঝতে হবে যে সংরক্ষণ পরিত্রাণের প্রকৃতির মধ্যে সংবদ্ধ। তাই আবার, আপনি যদি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ১৭ অনুচ্ছেদ ২-এ পড়েন, এতে বলা হয়েছে, "সাধুদের এই সংরক্ষণ তাদের নিজের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, তবে নির্বাচনের মাত্রার অপরিবর্তনীয়তার উপর নির্ভর করে, ঈশ্বর পিতার স্বাধীন ও অপরিবর্তনীয় ভালবাসা থেকে প্রবাহিত; যীশু খ্রীষ্টের যোগ্যতা এবং মধ্যস্থতার কার্যকারিতার উপর; আত্মার স্থায়ীত্ব এবং তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বীজ এবং অনুগ্রহের চুক্তির প্রকৃতি; যা থেকে উদ্ভূত হয় তার নিশ্চিততা এবং অসম্পূর্ণতার উপরও।" তাই লক্ষ্য করুন সংরক্ষণ কিসের উপর নির্ভর করে। সংরক্ষণ পুরুষের শক্তি বা পুরুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এর মূলে রয়েছে ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় নির্বাচন।

আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের মধ্যে পূর্ববর্তী কোর্সে নির্বাচনের শিক্ষা বিবেচনা করেছি। ঈশ্বরের ফরমান ব্যার্থ বা পরিবর্তন করা যাবে না। তাঁর লোকেদের প্রতি প্রভুর ভালবাসা ভাঙ্গা যাবে না। রোমীয় ৮:৩৮-৩৯ পদে, আমরা পড়ি, "কেননা আমি নিশ্চয় জানি, কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য সকল, কি উপস্থিত বিষয় সকল, কি ভাবী বিষয় সকল, কি পরাক্রম সকল, কি উর্দ্ধ স্থান, কি গভীর স্থান, কি অন্য কোন

সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে পৃথক করিতে পারিবে না।” তাই ঈশ্বর যাদেরকে বাঁচানোর জন্য বেছে নিয়েছেন, তাঁর ভালবাসায়, তারা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাবে। নির্বাচন আমাদের কার্যকরী আহ্বান থেকে শুরু করে আমাদের গৌরব পর্যন্ত সমস্ত মুক্তির ব্যবস্থা করে। যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা বিশ্বাসে অটল থাকবেন। তাই সংরক্ষণ নির্ভর করে, প্রথমত, ঈশ্বরের নির্বাচনের অপরিবর্তনীয়তার উপর। এটি খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসীর মিলনের উপরও নির্ভর করে। যারা খ্রীষ্টে রয়েছে, যারা রক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে খ্রীষ্টে একীভূত হয়েছে তাদের আত্মার দ্বারা তাঁর থেকে সেবা প্রাপ্ত হবে। খ্রীষ্ট তাদের নিজের সাথে যুক্ত করেন এবং তাঁরা শক্তি দ্বারা তাদের রক্ষা করেন। ফিলিপীয় ১:৬ বলে, “ইহাতেই আমার প্রত্যয় এই যে, তোমাদের অন্ত্রে যিনি উত্তম কার্জ্য আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের দিন পর্যন্ত তাহা সিদ্ধ করিবেন।”

তৃতীয়ত, খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং খ্রীষ্টের মুক্তির কাজের সিদ্ধি, সংরক্ষণকে সুরক্ষিত করে। তিনি নির্বাচিতদের বাঁচাতে মারা গিয়েছিলেন এবং তিনি তা করতে তাঁর উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হতে পারেন না। যাদের জন্য তিনি মারা গেছেন, তারা রক্ষা পাবে। যোহন ৬:৩৯ বলে, “আর যিনি আমাকে পাথিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা এই, তিনি আমাকে যে সমস্ত দিয়াছেন, তাঁহার কিছুই যেন না হারাই, কিন্তু শেষ দিনে যেন তাহা উঠাই।”

চতুর্থত, এটি পবিত্র আত্মার পরিচর্যা দ্বারা শক্তিশালী হয়। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীকে মধ্যে অবস্থান করতে আসেন। আমরা এটি পুনর্জীবিত হওয়ার বক্তৃতায় দেখেছি–এই কাজ যেখানে ঈশ্বর আসেন এবং তাঁর লোকেদের মধ্যে বাস করেন, তাদের একটি নতুন হৃদয় দেন, তাদের মধ্যে অনুগ্রহের নীতি রোপণ করেন। পবিত্র আত্মা একটি স্থায়ী উপহার এবং বিশ্বাসীর আন্তরিক উত্তরাধিকারের একটি সীলমোহর। ইফিষীয় ১:১৩-১৪ বলে, “খ্রীষ্টে থাকিয়াচতত্রাও সত্যের বাক্য, তোমাদের পরিত্রাণের সুসমাচার, শুনিয়া এবং থাতে বিশ্বাসও করিয়া সেই অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ; সেই আত্মা ঈশ্বরের নিজস্বের মুক্তির নিমিত্ত, তাঁহার প্রতাপের প্রশংসার নিমিত্ত আমাদের দয়াধিকারের বায়না।” তাই আত্মার উপস্থিতি এবং পরিচর্যা সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেয়।

এর পরে, আমরা দেখতে পাই যে এটি খ্রীষ্টের মহাযাজকের মধ্যস্থতার দ্বারাও শক্তিশালী হয়েছে। খ্রীষ্টের কাজ স্বর্গে চলতে থাকে, যেখানে মহাযাজক হিসাবে, আমাদের বলা হয়েছে যে তিনি তাঁর লোকেদের জন্য ক্রমাগত মধ্যস্থতা করেন। যীশু ক্রমাগত তাঁর লোকেদের জন্য প্রার্থনা করছেন। সেই প্রার্থনার শক্তি আছে। তাদের কার্যকারিতা আছে। খ্রীষ্টের প্রার্থনা অবশ্যই শোনা এবং সম্পন্ন করা উচিত। তা ব্যর্থ হতে পারে না। তাই আপনি ইব্রিয় ২ এর শেষে এবং ইব্রিয় ৪ এর শেষে পড়েন, খ্রীষ্ট, আমাদের এমন এক সহানুভূতিশীল এবং আবেগপ্রবণ মহাযাজক, যিনি তাঁর লোকেদের জন্য মধ্যস্থতা করছেন এবং এটি তাদের আধ্যাত্মিক স্থিতিশীলতাকে সুরক্ষিত করে। তিনি, তাঁর প্রার্থনা দ্বারা, সেগুলিকে ধরে রাখেন। সেই প্রার্থনা ব্যর্থ হতে পারে না। দ্বিতীয় তিমথি ১:১২ পদ বলে, “এই কারণ এত দুঃখভোগও করিতেছি, তথাপি লজ্জিত হই না, কেননা যাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছি, তাঁহাকে জানি এবং প্রত্যয় করিতেছি যে, আমি তাঁহার কাছে যাহা গচ্ছিত রাখিয়াছি, তিনি সেই দিনের জন্য তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ।”

এর পরে, আমরা দেখতে পাই যে পরিত্রাণের মধ্যে রয়েছে বিশ্বাসীর মুক্তির চূড়ান্ত সমাপ্তি। তাই “পরিত্রাণ পাওয়া”-র মধ্যে রয়েছে যে তাদের গৌরবে আনিত হবে– ঈশ্বরের লোকেদের। দ্বিতীয় তীমথিয় ৪:১৮ পদ, “প্রভু আমাকে সমুদয় মন্দ কর্ম হইতে রক্ষা করিবেন এবন গাপনার স্বর্গীয় রাজ্যে উত্তীর্ণ করিবেন, যুগপর্জ্যায়ের যুগে যুগে তাঁহার মহিমা হইক।আমীন।” অথবা, আপনি ১ পিটর ১:৪-৫ পদ সম্পর্কে ভাবুন, যেখানে পৌল আমাদেরকে “অক্ষয় ও বিমল ও আজর দায়াধিকারের নিমিত্ত দিয়াছেন...যা সঞ্চচিত রহিয়াছে।” সেটা– তোমাদের জন্য স্বর্গে “ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা রক্ষিত হইতেছে”– যা “শেষকালে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রস্তত আছে।” তাই প্রভু তাঁর লোকেদের জন্য একটি উত্তরাধিকার কিনেছেন, যা হারানো যাবে না এবং সেইজন্য, তাদের সেই চূড়ান্ত পরিত্রাণের জন্য তাঁর শক্তি দ্বারা রাখা করা হবে। সুতরাং এই সমস্ত, বাইবেলের সত্যগুলি সংরক্ষিত প্রয়োজনীয়তা এবং অযোগ্যতা দাবি করে, যার মূল হল ঈশ্বরের শক্তি এবং উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত, এই শিক্ষাতত্ত্বের ব্যাখ্যার অধীনে, এই সমস্তই ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাজ সংরক্ষণকে ভিত্তি করে উঠে। প্রশ্ন হল, তাহলে বিশ্বাসীর দায়িত্বের স্থানটি সম্পর্কে কী হবে– বিশ্বাসীর দায়িত্ব খ্রীষ্টীয় জীবনে অটল

থাকার? আপনি যদি ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ১৭ এবং এই সময়, অনুচ্ছেদ ৩-এ দিকে ফিরে তাকান, এটি বলে, “তবুও, তারা, শয়তান এবং বিশ্বের প্রলোভনের মাধ্যমে, তাদের মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতা অবশিষ্ট থাকতে পারে এবং তাদের সংরক্ষণের উপায় অবহেলা– গুরুতর পাপের মধ্যে ফেলতে পারে এবং কিছু সময়ের জন্য সেখানে ক্রমাগত করতে পারে; যার দ্বারা তারা ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির কারণ হয় এবং তাঁর পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করে; তাদের অনুগ্রহ এবং আরামের কিছু পরিমাপ থেকে বঞ্চিত হয়;তাদের হৃদয় কঠিন এবং তাদের বিবেক আহত হয়;অন্যকে আঘাত করে এবং নিজের উপর সাময়িক বিচার নিয়ে আসে।”

এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সংরক্ষণ, উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করে– ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব, যা আমরা আগে বিবেচনা করে আসছি এবং বিশ্বাসীর দায়িত্ব। ঈশ্বর উভয়ই নির্বাচিতদের রক্ষা করেন এবং নির্বাচিতদের অবশ্যই বিশ্বাসে অটল থাকতে হবে। আগেরটি– ঈশ্বরের নির্বাচন হল, বিশ্বাসীর অধ্যবসায়– এই পরেরটির ভিত্তি। কিন্তু আগেরটি– ঈশ্বরের সংরক্ষণকে পরেরটির– মানুষের দায়িত্ব থেকে আলাদা করা যায় না। সুতরাং এটি যা করে তা হল, এটি এই সত্যকে জোর দেয় যে বিশ্বাসী প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করে। তাই বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের নিকটবর্তী হতে হবে, খ্রীষ্টের সাথে সহভাগিতা গড়ে তুলতে হবে, পাপের প্রতিরোধ করতে হবে, শয়তানের সাথে লড়াই করতে হবে, পবিত্রতার সাধনায় হাঁটতে হবে, খ্রীষ্টের অসীম সম্পদের উপর বিশ্বাসের দ্বারা সানিদ্ধ লাভ করতে হবে, প্রভুর সঙ্গে গমনাগমন করার জন্য তাঁর অনুগ্রহ অব্যাহত রাখার জন্য তাঁর উপর নির্ভর করতে হবে। তার মানে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে;আমাদের সতর্ক থাকতে হবে;আমাদের প্রার্থনায় প্রভুর মুখের অন্বেষণ চালিয়ে যেতে হবে এবং তাঁর বাক্যে পরিপূর্ণ হতে হবে। আমরা বলতে পারি না, ঈশ্বর নির্বাচিতদের রক্ষা করেন, তাই আমাদের কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। তিনি সত্যিই নির্বাচিতদের রক্ষা করেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জন্য যে পথে রেখেছেন তা চালিয়ে যেতে এটি আমাদের জন্য একটি প্রণোদনা এবং উৎসাহ। চতুর্থত, আরেকটি প্রশ্ন এটি হল; যারা খ্রীষ্টান বলে দাবি করছিল, যারা বিশ্বাস ত্যাগ করেছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত তাদের পাপে ধ্বংস হয়েছিল তাদের আমরা কীভাবে বুঝবো? সম্ভবত আপনি এই ধরনের মানুষ চেনেন। তারা প্রাণবন্ত খ্রীষ্টান বলে মনে হয়, তারপর কিছু ঘটে এবং তারা খ্রীষ্টান বিশ্বাস ত্যাগ করে, তারা খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করে এবং প্রত্যাখ্যান করে, তারা সুসমাচারকে অস্বীকার করে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই অবস্থায় মারা যায়। এইমত বিষয়গুলি আমরা কিভাবে বুঝতে পারি? আপনি যিহূদার কথা মনে করুন, যিনি বারোজন শিষ্যের একজন ছিলেন বা দিমাস, যিনি প্রেরিত পৌলের একজন সহকর্মী ছিলেন, যিনি তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন, এই বর্তমান পৃথিবীকে ভালবাসে ফেলেছিলেন।

উত্তর হল একজন ব্যক্তির বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি এবং প্রকৃত ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্বীকারোক্তির মধ্যে পার্থক্যকে বুঝতে দেওয়া। যারা বিশ্বাস করে তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস থাকে না। মনে রাখবেন– বীজের দৃষ্টান্ত। কিছু কিছু আছে যারা খুব আনন্দের সাথে দ্রুত বেড়ে ওঠে এবং প্রথমে সবকিছু ভাল দেখায়, কিন্তু তাদের কাছে বিষয়টি শিকড় নিতে পারিনি। সমস্যা আসে এবং তারা শুকিয়ে যায় এবং ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যরা জন্মায় এবং এই জীবনের চিন্তা এবং ধন-সম্পদের প্রতারণা তাদের শ্বাসরোধ করে। তাদের কাছে বিষয়টির শিকড়বদ্ধ হয়নি। তারপরে সেই বীজ যা ভাল জমিতে পড়ে এবং ভাল ফল দেয়। সুতরাং আমাদের স্বীকার করতে হবে যে অ-নির্বাচিতদের বিশ্বাসভ্রষ্টতা, যারা খ্রীষ্টান বলে দাবি করে, এটি একটি বাস্তবতা।

তাই আমাদের শাস্ত্রে এই সতর্কবাণী রয়েছে। একটি অতি সুন্দর কথা ইব্রিয় পুস্তকে রয়েছে, অধ্যায় ৬, পদ ৪-৬ এর মধ্যে, যেখানে প্রভু তাদের সম্পর্কে সতর্ক করেছেন যাদের খ্রীষ্টে থাকার সমস্ত বাহ্যিক সূচক/ চিহ্ন রয়েছে এবং তবুও যারা তাতে নেই এবং যারা ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি আরও বলে এগিয়ে যান, যে যদি আপনি ৬ পদ পড়ে যান এবং সেটি বলে, যাইহোক, আমরা “আপনার কাছ থেকে আরও ভাল জিনিস এবং পরিত্রাণের সাথে থাকা জিনিসগুলি” আশা করি। সুতরাং যারা, ৪ থেকে ৬ পদগুলিতে, বাহ্যিকভাবে সংরক্ষিত হওয়ার মত দেখাচ্ছিল, কিন্তু সত্যিকার অর্থে সংরক্ষিত হয়নি– খ্রীষ্টে তাদের সত্যিকারের বিশ্বাস ছিল না, তার খ্রীষ্টের সাথে একীভূতও হয়নি।

তাই, একটি বাস্তবতা রয়েছে যে অনেকে থাকবে যারা খ্রীষ্টান বিশ্বাস থেকে বিশ্বাস-ত্যাগ করবে এবং

দৃশ্যমান মণ্ডলী ত্যাগ করবে। আর এটি দ্বারা আমাদের বিশ্বাস কম্পিত না হয় বা বিস্মিত না হয়। আমরা জানি যে প্রভু আমাদের এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এটি সংরক্ষণের অস্বীকার করা নয়। এটি এই সত্যের একটি প্রদর্শন যে যারা খ্রীষ্টান বলে দাবি করে তারা সবাই সত্যিকারের বিশ্বাসী নয়। যারা সত্যিই পরিত্রাণ পেয়েছে, তারা সত্যিকার অর্থেই শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত হবে।

তৃতীয়ত, আমাদের এই শিক্ষাতত্ত্বকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। আমরা এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করব। প্রথমত, আমরা যাকে বলি ঐতিহাসিক আর্মিনিয়ানিজম– একটি শিক্ষাতাত্ত্বিক ব্যবস্থা যা সংস্কারকৃত বিশ্বাসের বিরোধী, যা বাইবেলের এবং আমাদের সমস্ত বক্তৃতায় প্রতিফলিত হয়। তাই, ঐতিহাসিকভাবে, আর্মিনিয়ানরা বলেছে যে বিশ্বাসী দূরে সরে যেতে পারে– সর্বশেষে এবং শেষ পর্যন্ত অনুগ্রহের অবস্থা থেকে পড়ে যেতে পারে এবং চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে। কারণ তারা ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে সবকিছু নির্ভর করে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অনুশীলনের উপর। এটি তাদের মনপরিবর্তনের প্রাথমিকভাবে খ্রীষ্টের কাছে আসার পরিপ্রেক্ষিতে সত্য এবং তাদের বিশ্বাসে অবিরত থাকার পরিপ্রেক্ষিতে এটি সত্য। শেষ পর্যন্ত, মানুষকে তার সিদ্ধান্তমূলক ধার্মিক গণিত হওয়া এবং নির্বাচনের আগে সংরক্ষণ পরিপূর্ণ করতে হবে। এটি পরিত্রাণের শর্ত হিসাবে একটি কাজের উপাদান প্রবর্তন করে এবং পরিত্রাণের পুরো শিক্ষাতত্ত্বকে বিকৃত করে। পরিত্রাণ শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর কি করেন এবং খ্রীষ্ট কি সুরক্ষিত করেছেন তার উপর নির্ভর করে না; এটা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে মানুষ কি করে এবং নিজের জন্য নিরাপদ করে। এর আগে আমরা যে সমস্ত বক্তৃতা দেখেছি তার উপর ভিত্তি করে, বাইবেল যা বলে তার বিপরীতে, সংরক্ষণ এই বিষয়টি সহ আমাদেরকে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আমরা যীশুর শিক্ষায় এবং পৌলের শিক্ষায় এর রেফারেন্স সহ শাস্ত্রের অনেক অনুচ্ছেদ লক্ষ করেছি।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক সুসমাচার প্রচারের মধ্যে একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই কেউ কেউ সাধুদের সংরক্ষণের শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং তারা এটিকে অনন্ত/ শাশ্বত নিশ্চয়তার শিক্ষা দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছে। তারা "একবার সংরক্ষিত, সর্বদা সংরক্ষিত" সম্পর্কে কথা বলে–যারা একবার সংরক্ষিত হয়েছিল, তারা সর্বদার জন্য সংরক্ষিত হয়। সেই ভাষার সাথে কোনো ভুল নেই; শাশ্বত নিশ্চয়তা– এটি ভালো ভাষা। এটা সত্য যে একবার একজন ব্যক্তি পরিত্রাণ পেলে, সে সর্বদার জন্য পরিত্রাণ পায়। তাই ভাষাই সমস্যা নয়। সমস্যা হল কিছু আধুনিক চরিত্র, এর পিছনে কি আছে। "সহজ বিশ্বাস-বাদ" এর এই ধারণাটি রয়েছে যা আবার আধুনিক আর্মিনিয়ানবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এতে অন্তত তিনটি সমস্যা রয়েছে। প্রথমটি হল “সংরক্ষিত” শব্দটি– একবার সংরক্ষিত, সর্বদা সংরক্ষিত–একটি মানুষের সিদ্ধান্তের দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যে নিহিত। সুতরাং, ফলস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার জন্য একটি সিদ্ধান্ত এবং স্বীকারক্তি নিয়ে থাকে, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার শাশ্বত সম্পত্তিতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পায়, তা নির্বিশেষে তার মানে কি, বা বিশ্বাসের ফল আছে কি না, ইত্যাদি। এটি নিশ্চয়তার মতো জিনিসগুলিকে প্রভাবিত করে, যা আমরা পরবর্তী লেকচারে বিবেচনা করব। নিশ্চয়তা একটি এককালীন কাজ দ্বারা সুরক্ষিত কিছু হয়ে ওঠে, বরং পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীর মধ্যে ফল প্রবর্তনের কাজ দ্বারা অর্জিত এবং শক্তিশালী হয়। সুতরাং তারা মনে করে, আপনি একটি অলটার ক্যাল (পরিত্রাণের জন্য আহ্বানের)ডাকে সাড়া দেন, আপনি একটি প্রার্থনা বলেন, আপনি একটি কার্ডে স্বাক্ষর করেন– একটি প্রতিশ্রুতি পান, আপনি এই অন্যান্য জিনিসগুলি করেন এবং এখন আপনার কাছে একটি নরকের আগুন থেকে বাঁচার বীমা পলিসি আছে যেটি আপনার কাছে নেই সেটি কেউ আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না;একজন ব্যক্তি তার বাকি জীবনের সাথে যাই ইচ্ছা করুক না কেন। এখানে এই ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, “আচ্ছা, আমি একটি প্রার্থনা করছি এবং তাই এখন আমি যেভাবে চাই সেভাবে বাঁচতে পারি– এটি কোন ব্যাপার না;আমি নরক থেকে মুক্ত।” বাইবেল যা শিক্ষা দেয় এটি তা নয়। উদাহারনস্বরূপ এটি তাদের দ্বারা বিশ্বাস-ত্যাগের বাইবেলের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে, যারা নিজেদের খ্রীষ্টান বলে দাবি করে। তাই এটি একটি সমস্যা।

তৃতীয়ত, লুথারানরা আছে, আর লুথারানরা নির্বাচনের ভিত্তি ছাড়াও সংরক্ষণকে বজায় রাখার চেষ্টা করে, যা আমরা এই বক্তৃতার আগের অংশে শাস্ত্র থেকে দেখেছি। তারা দাবি করে যে বিশ্বাসীরা পাপ করতে পারে

এবং বিশ্বাস, অনুগ্রহ এবং পবিত্র আত্মা হারাতে পারে এবং সম্পূর্ণভাবে দূরে সরে যেতে পারে। অবিশ্বাসের মধ্যে একটি আন্তরিক ত্রুটি হতে পারে, তবে নির্বাচিতরা শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু এটা আসলে নির্বাচনের মূলে বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই ক্রমাগত সংরক্ষণে থাকার পরিবর্তে, একটি অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু চূড়ান্ত সংরক্ষণ রয়েছে। সুতরাং নির্বাচন আংশিকভাবে বিশ্বাসীর সংরক্ষণের মাধ্যমে সুরক্ষিত হয়, বিপরীতে নয়।

সবশেষে, আমাদের রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাস রয়েছে এবং এটি সংরক্ষণকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এটি দাবি করে যে ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি পাইকারি বিচ্যুতি বিশ্বাসীর মধ্যে ঘটতে পারে এবং এটি শুধুমাত্র তপস্যা এবং অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। তাই তাদের জন্য কোন স্থান নেই, সত্যিই, ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁর লোকেদেরকে অনুগ্রহের অবস্থায় রক্ষা করার জন্য।

আচ্ছা সবশেষে এবং চতুর্থত, আমরা এখন নিজেদের কাছে কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরি। প্রথমত, বিশ্বাসীর আস্থা ঈশ্বরের শক্তিতে, ঈশ্বরের প্রেমে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে, নিজের উপর নয়। পৌল যেমন বলেছেন, আমাদের পূর্ণতা আমাদের নিজেদের নয়, যেমন "কোন কিছুকে নিজেদেরই মনে করা; কিন্তু আমাদের যথেষ্ঠতা ঈশ্বরের"– তিনি করিন্থীয়ানদের কাছে তা লেখেন। অথবা আপনি যীশুর কথার বিষয়ে ভাবুন, যোহন ১৫ তে, "আমাকে ছাড়া, তোমরা কিছুই করিতে পার না।" আর তাই, বিশ্বাসী প্রভুর উপর এবং তাঁর অনুগ্রহ এবং ক্ষমতার উপর তাদের আস্থা রাখে। আর সেই আত্মবিশ্বাসের সাথে এবং তার উপর নির্ভরশীলতার সাথে, বিশ্বাসীর তাঁর অনুগ্রহে পবিত্র আত্মার পরিচর্যায় তাঁর সন্মুখে গমনাগমন করার দায়িতবের মুখোমুখি হয়। এটি আমাদের জন্য আমাদের চোখ সজাগ রাখার জন্য একটি জায়গা সুরক্ষিত করে, কারণ ব্যাকস্লাইডিং এমন একটি হুমকি যা প্রকৃত বিশ্বাসীদের অবশ্যই সম্মুখীন হতে হবে, যেমনটি আমরা ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন ১৭:৩ এ দেখেছি। আমাদের বিভিন্ন ধরণের আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের কারণ এবং প্রতিকার উভয়ই অধ্যয়ন করতে হবে। আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক অসাবধানতার জন্য দায়ী এবং দোষী এবং আমাদের আধ্যাত্মিক প্রবাহ– আমাদের পিছিয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ও রয়েছে। এটি মোকাবেলায় আমাদের অবশ্যই এর বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। খ্রীষ্টীয় জীবনের লক্ষ্যটি হল জীবন ভালভাবে শেষ করা, কেবল ভাল শুরু করা নয়। মুকুটটি সেই জয়ী ব্যক্তির কাছে যায় যিনি বিজয়ের সাথে দৌড় শেষ করেন, তাদের কাছে নয় যারা কেবলমাত্র মহান উদ্যোগ এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে দৌড় শুরু করেন– আমরা এটি আগে দেখেছি। কিছু সুসমাচার প্রচারক বিশ্বাসী জীবনের শুরুতে জোর দেয়, কিন্তু সবসময় কথা বলে এবং অতীতে যা করা হয়েছিল তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, যেখানে বাইবেল এবং সংস্কারকৃত বিশ্বাসও বিশ্বাসী জীবনের সময়কালের উপর জোর দেয় এবং অনুসরণের উপর মৃত্যু পর্যন্ত পবিত্রতার উপর জোর দেয়। তাই, প্রশ্নটি কেবল আমাদের জীবনের অতীতে আমরা কোথায় ছিলাম তা নয়, তবে এখন আমরা কোথায়? আমরা কি ঈশ্বরের অনুগ্রহে, তাঁর শক্তির মাধ্যমে এবং আত্মার পরিচর্যায় বিশ্বাস ও অনুগ্রহে সংরক্ষিত? পবিত্রতা এবং খ্রীষ্টের অনুরূপের জন্য আমাদের উৎসাহী সাধনা স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা এবং ঈশ্বরের গৌরবের সাধনা দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা ক্রমাগত খ্রীষ্টের সাথে যোগাযোগ সুসংবদ্ধ করা হয়;ক্রমাগত পাপের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে; ক্রমাগত তাঁর মহিমা অনুসরণ করে– প্রতিদিন, ঘন্টার পর ঘন্টা, বছরের পর বছর তা ক্রমাগত হচ্ছে।

সংরক্ষণ– ঈশ্বর তাঁর লোকেদের নিজের হাতে রেখে অর্জিত হয়, তাই বিশ্বাসী স্বীকার করে যে তাদের পরিত্রাণের বিষয়ে সবকিছু ঈশ্বর এবং তাঁর অনুগ্রহ থেকে আসে। অতএব, সমস্ত গৌরব একমাত্র ঈশ্বরের কাছে যায়, আমাদের কাছে নয়। তাই বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাসের লেখক এবং সমাপ্তিকারী, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর তাদের দৃষ্টি স্থির রেখে সংরক্ষিত হন– যিনি তাদের উদ্ধার নিশ্চিত করেছেন।

উপসংহারে, এই বক্তৃতায় আমরা বাইবেল সংরক্ষণ সম্পর্কে যা শিক্ষা দেয় তার একটি ভূমিকা বিবেচনা করেছি। আমরা লক্ষ করেছি যে আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের পরিত্রাণের কাজের জন্য সংরক্ষণ অপরিহার্য। যারা ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত, খ্রীষ্টের দ্বারা কেনা হয়েছে এবং পবিত্র আত্মার যার মধ্যে বসবাস করছেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে, শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসে অটল থাকবে এবং অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবে। এখানে আরেকটি প্রশ্ন আসে; একজন ব্যক্তি কি আত্মবিশ্বাসী হতে পারেন যে তারা আসলে অনুগ্রহের অবস্থায় আছে এবং তাই সংরক্ষিত থাকবে? ঠিক আছে, আমাদের শেষ বক্তৃতায়, আমরা প্রভুর সাহায্যে সেই প্রশ্নটি বিবেচনা করব,

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৫– লেকচার ১১

পরিত্রাণ এবং অনুগ্রহের নিশ্চয়তা সংক্রান্ত শিক্ষা

নিশ্চয়তার শিক্ষাকে সম্বোধন করার জন্য।

একটি প্রেমময়, ঈশ্বর ভয়শীল বাড়িতে জন্ম নেওয়া একটি নবজাত শিশুর কথা চিন্তা করুন। সেই শিশুটির এমন অনেক আশীর্বাদ রয়েছে যা সে জানে না। তার জীবন আছে, যদিও সে জীবনের ধারণা সম্পর্কেও সচেতন নয়। তার বাবা-মা তার প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করে– তাকে পুষ্টি দেওয়ার জন্য খাবার, তার শরীর গরম করার জন্য পোশাক, তাকে রক্ষা করার জন্য আশ্রয় ইত্যাদি। এই সব কিছুর ঊর্ধ্বে, তার একজন বাবা আছে যিনি তাকে খুব ভালোবাসেন, যিনি তাকে আনন্দিত করেন এবং তাকে লালন পালন করেন। কিন্তু বাবা কি এতেই সন্তুষ্ট হবেন? উত্তর হল, না। তিনি শুধু তার সন্তানকে ভালোবাসে না, কিন্তু তিনি চান তার সন্তান যেন জানতে পারুক এবং তার পিতার ভালোবাসায় আশীর্বাদ লাভ করুক এবং তার জন্য প্রণীত সমস্ত বিধানের মধ্যে সেই ভালোবাসার নিদর্শন দেখতে পাক ও উপভোগ করুক। পিতা তার প্রেমকে তার ছেলের সচেতন প্ররোচনায় তার প্রেম নিবন্ধিত হতে দেখে আনন্দিত হন। এটি আমাদের জন্য অনুগ্রহ এবং পরিত্রাণের নিশ্চয়তার মতবাদকে চিত্রিত করে। একজন ব্যক্তি কি আত্মবিশ্বাসী হতে পারেন যে তাদের প্রকৃত সঞ্চয়কারী বিশ্বাস রয়েছে এবং তারা আসলে অনুগ্রহ ও পরিত্রাণের অবস্থায় রয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে তারা কীভাবে এই প্ররোচনায় আসে? আমরা এই বক্তৃতায় এই প্রশ্নগুলিকে সম্বোধন করব।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই পঞ্চম মডিউলের বক্তৃতাগুলির এই সিরিজটি পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য উৎসর্গীকৃত। উদ্দেশ্য হল বাইবেল কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা যে আত্মা কীভাবে খ্রীষ্টের মুক্তিকে বিশ্বাসীর আত্মার জন্য প্রয়োগ করে। এই পঞ্চম মডিউলের এই শেষ বক্তৃতায়, আমরা এখানে নিশ্চয়তার শিক্ষা বিবেচনা করব।

সর্বপ্রথম, আমরা এই মতবাদ সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাকে উন্মুক্ত করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ বিবেচনা করে শুরু করব। আমরা ১ যোহন ৫:১৩ পদে পড়ি; "তোমরা যাহারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করিতেছ, আমি তোমাদিগকে এই সকল কথা লিখিলাম, যেন তোমরা জানিতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পাইয়াছ।" এখন এই পদে, যোহন আমাদের এই প্রথম পত্র লেখার জন্য তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য বলেন। তিনি সুসমাচারের অনুরূপ কিছু করেন। আপনি যদি মনে করেন, যোহনের সুসমাচারে, অধ্যায় ২০:৩১ পদে, তিনি বলেছেন, "কিন্তু এই সকল লেখা হইয়াছে, যে তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও।" এখানে, ১ যোহন ৫:১৩ পদে, আমরা আবিষ্কার করেছি যে তাঁর লক্ষ্য একই রয়ে গেছে। তাঁর পত্রের উদ্দেশ্য হল যেন প্রত্যেক আত্মা– ঈশ্বরের পুত্র, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করতে পারে। তিনি লোকেদের খ্রীষ্টে বিশ্বাসে আসতে দেখতে এবং খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব এবং সংরক্ষণের কাজের উপর তাদের সমস্ত আস্থা রাখতে চান। কিন্তু শুধুমাত্র সেটিই নয়। তিনি চান যে একজন ব্যক্তি যদি বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জানতে পারে যে তাদের অনন্ত জীবন আছে। তাই তিনি কেবল অনুগ্রহে বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীষ্টের সাথে তাদের একীভূত হওয়া দেখতে চান না, তিনি বাঞ্ছা করেন যেন তারা তাঁকে জানে এবং তাদের নিজের হৃদয়ে প্রত্যয়িত হয় যে তারা তাদের পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছে; যে তারা আর অধার্মিকতা এবং পাপে মৃত নয়, বরং, ঈশ্বর তাদেরকে খ্রীষ্টের মধ্যে জীবনের নতুনত্বে নিয়ে এসেছেন এবং স্বর্গে তাদের অনন্ত জীবনের প্রতি তাদের আস্থা আছে।

এর দুটি অর্থ হয় তাই নয় কি? প্রথমত, সমস্ত বিশ্বাসীদের পক্ষে পরিত্রাণের বিশ্বাসের নিশ্চয়তা অর্জন করা

সম্ভব। দ্বিতীয়ত, কিছু বিশ্বাসীর নিশ্চয়তা প্রয়োজন, কিন্তু তা নেই। আমরা বিশ্বাস এবং নিশ্চয়তার মধ্যে একটি সংযোগও দেখতে পাই। নিশ্চয়তা হল সেই ফল যা বিশ্বাসের মূল থেকে জন্মে। শুধুমাত্র সত্যিকারের পরিত্রাণকারী বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তিরা সঠিক নিশ্চয়তা পেতে পারেন এবং তাদের তা থাকাও উচিত। প্রথম লক্ষ্য হল খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দিকে আসন্ন হওয়া। এমন কিছু লোক আছে যারা বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তাকে এড়িয়ে যেতে প্রলুব্ধ হয় এবং নিজেদের শান্তি দিতে এগিয়ে যায়, এই উপসংহারে যে তারা উদ্ধার পেয়েছে যদিও তারা তা পাইনি। এটি একটি সমস্যা।যোহন তাই আত্মার অনুপ্রেরণায় প্রত্যেক আত্মার পাশে দাঁড়িয়ে এই উদ্দেশ্য নিয়ে লেখেন যেন বিশ্বাস ও নিশ্চয়তার এই বিষয়ে তাদের সাহায্য করতে পারেন। সত্যিই, ১ যোহন এর সম্পূর্ণ বইটি অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিশ্চয়তার বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। যোহন খ্রীষ্টকে বিশ্বাসের বস্তু হিসাবে নির্দেশ করেছেন এবং তিনি বিশ্বাসের ফলের সুস্পষ্ট চিহ্ন বা প্রমাণ প্রদান করেন, যাদের নিশ্চয়তার ভিত্তি নেই তাদের উন্মোচন করেন এবং তাদের বাইবেলের ভিত্তির সাথে নিশ্চিত প্রদান করেন। এটি করার মাধ্যমে, তিনি সত্য বিশ্বাসীদের তাদের পরিত্রাণের নিশ্চয়তা পেতে সাহায্য করার লক্ষ্য রাখেন। আপনি ফিরে যান এবং এই আলোতে ১ যোহন এর পত্রটি পড়ে যান।

এটি আমাদের নিশ্চয়তার শিক্ষাতত্ত্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, তবে অন্যান্য বক্তৃতার মতো, আমাদের বিষয়টি আরও বিশদে আলোচনা করতে হবে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য স্পষ্ট করতে হবে। তাই এই বক্তৃতার বাকি অংশে, আমরা পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে নিশ্চয়তার স্থান সম্পর্কে শাস্ত্র কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করব। তাই দ্বিতীয়ত, আমরা নিশ্চয়তার একটি শিক্ষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিবেচনা করব।

প্রথমত, নিশ্চয়তা ব্যক্তিগত প্ররোচনা এবং আত্মবিশ্বাসকে বোঝায়; যা একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর আছে যে তারা অনুগ্রহের অবস্থায় আছে এবং পরিত্রাণের উত্তরাধিকারী। এই সংজ্ঞাটি, অন্তত তার সরলতায়, গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটি কোনওভাবেই একজন ব্যক্তির পরিত্রাণের ভিত্তিকে বোঝায় না, যা সম্পূর্ণরূপে তার নিজের বাইরে, তবে ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস এবং নিশ্চিতিকরণ যা বিশ্বাসীকে ব্যক্তিগতভাবে সুসমাচারের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়।

তাই ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ১৮ অনুচ্ছেদ ১-এ আমরা পড়ি; "যদিও ভন্ড এবং অন্যান্য অবিকৃত মানুষেরা ঈশ্বরের পক্ষে এবং পরিত্রাণের অবস্থায় থাকার মিথ্যা আশা এবং দৈহিক অনুমান নিয়ে নিজেদেরকে বৃথাভাবে প্রতারণা করতে পারে;যা তাদের আশা বিনষ্ট করে; তথাপি যারা প্রভু যীশুকে সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে এবং আন্তরিকতার সাথে তাকে ভালবাসে, তার সামনে সমস্ত ভাল বিবেকের সাথে চলার চেষ্টা করে, এই জীবনে অবশ্যই নিশ্চিত হতে পারে যে তারা অনুগ্রহের অবস্থায় রয়েছে এবং ঈশ্বরের মহিমার আশায় আনন্দিত হতে পারে;যে আশা তাদের কখনই লজ্জিত করবে না।" আচ্ছা আপনি দেখুন ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন তাদের মধ্যে পার্থক্য করে যারা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে নিজেদেরকে প্রতারণা করে এবং যাদের সত্যিকারের পরিত্রাণকারী বিশ্বাস আছে এবং নিশ্চিতভাবে নিশ্চিত হতে পারে যে তারা অনুগ্রহের অবস্থায় আছে। এই ধারণাটি স্পষ্ট করার জন্য, আমি মনে করি চারটি শ্রেণীর লোকেদের বিন্যাস করা আমার পক্ষে সহায়ক হতে পারে। স্পষ্ট করার জন্য, চার শ্রেণীর লোকের কথা চিন্তা করুন।

প্রথম শ্রেণী–এমন লোকেরা আছে যারা পরিত্রাণ পেয়েছে এবং জানে যে তারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত। তাই তাদের নিশ্চয়তা আছে। দ্বিতীয়ত, এমন লোকেরা যারা পরিত্রাণ পেয়েছে এবং তারা জানে না যে তারা পরিত্রাণ পেয়েছে। তাদের নিশ্চয়তা নেই। তাদের অনুগ্রহের অবস্থায় থাকার পরিপ্রেক্ষিতে তারা প্ররোচিত বা আত্মবিশ্বাসী নয়। তৃতীয় শ্রেণী যারা অ-পরিত্রাণ প্রাপ্ত, কিন্তু ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা পরিত্রাণ পেয়েছে। তাদের মিথ্যা আশ্বাস আছে। তারপর চতুর্থ বিভাগ হল যারা অপরিত্রাণপ্রাপ্ত এবং জানে তারা অপরিত্রাণপ্রাপ্ত এবং অবশ্যই, তাদের কোন নিশ্চয়তা নেই। এই হল সেই চার শ্রেণীর মানুষ। আমাদের বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে যে দুটি বিভাগে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, তা হল দ্বিতীয় এবং তৃতীয়। যারা পরিত্রাণ পেয়েছে কিন্তু তবুও তাদের নিশ্চয়তা নেই, তারা জানে না যে তারা রক্ষা পেয়েছে;অথবা যারা অপরিত্রাণপ্রাপ্ত এবং ভুলভাবে মনে করে যে তারা পরিত্রাণ পেয়েছে।

সুতরাং আসুন সেই তৃতীয় বিভাগ দিয়ে শুরু করি, সেই তৃতীয় শ্রেণীর বাস্তবতা হল, যে এমন কিছু লোক

আছে যারা অপরিত্রাণপ্রাপ্ত কিন্তু তারা মনে করে তারা পরিত্রাণ পেয়েছে, একটি উদ্বেগ তৈরি করে, তাই নয় কি? যীশু এটি থেকে আমাদের সতর্ক করেন। মথি ৭:২১ থেকে ২৩ পদে– পার্বত্য উপদেশের শেষ– যীশু বলেছেন, "যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যাক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে। সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, যে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমরা কি ভাববাণী বলি নাই? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নাই? আপনার মানেই কি অনেক পরাক্রান্ত-কার্য্য করি নাই? তখন আমি তাহাদিগকে স্পস্থই বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্মচারীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও।" সুতরাং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এমন লোকেরা থাকতে পারে যারা সম্ভবত রাজ্যের কাছাকাছি, কিন্তু রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করেনি। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে এটি আরও আলোচনা করব।

সেই দ্বিতীয় বিভাগে ফিরে গেলে, যারা পরিত্রাণ পেয়েছে কিন্তু সেটি তারা জানে না, যারা এটি সম্পর্কে নিশ্চিত নন, এটিও খ্রীষ্টীয় অভিজ্ঞতার একটি বাস্তবতা। আমাদের ভূমিকার শিশুটির মতো, এই ধরনের একজন ব্যক্তিকে তাদের অবস্থার একটি স্থির প্ররোচনায় আসতে হবে, যার মাধ্যম আমরা আলোচনা করব। দ্বিতীয় পিতর ১:১০ পদ বলে, “অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যে আহূত ও মনোনীত, তাহা নিশ্চয় করিতে অধিক যত্ন কর, কেননা এ সকল করিলে, তোমরা কখনও উছত খাইবে না।” প্রত্যেক বিশ্বাসীকে নিশ্চিতিকরণ অর্জন করা তার ব্যক্তিগত সাধনা করা উচিত। এটি আমাদের আহ্বান এবং নির্বাচন নিশ্চিত করার মাধ্যমে করা হয়, অন্য কেউ আমাদের বলে না যে আমরা উদ্ধার পেয়েছি।

দ্বিতীয়ত এই পয়েন্টের অধীনে, ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, ১৮, অনুচ্ছেদ ২, বলে; “এই নিশ্চিততা:- আশ্বাস– “এই নিশ্চিয়তাটি একটি অমূলক আশার উপর ভিত্তি করে একটি খালি অনুমানমূলক এবং সম্ভাব্য প্ররোচনা নয়; কিন্তু বিশ্বাসের একটি অদম্য নিশ্চয়তা, পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতির ঐশ্বরিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই অনুগ্রহের অন্তর্নিহিত প্রমাণ যার প্রতি এই প্রতিশ্রুতিগুলি করা হয়েছে, দত্তক নেওয়ার আত্মার সাক্ষ্য আমাদের আত্মার সাথে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান: যে আত্মা আমাদের উত্তরাধিকারের বায়না, যার দ্বারা আমাদের মুক্তির দিন পর্যন্ত সীলমোহর করা হয়।”

এটি আমাদের বিষয়টির কেন্দ্রে নিয়ে আসে। বাইবেল শিক্ষা দেয়, আপনি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশনে দেখতে পাচ্ছেন যে, বিশ্বাসের প্রকৃত নিশ্চয়তা তিনটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি তিন পায়ের টুলের মতো, টুলটি দাঁড়াতে বা একজন ব্যক্তির নিশ্চিত হওয়ার জন্য আপনার তিনটি উপাদানেরই প্রয়োজন। আমি যখন নিশ্চয়তার ভিত্তির কথা বলি, আমি বলতে চাই যে উপায়ে আমরা নিশ্চয়তা পেতে অগ্রসর হই, সেটি ভিত্তি নয়, অবশ্যই, তার উপর পরিত্রাণ নির্ভর করে। তাহলে আসুন টুলের তিনটি পা নিয়ে ভাবি যা নিশ্চয়তার কথা বলে।

প্রথমটি উদ্দেশ্যমূলক, তাই এটি আমাদের নিজের বাইরে। যথা, এটি পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি। তাই নিশ্চয়তার প্রথম উপাদান হল পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি। প্রকৃতপক্ষে, সুসমাচারে, খ্রীষ্টে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা দেখার মাধ্যম হল নিশ্চয়তা লাভের প্রাথমিক উপায়। প্রতিশ্রুতি হল জানালা যার মাধ্যমে আমরা প্রতিশ্রুতির দিকে তাকাই। আর তাই বাইবেলের নিশ্চয়তা সর্বদা খ্রীষ্ট কেন্দ্রিক। আমাদের খ্রীষ্টকে তাঁর প্রতিশ্রুতিতে ধরে রাখতে হবে। আপনি চিন্তা করুন কিভাবে এটি পবিত্র শাস্ত্রের লেখনিতে আসে। প্রভু বলেছেন– আমাদের বলা হয়েছে, “প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস কর এবং তুমি পরিত্রাণ পাবে।” যীশু বলেছেন, “পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল আমার নিকট আইস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।” প্রভু বলেন, “যারা আমার কাছে আসে, আমি কোনভাবেই তাদের বিতাড়িত করব না।” প্রভু বলেন, ”এসো আমরা একত্রে (তর্ক-বিতর্ক) যুক্তি করি; যদিও তোমার পাপগুলো লালচে রঙের, তবুও সেগুলো তুষারের মত সাদা হবে; যদিও তারা লাল রঙের, তা পশমের মতো হবে।” আর আমরা এইভাবেই বলে যেতে পারি। এখানে সুসমাচারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা প্রভু দিয়েছেন, যে আমরা প্রভুর সামনে ধরে রাখব।

যদিও আমাদের অনুভূতিগুলি ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলি অপরিবর্তনীয়। সেগুলি

নিশ্চিত। “তাঁর সত্য টিকে থাকে।” “ঈশ্বর সত্য হন, যদিও সমস্ত মানুষ মিথ্যাবাদী হয়।” তাই আমরা প্রভুর উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে শুরু করি, যেমন তিনি আমাদেরকে তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে দেখান। তাই একজন ব্যক্তি বাইবেলে অন্বেষণ করতে আসে এবং বাইবেল তাকে বলে, “প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করুন এবং আপনি পরিত্রাণ পাবেন।” তারপর তারা বলে, আমি সত্যিই প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করি; তাই আমি পরিত্রাণপ্রাপ্ত। তাই আমরা ঈশ্বরের দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে কিছুটা নিশ্চয়তা অর্জন করি। আমরা যদি তাঁর কাছে আসি, তবে তিনি আমাদের তাড়িয়ে দেবেন না। আমাদের বের করে দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আমি তাঁর কাছে আসছি এবং তাই, আমাদের তাড়িয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাই আমরা কি বিশ্বাস করছি, আমরা কি আসছি, আমরা কি পরিত্রাণের জন্য একা খ্রীষ্টকে আঁকড়ে ধরে আছি? প্রতিশ্রুতি আশা, উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস প্রদান করে।

দ্বিতীয় উপাদান, টুলের দ্বিতীয় পাটি হল বিষয়ভিত্তিক। সুতরাং এটি এমন কিছু যা আমাদের মধ্যে পাওয়া যায়, যথা, দত্তক নেওয়ার আত্মার সাক্ষী। সুতরাং উদাহারণস্বরূপ, এটির উপর ভিত্তি করে, রোমীয় ৮:১৫ থেকে ১৭ পদে আমরা পড়ি, “বস্তুত তোমরা দাসত্বের আত্মা পাও নাই যে, আবার ভয় করিবে; কিন্তু দত্তকপুত্রতার আত্মা পাইয়াছ, যে আত্মাতে আমরা আব্বা, পিতা, বলিয়া ডাকিয়া উঠি। আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর যখন সন্তান, তখন দায়াদ, ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীষ্টের সহদায়াদ যদি বাস্তবিক আমরা তাঁহার সহিত দুঃখভোগ করি, যেন তাঁহার সহিত প্রতাপান্বিতও হই।” সুতরাং এটি তাঁর লোকেদের হৃদয়ে আত্মার রহস্যময় কাজকে নির্দেশ করে; আত্মা আমাদের আত্মার সাথে সাক্ষ্য দেয় যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান;আত্মা বিশ্বাসীকে আশ্বস্ত করে যে তারা উদ্ধার পেয়েছে, তারা জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা। পবিত্র আত্মা তাঁর বিশ্বাসী লোকেদের হৃদয়ে ভালবাসা নিশ্চিত করার জন্য বাক্যের মাধ্যমে কাজ করেন।

তৃতীয় উপাদান হল যাকে আমরা প্রকটিকরণ (demonstrative) বলব। সুতরাং এটি বিশ্বাসীর জীবনের মধ্যে অনুগ্রহের প্রমাণ এবং ফল বোঝায়। আত্মা ও বাক্যকে আলাদা করা যায় না। বাক্য ছাড়া আত্মা রহস্যবাদের (mysticism) দিকে নিয়ে যায়;আত্মা ছাড়া বাক্য যুক্তিবাদ (Rationalism) বাড়ে। সুতরাং আমরা যখন প্রমাণের কথা বলি, তখন এটি পরিত্রাণকারী বিশ্বাসের ফলপ্রসূ প্রমাণকে বোঝায়। আমরা নিশ্চিত যে খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে আছেন, কারণ আমরা তাঁকে আমাদের জীবনে আত্মার ফলের মাধ্যমে প্রদর্শিত হতে দেখি। আপনি যখন আত্মার ফল দেখেন, আপনি বুঝতে পারেন যে এটি মানবিকভাবে অসম্ভব। এগুলি এমন কিছু নয় যা স্বাভাবিক মানুষ নিজেরাই করতে পারে। আমরা আমাদের ভিতরের জিনিস পর্যবেক্ষণ করি। তাই পাপের জন্য ঘৃণা; খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসা; ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস ইত্যাদি আত্মার সমস্ত ফল যা গালাতীয় ৫-এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

এই সমস্ত ধরণের জিনিস বিশ্বাসীকে বোঝাতে সাহায্য করে যে বিষয়টির মূল আমাদের মধ্যে রয়েছে, আমাদের সত্যিকারের বিশ্বাস রয়েছে, কারণ আমরা বিশ্বাসের ফল দেখতে পাই এবং সেই ফলটি মানবিকভাবে অসম্ভব। এটি আমাদের বাইরেও বিষয়গুলিকে বর্ণনা করে;উদাহরণস্বরূপ, আনুগত্য– ১যোহন ২:৩-৬; “আর আমরা ইহাতেই জানিতে পারি যে, তাঁহাকে জানি যদি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি। যে ব্যাক্তি বলে, আমি তাঁহাকে জানি, তথাপি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন না করে, সে মিথ্যাবাদী এবং তাঁহার অন্তরে সত্য নাই। কিন্তু যে তাঁহার বাক্য পালন করে, তাঁহার অন্তরে সত্যই ঈশ্বরের প্রেম সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতেই আমরা জানিতে পারি যে তাহাঁতে আছি।” আর তাই সেই ভাষা, যা যোহন ১৪:১৫ তে আছে তা ১ যোহন এর মধ্যেও দেখা যায়, যা আমাদের দেখায় যে ঈশ্বরকে জানা এবং ভালবাসা, অনুগ্রহের অবস্থায় থাকা তাঁর আদেশের আনুগত্য দ্বারা প্রদর্শিত হয়।

তাই এই ফল স্পৃশ্য; এটা আমাদের পরিত্রাণকারী বিশ্বাসের পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রমাণ। যাকোব ২:২৬ পদ বলে, “কর্মবিহীন বিশ্বাসও মৃত।” তাই পবিত্রতার প্রমাণ আসলে একজন ব্যক্তির নিশ্চয়তাকে শক্তিশালী করে। আর বিপরীতভাবে, অবাধ্যতা আমাদের নিশ্চয়তাকে দুর্বল করতে পারে। এই কারণেই আত্ম-পরীক্ষা অপরিহার্য। ২ করিন্থীয় ১৩:৫ পদে আমরা পড়ি, “আপনাদের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমরা বিশ্বাসে আছ কি

না; প্রমাণার্থে আপনাদেরই পরীক্ষা কর। অথবা তোমরা কি আপনাদের সম্বন্ধে জান না যে, যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগেতে আছেন? অবশ্য যদি তোমরা অপ্রমাণিক না হও।" আমাদের আত্মায় বিশ্বাস ও অনুগ্রহ রক্ষা করার চিহ্ন বা প্রমাণ আছে কিনা তা জানার জন্য, আপনাকে আত্মার সাহায্যে, বাক্যের আলোতে নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে।

এখন, আমাদের এই তিনটিরই প্রয়োজন। আমরা যদি শুধুমাত্র একটিতে ফোকাস করি তবে জিনিসগুলি বিকৃত হয়ে যায়। আমাদের প্রতিশ্রুতিগুলির উপর ফোকাস করতে হবে এবং সেই প্রতিশ্রুতিগুলিকে ধরে রাখতে হবে, সেই প্রতিশ্রুতিগুলি আমাদের উৎসাহিত করে। আমাদের আত্মার সাক্ষী সম্পর্কে জানতে হবে। আমাদের জীবনে বিশ্বাসের ফলও পরীক্ষা করা দরকার।

চতুর্থত, নিশ্চয়তা বিশ্বাসের মূল বিষয় নয়। সুতরাং অন্য কথায়, বিশ্বাসের মূল, বা প্রকৃতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে, নিশ্চয়তা নিয়ে আসে না। ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, ১৮, অনুচ্ছেদ ৩ বলে; "এই অবিচ্ছিন্ন নিশ্চয়তা বিশ্বাসের সারাংশের সাথে সম্পর্কিত নয়, তবে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে এবং এর অংশীদার হওয়ার আগে অনেক অসুবিধার সাথে সংঘর্ষ করতে পারে: তবুও, এটির দ্বারা সক্ষম হয়– ঈশ্বরের কাছ থেকে তাকে অবাধে দেওয়া জিনিসগুলি জানার জন্য আত্মা, তিনি অসাধারণ প্রকাশ ছাড়াই, সাধারণ উপায়ের সঠিক ব্যবহারে, তা অর্জন করতে পারেন। আর তাই প্রত্যেকের দায়িত্ব হল নিজের আহ্বান ও নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক তৎপরতা দেওয়া;যাতে তার হৃদয় পবিত্র আত্মায় শান্তি ও আনন্দে, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতায় এবং বাধ্যতামূলক কর্তব্যে শক্তি ও প্রফুল্লতায় প্রসারিত হতে পারে, যা এই নিশ্চয়তার যথাযথ ফল; এটি মানুষের প্রবণতা থেকে অনেক দূরে।

এটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? এটি সাধারণ মেষের সাথে মোকাবিলা করার জন্য যাজকীয়ভাবে এবং কার্যত গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যাক্তি যার নিশ্চয়তা নেই এই অর্থ এই হল যে সেই ব্যক্তির বিশ্বাস নেই। নিশ্চয়তা নেই এর অর্থ এই নয় যে বিশ্বাস নেই। সংগ্রামরত আত্মাদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চয়তা এবং বিশ্বাসের সরাসরি কাজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমি আগেই বলেছি যে নিশ্চয়তা বিশ্বাস থেকে প্রবাহিত হওয়ার অংশ, বিশ্বাস নয়। বিশ্বাসই মূল। তাই বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ কাজ হল পরিত্রাণের জন্য খ্রীষ্টের উপর নির্ভরতা, আর নিশ্চয়তা হল এই পরিত্রাণ যে আমাদের তার অনুধাবন করা। দুজনকে বিভ্রান্ত করা বিশ্বাসের কাজটিকে বিশ্বাস করে যে আমরা গৌরবের উত্তরাধিকারী, খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করার পরিবর্তে, যাতে তারা গৌরবের উত্তরাধিকারী হতে পারে। আপনি কি কেন্দ্রবিন্দুটি দেখতে পাচ্ছেন? মোদ্দা কথা হল, যদি আমরা বলি যে নিশ্চয়তা হল বিশ্বাসের সারাংশ, তবে বিশ্বাসের কাজটি হল, "আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমি একজন খ্রীষ্টান, আমি অনুগ্রহের অবস্থায় আছি।" এটি ভুল জায়গায় জোর দেয়; খ্রীষ্টে বিশ্বাসের পরিবর্তে, এই বিশ্বাস করা যে আমরা একরকম অনুগ্রহের অবস্থায় আছি। বিশ্বাসের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, এখানে বস্তুটি ভুল। তাই আমাদের স্বীকার করতে হবে যে নিশ্চয়তা বিশ্বাসের সারাংশ নয় এবং এমন বিশ্বাসী হতে পারে যারা নিশ্চয়তার সাথে লড়াই করছে যদিও তাদের সত্যিকারের পরিত্রাণ হয়েছে; এটি তাদের সাহায্য করতে আমাদের সাহায্য করে।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা এর বিষয়ে আরও কথা বলতে পারি, কারণ, পঞ্চমত, নিশ্চয়তার সাথে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর সংগ্রাম এমন কিছু যা বাস্তব। আবার, ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, ১৮, অনুচ্ছেদ ৪; "সত্যিকারের বিশ্বাসীদের তাদের পরিত্রাণের নিশ্চয়তা বিভিন্ন উপায়ে ভয়াভয়, হতাশ করা এবং বিরতি দেওয়া হতে পারে; যেমন, এটি সংরক্ষণে অবহেলার দ্বারা; কিছু বিশেষ পাপের মধ্যে পড়ে যা বিবেককে আহত করে এবং আত্মাকে দুঃখ দেয়; কিছু আকস্মিক বা তীব্র প্রলোভন দ্বারা; ঈশ্বরের দ্বারা তার মুখের আলো প্রত্যাহার করে নেওয়ার দ্বারা এবং অন্ধকারে চলাফেরা করতে এবং কোন আলো না পাওয়ার ভয়ের মতো কষ্টের দ্বারা; তবুও তারা কখনই ঈশ্বরের সেই বীজ এবং বিশ্বাসের জীবন, খ্রীষ্ট এবং ভাইদের প্রতি সেই ভালবাসা, হৃদয়ের আন্তরিকতা এবং কর্তব্যের বিবেক থেকে একেবারে নিঃস্ব হয় না, যার থেকে, আত্মার ক্রিয়াকলাপে, এই নিশ্চয়তা যথাযথভাবে হতে পারে সময়মত পুনরুজ্জীবিত হতে পারে এবং যার দ্বারা, সেই সময়ের মধ্যে, তারা সম্পূর্ণ হতাশা থেকে সমর্থিত হয়।"

সুতরাং বিশ্বাসী নিশ্চয়তার সাথে লড়াই করতে পারে, কেবল নিশ্চয়তা আসার জন্য নয়, নিশ্চয়তা পাওয়ার

পরেও কিছু লড়াই করতে পারে। এটি স্বীকারোক্তিতে বলা সমস্ত জিনিস থেকে আসে। এটা আমাদের নিজের জীবনে পাপ হতে পারে, প্রলোভন হতে পারে; এটা সেই ধরনের সমস্তকিছু হতে পারে যা আমাদের উদ্ভূত করে।কিন্তু আমাদেরকে উপায় খুঁজতে হবে– ঈশ্বরের প্রদত্ত উপায় ব্যবহার করতে হবে এবং আমাদের জন্য প্রভুর ভালোবাসার সেই স্থির প্ররোচনা খুঁজতে হবে। দ্বিতীয় করিন্থীয় ১:১২ পদে আমরা পড়ি, "কারণ আমাদের শ্লাঘা এই, আমাদের সংবেদ সাক্ষ্য দিতেছে যে, ঈশ্বর দত্ত পবিত্রতায় ও সরলতায়, মাংসিক বিজ্ঞতায় নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে, আমরা জগতের মধ্যে এবং আরও বাহুল্যরুপে তোমাদের প্রতি আচরণ করিয়াছি।" আমাদের অবশ্যই তাড়াহুড়ো করতে হবে।

তৃতীয়ত, আমাদের এই শিখাটিকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বিবেচনা করতে হবে এবং প্রথম যে ক্ষেত্রটি সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত তা হল আধুনিক সুসমাচারের প্রবণতা, যাকে কেউ কেউ "সহজ-বিশ্বাস" বলে অভিহিত করেছেন। যে ধারণা শিক্ষা দেয় যে সকলেই তাৎক্ষণিক নিশ্চয়তা পাওয়া উচিত যারা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে। সুতরাং আপনার কাছে থাকবে, আর্মিনিয়ান সুসমাচার প্রচারে, কেউ এসে একটি করিডোরে হেঁটে যায় এবং তারা "পাপীদের প্রার্থনা" বলে বা একটি কার্ড বা অন্য কিছুতে স্বাক্ষর করে; আর তাদের বলা হয় যে তাদের তাৎক্ষণিক নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে তারা উদ্ধার পেয়েছে। এই সঙ্গে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। এটি অনুমান করে যে অন্য কেউ অন্য ব্যক্তিকে আশ্বাস দিতে সক্ষম এবং এটি ভুল। ঈশ্বর তার সাথে শান্তির কথা বলার আগে আমরা একজন মানুষের সাথে শান্তির কথা বলতে পারি না। এটি আত্মার সার্বভৌম কাজকেও বিপর্যস্ত করে যাতে একজন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সাথে তাদের শান্তি, তাঁর সময় এবং উপায়ে অনুধাবন করা যায়। কখনও কখনও নতুন বিশ্বাসীর জীবনে নিশ্চয়তা আসা একটি স্থির এবং প্রগতিশীল কাজ, এটি তা অস্বীকার করে। এটি এমন নিশ্চয়তার সতর্কতা দেয় না যা সময়ে সময়ে শক্তিশালী বিশ্বাসীদের মধ্যেও ঘটে। এটি কিছু লোকদেরকে সত্যিকারের সুসমাচারের টীকা দেয়, তাদের অপূর্ণ নিশ্চয়তা দেয়, যখন তারা হয়ত, সত্যিকারের রূপান্তরিত নয়– তাই এটি একজন ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করে যে তারা পরিত্রাণ পেয়েছে, যখন সম্ভবত তারা তখনও পরিত্রাণ পাইনি। এটা তাদের আত্মার ক্ষতি। তাই এটি একটি সমস্যা। এই প্রবণতা থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

দ্বিতীয় এলাকা বা দ্বিতীয় গ্রুপ হবে রোম– রোমান ক্যাথলিক। রোমান ক্যাথলিক শিক্ষা বলে যে কিছু বিশেষ প্রকাশন ছাড়া ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা অসম্ভব, যা অত্যন্ত বিরল। তাই নিশ্চয়তাকে অবাঞ্ছিত হিসাবে দেখা হয়, কারণ নিশ্চয়তার অনুপস্থিতি মানুষকে ক্রমাগত তাদের ভাল কাজের মাধ্যমে এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্মানুষ্ঠানগুলি ব্যবহার করে এবং গির্জাকে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে নিজেকে আরও ভাল করার চেষ্টা করে। এই সবের মধ্যে অনুগ্রহ হারিয়ে যাই। অনুগ্রহ প্রতিটি পাপের মাধ্যমে হারিয়ে যায় এবং শুধুমাত্র তাদের তপস্যার মাধ্যমে ফিরে পায়। সুতরাং, কেউ অনন্ত বিশ্রামে প্রবেশ করবে কিনা তা নিয়ে একটি অন্তহীন প্রশ্ন রয়েছে। তাই রোম ক্যাথলিক শিক্ষা নিশ্চয়তার মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

এমনকি প্রোটেস্ট্যান্টবাদের মধ্যেও, আমাদের কাছে এমন কিছু লোক আছে যারা ইভাঞ্জেলিক্যাল সহজ–বিশ্বাস থেকে বর্ণালীর অন্য প্রান্তে রয়েছে। এটাই এই দৃষ্টিভঙ্গি যে নিশ্চয়তা স্বাভাবিক নয়, এটি বিশ্বাসীর জন্য আদর্শ নয় এবং যারা এই জীবনে এটি অর্জন করে, তারা কেবল একটি কঠোর, আজীবন সংগ্রামের পরে তা করে। এটি প্রায়শই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিবর্তে নিজের উপর ফোকাস দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলিকে যথাযথ স্থান না দিয়ে, আত্ম-পরীক্ষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির হৃদয়ের পরিদর্শনের উপর নিশ্চয়তার জন্য সমস্ত জোর দেওয়া থেকে উদ্ভূত হতে পারে। তাই জিনিসগুলি ভারসাম্যের বাইরে চলে যায়। এটি নিশ্চয়তার আশীর্বাদের উপর নতুন নিয়মের বিশাল জোরের জন্যও দায়ী নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি ঈশ্বরের প্রতি একটি বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত হতে পারে, যা তাঁকে একজন পিতা হিসাবে চিত্রিত করে যিনি চান না যে তাঁর সন্তানরা জানুক যে তিনি তাদের ভালবাসেন। ফলস্বরূপ, এটি বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে অবিশ্বাসকে বড় করে তোলে। লক্ষ্য একচেটিয়াভাবে আশ্রিত হয় খ্রীষ্টের কাছে আসার উপর, যারা এসেছেন তারা খ্রীষ্টের সাথে প্রেমে চলছেন তার উপর থেকে স্থানান্তরিত হয়। এটি বিশ্বাসীকে পবিত্রকরণে অগ্রগতি করতে, মুক্তির আসল উদ্দেশ্য এবং এটি অর্জনের জ্বালানীকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

চতুর্থত, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরতে পারি। প্রথমত, নিশ্চিত হন যে একজন বিশ্বাসী হওয়া এক মহান সুযোগ। এটা প্রত্যেক বিশ্বাসী দ্বারা বাঞ্ছনীয়। আপনি জানেন, কী আশ্চর্যজনক ব্যাপার, যখন ঈশ্বর পবিত্র আত্মার দ্বারা ঈশ্বরের লোকেদের হৃদয়ে তাঁর ভালবাসা ছড়িয়ে দেন; ঈশ্বরের প্রেম জানতে এবং আনন্দিত হতে; আপনার একজন করুণাময়, প্রেমময়, স্বর্গীয় পিতা আছে যেন তাঁকে চিনতে পারেন। সত্যিই, কোন ধরনের পিতা তার গভীর ও চিরস্থায়ী প্রেমের নিশ্চয়তা বিরত রাখবেন বা বিরত রাখার বাঞ্ছা করবেন। হ্যাঁ, পিতাকে তাদের শায়েস্তা করতে হবে, কিন্তু সেখানেও তিনি চান তাঁর ভালবাসা প্রকাশ হোক। বিশ্বাসীর স্বর্গীয় পিতা তাঁর সন্তানদের জন্য সুসমাচারে তাদের প্রতি তাঁর মহান ভালবাসার নিশ্চয়তাকে সমৃদ্ধভাবে উপভোগ করার জন্য উদ্দেশ্য কেন্দ্রিত করেছেন। এই আশ্বাস তীব্র আধ্যাত্মিক আনন্দ উৎপন্ন করে।

এটি একটি অত্যন্ত অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখতে উদ্দীপিত করে, একটি "শান্তি যা সমস্ত বোধগম্যতা অতিক্রম করে", যেমন ফিলিপীয় ৪:৭ বলে। আর এটা আমাদেরকে পাপের প্রলোভন প্রতিরোধে শক্তিশালী করে। এটি সেই সন্তানের মতো যে তার পিতার ভালবাসা জানে এবং তাকে খুশি করার চেষ্টা করে। তাই এটি আমাদের স্বর্গীয় পিতার প্রতি বিশ্বাসীদের ভালবাসা বৃদ্ধি করে। ফলস্বরূপ, নিশ্চয়তা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সেবাকে ত্বরান্বিত করে। আমরা যে ঈশ্বরের প্রিয় এবং তাঁর পরিবারের অন্তর্গত, এই আশঙ্কা তাঁর রাজ্যের অগ্রগতির জন্য তাঁর সেবা করার জন্য আমাদের শ্রমকে অনুপ্রাণিত করে। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সেবাকে শক্তিশালী করা আসলে প্রভুর প্রতি আমাদের সাক্ষ্যকে উজ্জ্বল করে। প্রকৃত বিশ্বাসী অন্ধকার এবং অবিশ্বাসী জগতের জন্য সত্যিকারের আলো হতে পারে। বিশ্বাসী বলতে সক্ষম হয়, "আসুন এবং দেখুন প্রভু আমার আত্মার জন্য কি করেছেন" এবং এটি তাদের সাক্ষ্যকে উজ্জ্বল করে।

রোমীয় ৮:৩৯ পদে পৌলের কথাগুলো চিন্তা করুন; "কারণ আমি প্ররোচিত"–এখানে আত্মবিশ্বাস আছে; আছে প্ররোচনা, নিশ্চয়তা– "আমি নিশ্চিত যে, মৃত্যু, না জীবন, না স্বর্গদূত, না শাসন, না ক্ষমতা, না বর্তমান বিষয়, না আসন্ন বিষয়, না উচ্চতা, না গভীরতা, না অন্য কোন প্রাণী, কোন কিছুই আমাদের ঈশ্বরের ভালবাসা যা আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে রয়েছে তা থেকে পৃথক করতে পারবে না।" পৌল বলেছেন যে নিশ্চয়তা ঈশ্বরের লোকেদের জন্য মুক্তির সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি দেখার উপর ভিত্তি করে। তিনি ঈশ্বরের অবিচ্ছেদ্য প্রেমের সূচক হিসাবে তাঁর সন্তাদের জন্য, মনোনয়নের দিকে ফিরে তাকান এবং সন্মুখে গৌরবের দিকে তাকান।

এই বক্তৃতায়, আমরা নিশ্চয়তা সম্বন্ধে বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তার একটি ভূমিকা বিবেচনা করেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে নিশ্চয়তা ঈশ্বরের পরিত্রাণের কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই নিশ্চয়তা হল প্ররোচনা এবং আত্মবিশ্বাস যে আমরা অনুগ্রহ এবং পরিত্রাণের অবস্থায় আছি; আর সেইসংগে সত্যিকারের পরিত্রাণকারী বিশ্বাস, তা প্রভুর কাছ থেকে চাওয়া এবং অর্জন করার মতো কিছু। এটি প্রভুতে আত্মবিশ্বাসী আনন্দ উৎপন্ন করে এবং তাঁর সার্বভৌম অনুগ্রহকে মহিমান্বিত করে।

এই বক্তৃতাটি পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বের উপর আমাদের মডিউলটির পরিসমাপ্তি করে। শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের উপর আমাদের পরবর্তী মডিউলে বা কোর্সে আমরা মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তার উপর লেকচারের একটি সিরিজ নিয়ে আলোচনা করব।